সুনির্মল বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা

—চার টাকা—

প্রচ্ছদপট ঃ

অঙ্কন—শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

সন ১৩৬৪ সাল।

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে ভানু রায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীসন্তোষকুমার ধর কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের কথা

বেশ কয়েক বছর আগে মাসপয়লা-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রস্তাব করেন যে আমরা প্রকাশ-ভার নিলে, তিনি ও কবি কৃষ্ণদয়াল বসু সুনির্মল বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির একটি সংকলন তৈরী করে দিতে প্রস্তুত আছেন। আমরা তাতে উৎসাহিত বোধ করি—এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কবির সঙ্গে এ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হই। কবিও যথাসাধ্য সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। দুঃখের বিষয় কাজ আরম্ভ করেই ক্ষিতীশবাবু সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েন—এবং সেইখানেই ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়। তাড়া ছিল না—কারণ সুস্থ, সহজ, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা হাসিখুশি সুনির্মলবাবুর মৃত্যুর কথা তখন আমাদের সুদূরতম কল্পনারও বাইরে। চমক যখন ভাঙল তখন কবি চলে গেছেন আমাদের নাগালের বাইরে। ক্ষিতীশবাবু কিছুটা সুস্থ হ'লেও এই গুরু কর্তব্য সম্পাদনের মত শক্তি তাঁর এখনও আসেনি। অবশেষে আমাদের অনুরোধে কবির পুত্ররাই বর্তমান সংকলনটি ক'রে দিয়েছেন। তবে তাঁদেরও অসুবিধা ছিল ঢের—কারণ কবির বহু রচনারই copyright অপরের মালিকানায় হস্তান্তরিত—এবং সকলের মনোভাব সমান সহযোগিতাপূর্ণ নয়—তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কোন অনুরাগী পাঠক যদি কবির কোন উল্লেখযোগ্য কবিতা এর মধ্যে খুঁজে না পান ত—সেটা নিতান্তই আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, এই জেনে যেন আমাদের ক্ষমা করেন—আমাদের ও সম্পাদকদের এই বিনীত অনুরোধ। সংকলন গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হ'ল—কিন্তু কবির হাতে আমরা তা তুলে দিতে পারলাম না—এ ক্ষোভ আমাদের কোনদিনই যাবে না। ইতি

সূচীপত্র

কবিতার নাম	পত্রাঙ্ক
আমার কবিতা	১
প্রথম প্রভাতে	২
বৈশাখী ভোর	৩
চাঁদ ঝুলছিল	৫
ঘুর্নি হাওয়া চলে	৭
ঐ এলো ঝড়	৯
জলের পথে	১১
সবার আমি ছাত্র	১৩
আবার এলো জল	১৪
একটি সন্ধ্যা	১৭
শিরশিয়া বিল	১৭
সবুজ ফড়িং	১৯
বুনো ছেলে	২১
ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নাতে	২৩
গল্প-বুড়ো	২৫
আলোর দেশে	২৬
বাঁশের বাঁশি	২৮
তিন-চূড়ো পাহাড়ের দেশে	৩১
মনে পড়ে	৩৩
গরুর গাড়ির গান	৩৪
বৈশাখী ভোরে	৩৭
ঘর-মুখো	৩৮
ভোরাই	৩৯
খোকার স্মৃতি	৪২
হারামানিক	৪৪
চাঁদনী রাতে	৪৫

কবিতার নাম	পত্রাঙ্ক
পাহাড়ীর বাচ্চা	৪৮
নৌকা চলে নৌকা চলে	৪৯
চৈতী-হাওয়া	৫২
শীত এলো	৫৫
আবার স্রুরু ঝুরু ঝুরু বাদল ঝরা গান	৫৭
কাঙালীচরণ	৫৯
ঝির্‌ঝিরে হাওয়া	৬১
আষাঢ়ের ভোর-রাতে	৬২
শিশু-রবির প্রতি বাঙালী শিশু-মহল	৬৪
শ্রীপঞ্চমীর ভোর	৬৭
আকাশ-প্রদীপ	৭০
শীতের সকাল	৭১
নব-বৈশাখে	৭৩
আমার চোখে ঘুম নামে আজ	৭৪
সাঁওতালদের বস্তিতে	৭৭
আলোর দেশে চল্‌ উজান	৭৮
বাদল-মাদল	৭৯
পথ-চলার গান	৮১
পূজার বাজার	৮৩
ভোম্‌রায় গায়	৮৬
চৈতী-সাঁঝে	৮৯
সোনার ছবি	৯০
আষাঢ়ে ভাসা রে তরী	৯১

কবিতার নাম		পত্রাঙ্ক	কবিতার নাম		পত্রাঙ্ক
অতসী	...	৯২	পৌষ-পার্বণ উৎসব	...	১৩৬
আমার ঘরে ভোমরা	...	৯৩	অসম্ভব ?	...	১৩৭
হারিয়ে গেলাম	...	৯৪	লালচে ফড়িং সবুজ পাতায়		১৩৮
ফাগুন-বেলা শেষ হয়ে যায়	...	৯৭	আটটি আনা পয়সা	....	১৪০
হলুদ চাঁদ	....	৯৯	অদ্ভুত কারবার	...	১৪১
কৃষ্ণা-তিথির সন্ধ্যা	...	১০০	রামার কাণ্ড	...	১৪২
হলুদে-রঙা ফুল	...	১০৩	অপরাধ	...	১৪৩
খোকা-কবি	...	১০৫	আমি দেখেছিলাম	...	১৪৪
মুড়ি জংশনে সূর্যোদয়	...	১০৭	পতাকা-উত্তোলন	...	১৪৭
ঘূর্নি হাওয়ার গান	...	১০৮	আমরা কিশোর শান্তি-সেনা		১৫০
ভরা ভাদরে	...	১১০	জাগে রে কিশোর জাগে	...	১৫১
আয় রে পাখী ল্যাজ-ঝোলা		১১২	আমাদের দাবী	....	১৫৩
কাজের মেয়ে	...	১১৩	আমরা বাঙালী	...	১৫৫
কী ভুল	...	১১৪	আমাদের শত্রু এরা	...	১৫৭
বাজি-মাৎ	...	১১৫	তোমরা চেনো কি তারে	...	১৫৮
অসম্ভব কাজ	....	১১৭	বন্ধুর দান	...	১৬০
কিন্তু যদি কামড়াতো ?	...	১১৯	মহিম-রহিম	...	১৬৩
কেলেঙ্কারি	...	১২০	কে বড় ?	...	১৬৪
সুন্দরী	...	১২২	হঠাৎ	...	১৬৮
অসুরের জন্ম	....	১২৩	দোলের আনন্দ	...	১৬৯
ভালই আছেন তালই মশাই		১২৪	বিয়ে-বাড়ির বিভ্রাট	...	১৭১
পটলবাবুর কন্যাদায়	...	১২৫	হায় বাহাদুর	...	১৭৩
দুলাল পালের ছেলে	...	১২৭	জংলা-সুর	...	১৭৪
অপরূপ-কথা	...	১২৯	গান্ধীজি এসো ফিরে	...	১৭৯
বাবর শা' ও মাকড়-শা	...	১৩১	সাইকেলে বিপদ	...	১৮১
ঘুঘুরামের সিদ্ধিলাভ	...	১৩২	ঈস্—!	...	১৮২
দাদুর খেয়াল	...	১৩৫	আমার মন	...	১৮৪

সুনির্মল বসুর
শ্রেষ্ঠ কবিতা

পুস্তক সংখ্যা
পরিগ্রহণ সংখ্যা 3720

আমার কবিতা

আমার কবিতা
ছড়িয়ে রয়েছে
আকাশের মাঝখানে,—
আমার কবিতা
রণি' রণি' ওঠে
আকুল পাখীর গানে।
শরতের নব কাশের রাশিতে,
আমার কবিতা থাকে প্রকাশিতে,
ঝুরু-ঝুরু-ঝরা
শেফালী-তলায়
অতুল ফুলের রাশে—
সোনালী আলোয়
ঝিলিমিলি-রাগে
আমার কবিতা হাসে।

এসেছে শরৎ,
যেন সে আমার
মূর্ত কবিতাখানি,
আকাশে বাতাসে
ছন্দ জাগায়,
করে তারা কানাকানি।

আনন্দময়ী আসিছে জননী,
তাঁর আগমনী কবিতা শোনো নি ?
আমার কবিতা
প্রসাদীর ফুল,
ঝরে পড়ে পলে পলে,—
আমার কবিতা
ধন্য যে হয়
মায়ের চরণতলে ॥

প্রথম-প্রভাতে

আজি এ প্রভাতে আলোর প্রপাতে
আমরা করিব স্নান,
জ্যোতির্ময়ের বন্দনা করি'
ছন্দে ধরিব গান।
প্রার্থনা মোরা করিব সবাই—
এসো এসো সুন্দর,
সরস পরশে বিকশিত কর
আমাদের অন্তর।
আমাদের মন কর নিষ্পাপ,
সন্তাপ কর দূর,—
চিত্ত মোদের পবিত্রতায়
কর তুমি ভরপুর।
সত্যের শুভ-শুভ্র আলোতে
প্রাণ প্রদীপ্ত হোক,
প্রেম-প্রীতি আর শ্রদ্ধা-বিনয়ে
হৃদয় ভরিয়া রোক।

মানবজীবন কর সার্থক,—
দেহে মনে দাও বল—
প্রথম প্রভাতে এই প্রার্থনা
করি কিশোরের দল ॥

বৈশাখী ভোর

তখনো আকাশে রবি জাগে নাই,
রজনীর অবসান ;—
ভেসে ভেসে আসে
প্রভাতী বাতাসে
অজানা পাখীর গান।
ভেঙে গেল ঘুম সহসা আমার,—
খোলা বাতায়নে দেখি বারবার—
ঝিলিমিলি করে বেলোয়ারী আলো
আধো-আঁধিয়ারে অতি জমকালো ;
পূব-আকাশের কালো পর্দায়—
সোনালী-সবুজে-নীলে-জর্দায়
আলোকের সমাবেশ ;
চৈত্র-রজনী শেষ।
ঘর ছেড়ে আমি চলি মাঠ-পারে,—
পল্লীপ্রান্তে নদীটির ধারে।
ঝুরি-নামা বুড়ো বটগাছ-তলে
বয়ে যায় নদী কল-কল্লোলে ;
তারি তীরে অতি পুরাতন ঘাট,
চারিধারে তার ধরিয়াছে ফাট ;

দূবো-ঘাস আর সবজে পানায়
ভরে আছে তার কানায় কানায়।

ছল্ ছল্ জল
বহে অবিরল ;
সিঁড়িতে আঘাত
করে দিনরাত ;
যেন আর তার গীতি না ফুরায়,
জল-তরঙ্গ বাজিয়ে সে যায়।

আমি এসে বসি ভাঙা পৈঠায়,—
নিরিবিলি ঘাটে একা নিরালায়।
ওপারে আঁধার হয়ে আসে ফিকে,
আলোর আমেজ জাগে দিকে দিকে ;
আবলুশে ম্লান আবছায়া ঢাকা;
কালচিটে কালো ঝুলকালি মাখা—
গোপন প্রকৃতি রহস্যে ভরা
সহজ রূপেতে পড়ে গেল ধরা।
যারা ছিল সব স্বপনের দেশে
দেখা দিল তারা একে একে এসে,
চির-পুরাতন চির-চেনা যারা
আলোর জোয়ারে ধরা দিল তারা।
মাথার উপরে এপাশে ওপাশে
তারার চুমকি মিলায় আকাশে ;
শুকতারা তার প্রদীপটি নিয়ে
পালালো কোথায় মুখ ঢাকা দিয়ে।
জোনাকির আলো
মিলালো মিলালো—

ঝোপে আর ঝাড়ে,
আলোর জোয়ারে।
পূব দিগন্তে খেয়ে যায় চিড়,
সোনার আগুন, আলোর আবীর,
রাঙা বিদ্যুৎ
অতি অদ্ভুত,
খান্ খান্ হয়ে ঠিক্‌রিয়ে যায় ;
ফুলঝুরি ঝরে গগনের গায়।
ঐ ওঠে রবি ঝিলমিল-ঝিল,
হেসে ওঠে যেন বিশ্ব নিখিল,—
বাঁধ ভেঙে নামে বন্যা আলোর,
হ'ল হ'ল আজ বৈশাখী ভোর॥

চাঁদ ঝুলছিল

আকাশের চাঁদোয়াতে চাঁদ ঝুলছিল,—
ঝলঝলে ঝলমলে
চাঁদ ঝুলছিল ;
আশে-পাশে ঝাঁকে ঝাঁকে,—
রাশে রাশে লাখে লাখে
ঝকঝকে চকমকে
তারা-ফুল ছিল,—
তার মাঝে মাঝ-রাতে
চাঁদ ঝুলছিল।

ঝুরু ঝুরু বাতাসেতে
দোলা লাগে তিসি ক্ষেতে,

মেহেদির ঝোপে-ঝাড়ে
ডাল দুলছিল ;
চুরচুরে আলো-মৌ উপ্‌চিয়ে পড়ছিল চাঁদের চাকে,
ঝরছিল ঝর্‌ঝর্‌ পলাশের ডালে আর বটের শাখে,
পাতা ছেয়ে, ডাল ছেয়ে—
পড়ছিল নীচে বেয়ে—
আঙিনার অভিনব
রূপ খুলছিল ;
নীল চাঁদোয়ার তলে
চাঁদ ঝুলছিল।

সাঁওতাল-পল্লী সে বনের ভিতর,—
মাঝ-রাতে নিরালায় নিঝুম, নিথর ;
চকোর করুণ স্বরে
ডেকে ফেরে বালু-চরে ;
রাত-জাগা বুনো পাখী
মাঝে মাঝে ওঠে ডাকি,
সে সুরে বাতাস যেন
ঢেউ তুলছিল ;
মাঝ-রাতে বেলোয়ারী
চাঁদ ঝুলছিল।

শালবন ভেদ ক'রে মৌন তাপস সম দাঁড়ায়ে পাহাড় ;
চিকমিক করছিল অভ্রের ধুলোমাখা চূড়াটি তাহার ;
তার ধারে বন্‌-তলে—
নিরালায় জঙ্গলে,—
কুটীরের আঙিনাতে
ছোট এক খাটিয়াতে

সাঁওতাল-ছেলে এক
বসে ঢুলছিল।
আকাশের চাঁদোয়াতে
চাঁদ ঝুলছিল॥

ঘূর্নি হাওয়া চলে

গরম দুপর,—
পথের উপর
ঘূর্নি হাওয়া চলে,—
পথিক আমি বস্‌নু এসে
গাছের ছায়া-তলে।
তেঁতুল গাছের শীতল ছায়া—
জুড়িয়ে দিল শ্রান্ত কায়া;
ঘাসের উপর এলিয়ে দেহ
পড়েছিলাম ঢ'লে;
মাঠের পথে বন্‌বনিয়ে
ঘূর্নি হাওয়া চলে।

পদ্ম-হারা পদ্ম-দীঘি সামনে আছে প'ড়ে,—
জীর্ণ-গাছের শুকনো পাতা পড়ছে ঝ'রে ঝ'রে;
ঘন-বাঁশের ঝাড়ে ঝাড়ে
কাক ডেকে যায় বারে বারে,
সারস এসে বসলো উড়ে
পদ্ম-দীঘির জলে;
শূন্যে ধূলোর নিশান তুলে
ঘূর্নি হাওয়া চলে।

শ্রান্ত আমি গাছের তলায়
এলিয়ে দিলাম দেহ,—
আগুন-ঝরা দুপুরবেলায়
সঙ্গীটি নাই কেহ।
কাঠ-বেড়ালী একটি দুটি
করছে কেবল ছুটোছুটি,
গঙ্গা-ফড়িং লাফিয়ে বেড়ায়
ঘাসেরই জঙ্গলে ;
ঘুর ঘুর ঘুর ঘুরপাকেতে
ঘূর্ণি হাওয়া চলে।

দমকা বাতাস গাছের মাথায় দোল দিয়ে যায় শুধু,
রোদে-রাঙা মধুডাঙার মাঠটি করে ধূ ধূ ;—
বহুদিনের পথটি চেনা—
জানাশোনা কেউ হাঁটে না,
ছায়ার দিকে
গাং-শালিখে
উড়ছে দলে দলে ;
দূর-নিরালায় দুপুরবেলায়
ঘূর্ণি হাওয়া চলে।

বহুদিনের পরে এলাম
ছেলেবেলার গাঁয়ে,—
শ্রান্ত দেহ এলিয়ে দিলাম
তেঁতুলগাছের ছায়ে ;
অতীত্ দিনের কতই স্মৃতি,
কতই খেলা, কতই গীতি

মনের-কোণে উঠছে ভেসে
আজকে পথে পথে ;
দূরের বনে ঝড় দোলা দেয়,
ঘূর্নি হাওয়া চলে।

ছেলেবেলার গ্রামখানি মোর তেম্‌নি আজো আছে,—
হায় রে আমায় চিনলো না কেউ, ডাকলো না কেউ কাছে।
ছেলেবেলার সঙ্গী যারা, কোথায় গেছে আজকে তারা ?
একটিও লোক নাইকো যে আজ
স্নেহের বাণী বলে ;—
মনের মাঝেও আজকে আমার
ঘূর্নি হাওয়া চলে ॥

ঐ এলো ঝড়

শালবনে হুল্লোড়,—
ঐ এলো ঝড়,
মাঠ ছেড়ে তাড়াতাড়ি
চল্‌ ভাই ঘর।
দোলা লাগে ডালে ডালে,
ঢেউ জাগে বিলে-খালে,
উড়ে যায় ধুলো-বালি
পথের উপর,
ঐ এলো ঝড়।

আশমানে জমে মেঘ—
কালো ঘুট্‌ঘুট্‌,—
তুফানের বাড়ে বেগ,
দে রে ছুট্‌ ছুট্‌ ;—

মাঝ-নদী ছেড়ে মাঝি
কূলে আনে তরী আজি,
কোথা যেন বাজ পড়ে
কড়্ কড়্ কড়্ ;
ঐ এলো ঝড়।

আম-বাগানেতে গিয়ে
কাজ নাই আজ,
ভয়ে বুক কাঁপে শুনে'
ঝড়ের আওয়াজ ;
তালবনে খালি খালি
দেয় কে রে করতালি,
খেজুর-পাতায় বাজে
হাজার ঝাঁঝর,—
ঐ এলো ঝড়।

ঝোড়ো-কাকে দেয় ডাক,—
উড়ে যায় চিল,
ফাঁকা সে আকাশে নাই
ফাঁক একতিল।
বাগানের ফুলগুলি
ঝরে যায় বিল্‌কুলি,
নীড়-হারা বুল্‌বুলি
কাঁপে থর্‌থর্‌,—
ঐ এলো ঝড়।

ঘরে বসে চুপচাপ
থাক্ না এখন,
চুপ করে বসে দেখ্
ঝড়ের মাতন,—
ওপারে গ্রামের 'পরে
আকুল বাদল ঝরে,
জলছবি ভেসে ওঠে
অতি মনোহর—
ঐ এলো ঝড় ॥

জলের পথে

আমরা চলি খালের জলে নৌকা চড়িয়া,
ডাইনে বামে আঁধার নামে ভুবন ভরিয়া ;
শিরশিরিয়ে বইছে হাওয়া, কাঁপন লাগালো,
দিকে দিকে ঝরা-পাতার গানটি জাগালো।

মাঘের বেলা শেষ হয়ে যায়, আঁধার নামে যে,
আকাশখানি বিভোর হ'ল রঙের আমেজে ;
ঝোপড়া গাছের ফাঁক দিয়ে ঐ আকাশতলেতে
সোনার আলো পড়ছে ঝরে খালের জলেতে।

ঝিমিয়ে আসে মাঘের বেলা ফুরায় আয়ু রে,
হাই তোলে ঐ বনের মাঝে সাঁঝের বায়ু রে ;
খালের ধারে বাঁশের ঝাড়ে গান কে জুড়েছে।
শিরীষ গাছের শুকনো পাতা হাওয়ায় উড়েছে।

আমরা চলি নৌকা বেয়ে শীতের বিকালে,
জল-তরঙের ছন্দ বাজে শুনিস্ নি খালে ?
বন-মেহেদির গন্ধ মিহি আসছে ভাসিয়া,
ঝোপের আড়ে দুলাল-চাঁপা উঠছে হাসিয়া।

হিম-বাতাসে অচিন পাখী কাতর নাকি রে ?
কাঁপাগলায় চাঁপা গাছে উঠছে ডাকি' রে।
পার হয়ে যাই পারুলডাঙা জারুল-তলাতে,
গান ধরেছে উদাস মাঝি ভরাট গলাতে।

গাজন-তলার হাট ভেঙেছে দেখছি চাহিয়া,
ফিরছে লোকে নানান গাঁয়ে নৌকা বাহিয়া ;
কাদের মেয়ে জল ভরে ঐ ঘাটের কিনারে,
পরনে তার খড়কে-ডুরে, মুখটি চিনা রে।

পথ চলেছে রাখালছেলে হল্লা তুলি' রে,
গরুর ক্ষুরে উড়ছে ধূলো, সাঁঝ-গোধূলি রে ;
ঝিকমিকিয়ে হীরের মতো জ্বলছে ও কারা !
সন্ধ্যাপূজার দীপ জ্বেলেছে জোনাক-পোকারা !

ঝাপসা হ'ল এপার ওপার, আঁধার ঘিরেছে,
এই যে মোদের গাঁয়ের ঘাটে নৌকা ভিড়েছে॥

সবার আমি ছাত্র

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে;
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর পাই রে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন-মহান্,
খোলা মাঠের উপদেশে—
দিল্-খোলা হই তাই রে।

সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখালো হাসতে মেদুর,
মধুর কথা বলতে।
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর,—
অন্তর হোক রত্ন-আকর;
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে।

মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হতে
পাষাণ দিল দীক্ষা।
ঝরনা তাহার সহজ গানে
গান জাগালো আমার প্রাণে,
শ্যাম বনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা।

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবের নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র ;
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য যে-সব পাতায় পাতায়,
শিখছি সে-সব কৌতূহলে
সন্দেহ নাই মাত্র ॥

আবার এলো জল

আঁধার ক'রে বাদল এলো
আবার এলো জল,
সারা আকাশ কাঁদছে যেন
নয়ন ছলোছল্ ;
আকাশ জুড়ে মেঘের মেলা,
নামলো বাদল ভোরের বেলা,
ঘরের দাওয়ায় আজ একেলা
কি করি হায় বল ?—
আবার এলো জল।

ঘরের ভিতর রাতের আঁধার,
দেখতে নাহি পাই,
কোথায় পুঁটে, আয় রে ছুটে,
প্রদীপটা জ্বাল্ ভাই।

দুষ্টু জগা মাচার কাছে
উঠোনটাতে দাঁড়িয়ে আছে,
অসুখ হ'লে বুঝবে তখন
বৃষ্টি-ভেজার ফল !
আবার এলো জল ।

মাঠের পথে স্রোত চলেছে
ডুবলো ক্ষেতের আল,
আকাশ বেয়ে ভিজে ভিজে
ফিরছে বকের পাল ;
কোথায় যেন করুণ সুরে
চাতক পাখী ডাকছে দূরে,
ঘরের চালে ভিড় করেছে
ঝোড়ো-কাকের দল ।
আবার এলো জল ।

জল-ছপ্‌ছপ্‌ মাঠের পথে
কে চলে যায় ভাই,—
ভাবছি বসে ওর সাথে আজ
উধাও হয়ে যাই ।
কলার বাগান পুকুর-পাড়ে,
জল উঠেছে তারই ধারে,—
ঝুর ঝুর ঝুর বাঁশের ঝাড়ে
শুনছি অবিরল ।
আবার এলো জল ।

ঝুর্‌ঝুরিয়ে ঝরছে ধারা,
শুনছি জলের সুর,
কে যেন আজ জলের বীণা
বাজায় সুমধুর!
বাদল-ধারার তারে তারে
উঠছে গীতি বারে বারে,
টুপুর টুপুর বাজছে যেন
নূপুর অবিকল।
আবার এলো জল।

বাদল এলো বাদল এলো—
উতল বরিষন,
ঘরের দাওয়ায় বসে বসে
দেখছি সারাক্ষণ;
ভিজে শালিখ মাঠের কোণে
খুঁজছে কী আজ আপন মনে,
চড়াইগুলো লড়াই ক'রে
করছে কোলাহল।
আবার এলো জল॥

একটি সন্ধ্যা

বসে আছি চুপটি ক'রে কুটীরখানির দাওয়ায় ;
শরীর যেন জুড়িয়ে গেল সন্ধ্যাবেলার হাওয়ায়।
হঠাৎ আঁধার দূর হয়ে যায় চাঁদা-মামার চাওয়ায় ;
ঝিলমিলিয়ে উঠলো ধরা জ্যোৎস্না-আলো ছাওয়ায়।
গন্ধরাজের গন্ধ আসে স্নিগ্ধ হাওয়ার বাওয়ায় ;
তৃপ্ত হ'ল রাতের ভোমর ফুলের মধু খাওয়ায়।
সাঁঝের আসর উঠলো জ'মে আকুল পাখীর গাওয়ায় ;
ডানায় তাদের শব্দ জাগে আকাশ-পথে ধাওয়ায়।
জোনাক-পোকার ভিজলো ডানা শিশির-জলে নাওয়ায় ;
আলো-ছায়ার চলছে খেলা মেঘের আসা-যাওয়ায়।
আমার চোখে ঢুল লেগে যায় শান্তিটুকু পাওয়ায় ;
বসে আছি চুপটি ক'রে কুটীরখানির দাওয়ায় ॥

শিরশিয়া ঝিল

অভিযানকারী যায় না সেথায়,
ভ্রমণকারীরা যায় না ;
'শিরশিয়া ঝিল' করে ঝিলমিল,
ঝকঝকে যেন আয়না।
আয়নাই বটে, কাচ সম জল ;—
আজো দেখে' তারে চিনবো—
সারাদিন তা'তে টলটল্ করে
প্রকৃতির প্রতিবিম্ব।
উড়ন্ত পাখী ছায়া ফেলে যায়,
মুখ দেখে মেঘ হর্ষে,

‘শিরশিয়া ঝিল’ শির্‌শির্ ক’রে
দুরন্ত বায়ু স্পর্শে।
চারিপাশে তার বুনোফুল হাসে
মসৃণ তৃণগুচ্ছে,—
তাল-নারিকেল শোভা দেখে তার
মস্তক তুলি উচ্চে।

বিহারের এক নিভৃত প্রদেশে,
নির্জন বন-প্রান্তে,
আমরা ক্ষুদ্র কিশোরের দল
কতদিন দিবসান্তে
পার হয়ে নদী পাহাড়ী উশ্রী
মাঠ হয়ে অতিক্রান্ত—
উঁচু-নীচু কত উপল-বহুল
পথ চ’লে অবিশ্রান্ত
হাজির হতাম ‘শিরশিয়া ঝিলে’
সবে মিলে মহানন্দে ;
মুখরিত হ’ত নিরালা কুঞ্জ
পাখীদের কলছন্দে।
সেই সুরে মোরা মিলাতাম সুর,
করিতাম কত রঙ্গ,
তৃণের সবুজ জাজিমের ’পরে
এলায়ে দিতাম অঙ্গ।
অস্ত-ভানুর দীপ্ত আলোকে
ঝলকি উঠিত চিত্ত,
সেই আলো মেখে ‘শিরশিয়া ঝিল’
পুলকে করিত নৃত্য।

বিহারের এক শুষ্ক প্রদেশ,
বন্ধুর চারিধার সে,
বাংলার ছবি দেখিতাম মোরা
'শিরশিয়া ঝিল' পার্শ্বে।
বাংলারই মত সরস-শ্যামল
কোমল-নশ্বর-কান্তি
বিহার-প্রবাসী বাঙালী কিশোরে
কত-না দিয়েছে শান্তি।
তাহার স্মরণে সুখ জাগে মনে,
গুণ গাহি তার পদ্যে,
'শিরশিয়া ঝিল' করে ঝিলমিল
আজিও মনের মধ্যে॥

সবুজ-ফড়িং

সবুজ ঘাসে সবুজ ফড়িং
লাফিয়ে চলে, লাফিয়ে চলে,—
সকালবেলা ঝোপের তলায়,
টুপ্‌ টুপ্‌ টুপ্‌ হিম ঝরে যায়;
শির্‌শিরিয়ে শীতের বাতাস
সবুজ লতা কাঁপিয়ে চলে।
সবুজ ফড়িং লাফিয়ে চলে।

বুনো-ফুলের মঞ্জরীতে
অঞ্জলি দেয় উষার আলো,
ঘেসো ফুলের ধারে ধারে
প্রজাপতি ভিড় জমালো।

ঘন-ঝোপের গোপন মহল,
মৌমাছিরা দিচ্ছে টহল,
কোন্ ফুলে আজ ঝরছে মধু,
খোঁজ রাখে তা সদলবলে।
সবুজ ফড়িং লাফিয়ে চলে।

ঘাসের বনে আনন্দে আজ
সবুজ ফড়িং লাফিয়ে আসে,
আমার মনের চপল ফড়িং
ঘুরছে তাহার আশে-পাশে।

হঠাৎ একি ঘটলো ব্যাপার,
কেমন করে বলব তা আর,
ছোঁ মেরে এক শালিখ পাখী
ধরলো তারে স্থকৌশলে,
উড়লো আবার আকাশতলে।

আমার মনের চপল ফড়িং
ভয় পেয়ে সে চম্‌কে ওঠে,
মুষ্‌ড়ে গেল মনখানি যে
কোন্ অজানা ভয়ের চোটে।

যুগে যুগে দুর্বলে, হায়,
এম্‌নি ভাবেই পরান হারায়,
ক্ষীণজীবী হয় ভস্মীভূত
শক্তিশালীর কোপানলে,
ভাবছি আমি নয়নজলে॥

বুনো-ছেলে

সূর্য গেল অস্তাচলে ;—
মাঠের পথে ফিরতে বাড়ি
তাড়াতাড়ি
পড়ে গেলাম ঝড়-বাদলে।

হঠাৎ মেঘের দাপট সুরু আকাশ ব্যেপে,—
ঝড়ের বাতাস ছুটলো তোড়ে, উঠলো ক্ষেপে।
অল্প পরেই মুষল-ধারে নামবে ধারা,—
হতেই হবে ভিজে সারা।
ধারে-কাছে নাই কোনো আশ্রয়,
জাগলো মনে ভয়।

গাছপালাদের মাথায় মাথায়
পাতায় পাতায়
দোলন লাগে ক্ষণে ক্ষণে,
কোন্ সে ক্ষ্যাপা উঠলো ক্ষেপে মাঠের শেষে বনে বনে!

বন্‌বনিয়ে ঘূর্নি-হাওয়ায়
ঘুরপাকেতে শূন্যে কে ধায়?
কোন্ খেয়ালীর পাগলামিতে
ঝড় উঠেছে আচম্বিতে!
অন্ধকারের আবছা-আলো
তাও মিলালো
গগনতলে,—
মাঠের পথে ফিরতে বাড়ি পড়ে গেলাম ঝড়-বাদলে।

নিরুপায়েই ভিজতে হবে মাঠের মাঝে
আজকে সাঁঝে,
তাড়াতাড়ি চলছি দ্রুত চরণ ফেলে,
এমন সময় দৌড়ে এলো ছোট্ট কালো বুনো-ছেলে ;

বললে আমার হাতটি ধ'রে—
"চল্ বাবুজি শীঘ্র ক'রে,
ঐ যে আমার পাতার কুটির তেঁতুল-তলার পিছে,
ভিজবি কেন মিছে ?"

সাঁওতালদের ছোট্ট বুনো-ছেলে—
অশিক্ষিত জংলী-শিশু অভয় দিল ডাগর ছুটি
কালো-নয়ন মেলে।

কালো আকাশ নিবিড় হ'ল ক্রমে,
মেঘের উপর মেঘ উঠেছে জ'মে—
চিকমিকিয়ে বিদ্যুতেরই প্রখর আলো থেকে থেকে
ঝিলিক মারে আকাশ জুড়ে' সাপের মতো এঁকে-বেঁকে।

মেঘ ডেকে যায় কড়কড়িয়ে,
বুক কেঁপে যায় থর্‌থরিয়ে।
সাঁওতালদের ছোট্ট ছেলে আবেগ-ভরে
হাতটি আমার পাকড়ে ধ'রে
চললো ছুটে ঘরের পানে তার,
আমায় যেন ছাড়বে না সে আর।

এই জীবনে কত ব্যাপার ঘটছে অবিরত,
বিস্মৃতিরই অতল তলে তলিয়ে যে যায় বুদ্বুদেরই মত।
জীবনস্রোতে স্মৃতির কত কুসুমরাশি
কোন্ অকূলে যায় যে ভাসি'—
কে খোঁজ রাখে তার,
কেই বা ধারে ধার।

অতীত্ দিনের অখ্যাত এক বুনো-ছেলের স্মৃতি
কিন্তু আজো মনের কোণে জাগছে নিতি নিতি,—
কালের স্রোতে শুভ্র তাজা শতদলের প্রায়—
চির-দীপ্ত হয়ে আছে মনের নিরালায়॥

ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নাতে

আমার দাওয়ায় পড়ছে এসে
ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্না রে,
উছ্‌লে পড়ে চাঁদের আলো,—
একটু তোরা বোস্ না রে।
দিগন্তে ঐ দূর সীমানায়
খোলা মাঠের কানায় কানায়
দুধের যেন বান ডাকে আজ
ঝল্‌মলানো রোশনায়ে,—
আয় রে তোরা দেখবি যদি
বাঁধ-ভাঙা কোন্ জ্যোৎস্না এ।

উপ্‌ছে পড়ে রূপ যে চাঁদের,—
চাঁদ-বাদলের নীর ঝরে,
স্নান করে আজ থির-প্রকৃতি
সেই রুপালী নির্ঝরে।
আমার দাওয়ায় ছিট্‌কে আসায়
আলোর বানে সব যে ভাসায়,
সবজে ঝাড়ে ছোপ লাগে আজ
চাঁদের আলোয় শুভ্র সে,—
সন্ধ্যাবেলায় এই নিরালায়
দেখছি যে তার রূপ ব'সে।

কোথায় যাবি? কোথায় পাবি
প্রাণ-ভরা এই শান্তি রে?
মনের আঁধার ঘুচবে সকল,
ঘুচবে সকল ভ্রান্তি রে।
চাঁদের আলোয় মনের আলোয়
মিলবে আজি ভালোয় ভালোয়,
ভিতর-বাহির উজল হবে,—
আয় রে আমার চত্বরে,
গাঁয়ের ডাকে মায়ের ডাকের
আভাষ পাবি সত্বরে॥

গল্প-বুড়ো

বইছে হাওয়া উত্তুরে ;
গল্পবুড়ো থুত্থুরে—
চলছে হেঁটে পথ ধ'রে—
শীতের ভোরে সত্বরে ;
চেঁচিয়ে যে তার মুখব্যথা,
"রূপকথা চাই, রূপকথা—"

ডাক ছেড়ে সে ডাকছে রে—
বলছে ডেকে হাঁক ছেড়ে—
"ঘুম ছেড়ে আজ ওঠ্ তোরা,
আয় রে ছুটে ছোট্টরা,—
কী আছে মোর তল্পিটায়
দেখবি যদি জল্‌দি আয়।

কাঁধের উপর এই ঝোলা,—
গল্প-ভরা মন-ভোলা,
দত্যি, দানব, যক্ষিরাজ,
রাজপুত্তুর, পক্ষিরাজ,
মন-পবনের দাঁড়খানা,—
আজগবী সব কারখানা,—
ভর্তি আমার তল্পিটায়,
দেখবি যদি, জল্‌দি আয়।

কড়ির পাহাড় সার-বাঁধা,—
মানিক-হীরা চোখ-ধাঁধা,—
সোনার কাঠি ঝল্‌মলে,—
ময়নামতী টল্‌টলে—

তেপান্তরের মাঠখানা—
হট্টমালার হাটখানা—
আটকালো এই তল্পিটায়,
দেখদি যদি, জল্‌দি আয়।

কেশবতী নন্দিনী
এই থলেতে বন্দিনী।
শীতের প্রখর প্রত্যূষে—
আসবে না যে শত্রু সে,—
ভাঙবো তাদের মূর্খতা—
বলবো নাকো রূপকথা॥"

আলোর দেশে

জল-ছল্‌ছল্‌ ঝাপসা ভুবন
উজল হ'ল রে,
আলোর দেশে চলতে হবে,
তল্পি তোলো রে!

পিছন পানে তাকাস কেন?
চলতে কি মানা?
কালোর শেষের আলোর দেশের
ঐ তো সীমানা।

রূপের বাহার দেখবি যদি
আয় রে ছুটিয়া—
সবুজ-সোনার আঁচলখানি
পড়ছে লুটিয়া।

ওই যে মায়ের নীল আঁখি ছাখ্
মেদুর আকাশে,
স্নেহের উছাস জানতে কি পাস
মৃদুল বাতাসে ?

উজল সোনার রথ দেখা যায়
উদয়-গগনে,
পাখীর গলার শঙ্খ বাজে
মধুর লগনে।

শিউলিতলায় অর্ঘ্য-থালা
ঐ কে সাজালো!
ধানের ক্ষেতে আজকে কারা
ঘুঙুর বাজালো!

কাশের বনে চামর কারা
ঢুলায় আদরে!
দিক্-বালাদের অন্তরে আজ
পুলক না ধরে।

কোন্ আমোদে বিশ্বভুবন
আজকে ভাসে রে!
সোনার স্বপন কে জাগালো
নীল আকাশে রে॥

বাঁশের বাঁশি

অনেক দূরে
　　উদাস সুরে
　　　　কোন্ সে বাঁশি বাজে রে
　　　　কোন্ সে বাঁশি বাজে।
শুনতে পেনু
　　মোহন বেণু
　　　　শালের বনের মাঝে রে,
　　　　শালের বনের মাঝে।

বাতাস চলে
　　গাছের তলে,
　　　　আঁধার হ'ল ফিকে রে,
　　　　আঁধার হ'ল ফিকে;
আলোয় ভরা
　　হাসছে ধরা,
　　　　দেখছি দিকে দিকে রে,
　　　　দেখছি দিকে দিকে।

ধানের ক্ষেতে
　　উঠছে মেতে,
　　　　বাতাস মাঝে মাঝে রে,
　　　　বাতাস মাঝে মাঝে।
অনেক দূরে
　　মৃদুল সুরে
　　　　বাঁশের বাঁশি বাজে রে,
　　　　বাঁশের বাঁশি বাজে।

মাঠের ধারে,
নদীর পারে
সাদা বালুর চরে রে,
সাদা বালুর চরে
দেখছি চেয়ে
আকাশ বেয়ে
ভোরের আলো ঝরে রে,
ভোরের আলো ঝরে।

নদীর কোণে
শালের বনে
যাচ্ছে যেন কারা রে,
যাচ্ছে যেন কারা!
চলার তালে
আজ সকালে
বাজায় বাঁশি তারা রে,
বাজায় বাঁশি তারা।

মাঝে মাঝে
মাদল বাজে
চলার সাথে সাথে রে,
চলার সাথে সাথে;
বুনো ভাষায়
গান শোনা যায়
নীরব নিঝুম প্রাতে রে,
নীরব নিঝুম প্রাতে।

নদীর পারে,
মাঠের ধারে
গহন বনের মাঝে রে,
গহন বনের মাঝে,

প্রাণ-উদাসী
বাঁশের বাঁশি
মোহন সুরে বাজে রে,
মোহন সুরে বাজে।

ধীর বাতাসে
গন্ধ আসে,
কোথায় ফোটে হেনা রে,
কোথায় ফোটে হেনা ;

নদীর বাঁকে
চকোর ডাকে,
স্বরটি চেনা-চেনা রে,
স্বরটি চেনা-চেনা।

স্নিগ্ধ ভোরে
মাঠের 'পরে
চরণ ফেলে ফেলে রে,
চরণ ফেলে ফেলে,

বাঁশি বাজায়,
গান গেয়ে যায়
সাঁওতালদের ছেলে রে,
সাঁওতালদের ছেলে।

আজ সকালে
গানের তালে
উঠলো জেগে সাড়া রে,
উঠলো জেগে সাড়া ;
সদলবলে
বাজিয়ে চলে
বাঁশের বাঁশি তারা রে,
বাঁশের বাঁশি তারা ॥

তিন-চূড়ো পাহাড়ের দেশে

গোধূলিতে ডুলি ক'রে আমি চলি দূর গাঁয়ে তিন-চূড়ো পাহাড়ের শেষে,
পার হয়ে অবিরাম কত গ্রাম, মাঠ, ঘাট, চলি চলি বুনোদের দেশে।
দুই কুলি বয় ডুলি, আমি চলি ঢুলি ঢুলি সাঁওতাল-পরগনা দিয়ে ;
শীতের অলস বেলা ক্ষীণ হয়ে আসে ক্রমে, আয়ু তার আসে যে ফুরিয়ে।
আকাশের ভাঙা-চোরা অগণিত মেঘে মেঘে সিঁদুরের ছোঁয়া যেন লাগে ;
যেন কোন্ অতীতের মায়াময় স্মৃতিগুলি রাঙা হয়ে ওঠে অনুরাগে।
তখন ভেঙেছে হাট দূর কোন্ দেহাতের, বুনো পথ ভেঙে তাড়াতাড়ি
চলেছে গরুর গাড়ি, লোকজন সারি সারি, কেনা-বেচা সেরে ফেরে বাড়ি।
চলেছে মেয়ের দল, গানে ক'রে কোলাহল,
নাহি বুঝি সে গীতের বাণী,—
তবু সে গানের ভাষা, যাহা শুনি ভাসা-ভাসা, আকুল করিছে প্রাণখানি।
নুড়ি আর খোয়া-ভরা উঁচু-নীচু মেঠো পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে ঘুরে,
ডুলির ঝোলার মাঝে আমি চলি একটানা,
দূরে—কোন্ সীমাহীন পুরে।
পার হয়ে চলি মাঠ, আসে ঘন শালবন, তালবন ডাহিনে ও বামে,
গাছের মাথার পরে মিলালো দিনের আলো, ধূসর সাঁঝের ছায়া নামে।

বালি সাধারণ-গ্রন্থাগার।

শাখে শাখে পাখীদের কলহের কোলাহল, ঘরে ফেরে বেলেহাঁসগুলি,
নিঝুম শীতের সাঁঝে ধূসর বনের মাঝে হেলে দুলে চলে মোর ডুলি।
সহসা বনের ধারে আগুনের ছোপ লাগে, পূরবের গগনের কোণে,
আবছায়া ধরা যেন আলোর স্বপন দেখে হেসে ওঠে আপনার মনে।
আঁধার সাগরকূলে আলোকের ঢেউ এলো,
কে শোনালো সোনালী এ ভাষা?
নিরাশা-আঁধার মনে জাগে যেন ক্ষণে ক্ষণে প্রাণভরা আলোময় আশা।
আমি শুধু চেয়ে দেখি কৃষ্ণা-তিথির সাঁঝে অপরূপ রূপের মাধুরী,
ওঠে চাঁদ প্রতিপদী, উজ্জ্বল সোনার দ্যুতি আছে তার সারাদেহ জুড়ি।
বনে বনে সাড়া জাগে, পাখীদের কোলাহল
থেমে যায়, ধরে তারা গীতি,
আলোর অতিথি আসে, অভয়ের হাসি হাসে, দূর হয় আঁধারের ভীতি।
ঝিরি ঝিরি হাওয়া বয়, গাছে গাছে ঢেউ ওঠে,
শাখে শাখে মৃদু আলো দোলে,
ঝিলিমিলি জ্যোছনা সে ঝিমঝিমে সাঁঝে আজ
কুয়াসার আবরণ তোলে।
ছোট নদী 'উশ্‌ঝোর' পড়ে আছে নিরালায় বালুর চাদরখানা মেলে,
তারি সাদা বালুচরে খাড়া ঢালু পথ বেয়ে
চলে ডুলি কালো ছায়া ফেলে।
তীরে মেহেদির বন, ঘন ঘন ঝোপে-ঝাড়ে ঝিঁঝিদের চলে কানাকানি :
শীতের প্রখর সাঁঝে, শিবা ডাকে মাঝে মাঝে,
আশে-পাশে নাহি জন-প্রাণী।
আলোর পরশে ফের জাগে দূর সীমানায় ছায়াময় পাহাড়ের রেখা,
হাতছানি দিয়ে ডাকে 'খৈড়ড়ি' বুনো গ্রাম, পাহাড়ের শেষে যায় দেখা।
পাহাড়ের তলে তলে বুনোদের গান চলে, মাদলের ধ্বনি আসে ভেসে ;
চলে চলে ডুলি চলে ওই পাহাড়ের গাঁয়ে, তিন-চূড়ো পাহাড়ের দেশে ॥

মনে পড়ে

মনে পড়ে অতীতের স্মৃতি অনাবিল,
উশ্রী-নদীর জল করে ঝিলমিল ;
দুই তীরে উঁচু ডাঙা,
ধারগুলো ভাঙা-ভাঙা,
বালুচরে ছায়া ফেলে'
উড়ে যায় চিল।

ঝিরি ঝিরি কাঁপে পাতা, দোলে শালবন,
পলাশ-শাখায় আসে রঙের প্লাবন।
আমলকি বনে বনে
ছায়া কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে,
শির্‌শির ক'রে ওঠে
'শির্‌শিয়া' ঝিল।

হাতছানি দিয়ে ডাকে ছোটনাগপুর,—
জাগায় কত-না স্মৃতি মধুর, মধুর।
ধুসর মাঠের পারে
ফুল ফোটে ঝোপে-ঝাড়ে,
ছুটে আসে প্রজাপতি,
ডানা লাল-নীল।

বনের আড়ালে খাড়া ঝাপসা পাহাড়,—
মাথায় কখনো হেরি মেঘের বাহার ;
ছবির মতই আঁকা
মেঠো-পথ আঁকা-বাঁকা,
মাদল বাজিয়ে চলে
সাঁওতাল-ভীল।

দুই বেলা নদীতীরে শিশুদের ভিড়,—
কোলাহলে ভ'রে ওঠে উস্রীর তীর ;
আমিও শিশুর দলে
খেলা করি কুতূহলে,
খুশি হয়ে হেসে ওঠে
বিশ্ব-নিখিল।

কোথা গেল সেই সব হারানো দিবস,
ভেবে ভেবে মন মোর হয় যে বিবশ।
মনে পড়ে অবিরত
কত কথা শত শত,
আসা-যাওয়া করে সেই
স্মৃতির মিছিল॥

গরুর গাড়ির গান

ঐ চলেছে গরুর গাড়ি মাঠের পাশে,
কাঠের চাকায় ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দ আসে।
গাড়োয়ানটা পাগড়ি মাথায় পড়ছে ঢুলে,
আপন মনে চলছে গরু ল্যাজুড় তুলে।

প্রকাণ্ড মাঠ রোদের তাপে তপ্ত ঝামা,
মাথার উপর আগুন ঢালেন সূর্য-মামা।
সামনে দূরে কোথাও নাহি একটু ছাওয়া,
শন্‌শনিয়ে ছুটছে বেগে গরম হাওয়া।

একটি ছুটি ধানের জমি মাঠের ধারে
রোদের তেজে করছে খাঁখাঁ একেবারে।
স্তব্ধ দুপুর দিক্-বিদিকে নাইকো সাড়া,
এই দুপুরে রৌদ্রে পুড়ে যাচ্ছে কারা ?

গরুর গাড়ির চাটাই-ছাওয়া ছাউনি-তলে
নতুন বধূ শ্বশুরবাড়ি ঐ যে চলে।
পর্দা তুলে পিছন হতে দেখছে চেয়ে
ডাগর চোখে নতুন বধূ,— ছোট্ট মেয়ে।

শীর্ণ-রোগা শ্রান্ত কাতর বলদ দুটি
মারের চোটে উর্ধ্ব-শ্বাসে চলছে ছুটি'।
গরুর গাড়ি চলছে দুলে মাঠের মাঝে
টুং টাং টুং গরুর গলায় ঘণ্টা বাজে।

অনেক দূরে মাঠের পারে গ্রামের কাছে
ঝাঁকড়া মাথায় তালের সারি দাঁড়িয়ে আছে।
ঐ গ্রামেতেই নতুন বধূর শ্বশুরবাড়ি
ঐ গ্রামেতেই চলছে ছুটে গরুর গাড়ি।

মাঠ ছাড়িয়ে ছোট্ট নদী শীর্ণ-কায়া,
তার তীরেতে তেঁতুল গাছের শীতল ছায়া।
গরুর গাড়ি ঢালু পথের বাঁকটি ধ'রে
নদীর কাছে আসলো এবার অনেক পরে।

তৃষ্ণা-কাতর বলদ দুটি নদীর জলে
চুমুক দিয়ে তৃষ্ণা মিটায়, আবার চলে।
উঠতি পথে উঠছে গাড়ি নদীর পাশে,
কাঠের চাকায় ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দ আসে।

বাঁশের ঝাড়ে বায়স ডাকে বিকট সুরে ;
ঘুর্নি হাওয়া বন্‌বনিয়ে চলছে ঘুরে।
পশ্চিমেতে ঢললো রবি কমলো বেলা,
পুঁটলি কাঁধে পথিক চলে ঐ একেলা।

মাঠ ফুরালো, ঐ যে মাঠের শেষ সীমানা,
ঐ দেখা যায় নান্দীপুরের গোসল-খানা,
ঐ কাছারি, ঐ যে গ্রামের পাঠশালাটা,
অশথ তলায় চণ্ডীপূজার আটচালাটা।

পথের পাশে শ্যাওলা-ছাওয়া ময়লা দীঘি,
জীর্ণ ঘাটে বাসন মাজে বাগদিনী-ঝি ;
গরুর গাড়ির ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দ পেয়ে
কাজ ফেলে সে কৌতূহলে দেখছে চেয়ে।

ছেলের দলে জট্‌লা ক'রে হল্লা তোলে
বটের ডালে দোলনা ক'রে দোদুল দোলে,
গরুর গাড়ি ঢুকলো এবার গ্রামের মাঝে,
নতুন বধূ ঘোমটা টানে বেজায় লাজে॥

বৈশাখী ভোরে

ঘুম ছেড়ে আজ সকালবেলা উঠেই দেখি রে—
নতুন আলোর ঝিনিক ছোটে বাইরে, একি রে!
ঠিক্‌রে-পড়া রঙীন আলো, চৈতী-রাতের ঘুম টুটালো,
পলাশ পারুল ঝরিয়ে এলো কাল-বোশেখী রে।

আমবাগানের বিভোল ঘ্রাণে পরান মাতালো,—
দাঁড়িয়ে বুঝি ভাবছে কেবল আকাশ-পাতাল ও!
আম-চুরিতে বকবে মালী? তাইতে বুঝি ভাবনা খালি!
পট্‌লা ছোঁড়া মালীর সনে স্যাঙাৎ পাতালো।

গাছের ডালে আকুল হ'ল কোকিল-পাপিয়া,—
দখিন হাওয়া বিরাম-হারা ফিরছে কাঁপিয়া—
ফুল-মুকুলে পড়লো সাড়া! নিদ্ তেয়াগি জাগলো তারা—
আনন্দ আজ উঠছে সবার বুকটি ছাপিয়া।

সবুজ পাতার কাতার ছাওয়া অবুঝ কেতকী—
ঘোমটা টেনে আজকে ভোরেও ঘুমোয় এত কী!
জাগলো সবাই মাতলো সবে, ও কেতকী, জাগ্‌না তবে,
ঘুম দিলে আজ সবাই এত আমোদ পেত কি?

আয় ছেলেরা, বাইরে দাওয়ায় আমোদ লুটি রে—
আজ পড়া থাক্, থাক্ না প'ড়ে শেলেট-পুঁথি রে।
থাকবে কে আজ ঘরের কোণে একলা বসে সঙ্গোপনে,
থাকবে যে থাক্, আয় না তোরা বাইরে ছুটি' রে।

শুনব মোরা ধানের ক্ষেতের গানের বহরই,
নীল-দরিয়ার নিতল জলের শুনব লহরী ;
উড়ন্ত ঐ পাখীর পিছে ঘুরব মিছে, ঘুর্‌ব মিছে,
খামখেয়ালে কাটাব আজ সকল প্রহরই।

আজকে ভোরে নতুন সালের নতুন আলো রে—
জীর্ণ জরায় সজীব ক'রে তাক লাগালো রে।
আজ নতুনের স্বাদটি পেয়ে আনন্দে মন উঠছে গেয়ে ;
বৈশাখী ভোর আজকে আমার মন ভুলালো রে ॥

ঘর-মুখো

সাঁঝের আগেই কাজের ছুটি,—ভাইয়া, বাজা মুর্‌লী—
আ ম'লো যা, আনন্দেতে বিকট গীতি জুড়লি !
গান থামা তুই, মুর্‌লী বাজা, আমি বাজাই মাদ্‌লা,—
ঘর-মুখো চল্, ঘর-মুখো চল্,—আসছে নেমে বাদ্‌লা।
বিজন-বনে বস্তি মোদের,—চল্ রে ছুটে ভাইয়া—
পথ চেয়ে আজ থাকবে বোন আর থাকবে বুড়ী মাইয়া ;
সাঁঝের বাতি জ্বালিয়ে ঘরে আকুল হয়ে থাকবে—
চলতে পথে করলে দেরী—ভাববে তার ভাববে।
হপ্তা পরে মিললো ছুটি—কয়লা কাটা বন্ধ,
উঠছে হাসির হর্‌রা ভীষণ, বুক-ছাপা আনন্দ ;
খোশ-মেজাজে চলব মোরা, নাইকো কোনো চিন্তা,—
(মাদল) তা ধিন্ ধিন্, তা ধিন্ ধিন্, ধিন্ ধিন্ তা, ধিন্ তা।

'রবিবারে'র ছুটি রে কাল, তাই ত এত ফূর্তি—
তাই ত এত গানের বহর,—দিলদরিয়া মূর্তি !

পড়বে বিজন পথের ধারে পাহাড় নদী জঙ্গ্‌লা—
ভয় কি তাতে ?—আমরা দু'জন,—নান্‌কু এবং মঙ্গ্‌লা।
হয়ত পথে নামবে বাদল, হয়ত হবে রাত্রি,
হয়ত পথে ভিজবে দু'জন বন-গাঁ-মুখো যাত্রী ;
ডাকবে শেয়াল বিকট রবে, পড়বে পথে হায়না,
মঙ্গ্‌লা মাঝি, নান্‌কু মাঝি—কিচ্ছুতে ভয় পায় না।
গানের তালে চরণ ফেলে', মাদল-বাঁশির সঙ্গে—
নাচব তাধিন্—হাসব হো হো—চলব ছুটে' রঙ্গে ;
হপ্তা পরে একটি দিবস স্বাধীন, মোরা স্বাধীন,—
(মাদল) ধিন্ ধিন্ তা, ধিন্ ধিন্ তা, তা ধিন্ ধিন্, তা ধিন্ ॥

ভোরাই

বর্ষার ঝুপঝাপ
থামলো রে থামলো,
আলোকের নির্ঝর
ঝর্‌ঝর্ নামলো।

পূর্ব গগন-কোণে
জাগে কার মুখটি ?
ঝল্‌মল্ জ্বল্‌জ্বল্
উজ্জ্বল রূপটি।

ভোর হ'ল, ভোর হ'ল—
কানাকানি লাগলো,
ডাক ছেড়ে লাখ পাখী
আগডালে জাগলো।

ঝুর ঝুর ধীর বায়
দুর দুর ছুটলো,
ভুর ভুর সৌরভে
ফুল-কলি ফুটলো।

কাশ-বুড়ো ছুল্ ছুল্
দোল খায় ক্ষেত্রে,
বুল্‌বুল্ গায় গান
ঢুল্ ঢুল্ নেত্রে।

দিক জুড়ে পিক-বধূ
গায় মহানন্দে ;
তুল্ তুল্ ফুল-ঝাড়
গুলজার গন্ধে ;

মৌচাকে মৌমাছি
ঝুম্ ঝুম্ নাচছে,
ভোম্‌রার পাখনায়
রুম্ ঝুম্ বাজছে।

জাগলো রে জুঁই-কলি,
চোখ মেলে ঝুমকো,
কেতকীর ডালে ডালে
লাগে মহাধুম গো।

ঝট্‌কায় ঝর্ ঝর্
শেফালিকা ঝর্‌ছে,
টুপ টাপ হিমজল
ঝিম খেয়ে পড়ছে।

আমলকি-আগডালে
থামলো কি সঙ্গীত ?
ময়না বকুল-ডালে
গায় আজ কোন্ গীত ?

ডুমুরের ডালে ডালে
ঝুমুরের নাচ্‌না,
ধান-শীষে ঝুম্ ঝুম্—
ঘুঙুরের বাজ্‌না।

হিন্দোলে দোল খায়
গাছপালা ঐ রে,
খাল-বিল বিলকুল
জল-থৈ-থৈ রে।

ঐ এলো ঐ এলো
শরতের রোদ্দুর—
বাদলের সাড়া নেই,
আজ তারা কদ্দূর ?

ভোর হ'ল ভোর হ'ল—
চারদিকে বাজলো,
ঘর ছাড়ি নর-নারী
মাতলো রে মাতলো।

হাসলো আকাশ, আর
হাসলো রে পৃথ্বী ;
জয় জয় শরতের
অতুলন কীর্তি ।।

খোকার স্মৃতি

ভাইটি আমার কোথায় গেল, কোথায় গেল মাগো—
সেই যে সেদিন বিদায় নিল, আর ত এলো না গো।
বললি মাগো, আসবে ফিরে, আসবে আবার ফিরে ;
ভেবেছিলাম দেখব আবার ছোট্ট সে ভাইটিরে।
ভেবেছিলাম, আবার যখন আসবে ফিরে কাছে,
বলব 'খোকা, মোদের ছেড়ে যেতে কি ভাই আছে!'
ভেবেছিলাম, আসলে পরে ধরব চেপে বুকে ;
আবার দু'টি ভাইবোনেতে কাটাব কাল সুখে।

তুই মা বড় মিথ্যাবাদী, ছোট্ট ছিনু ব'লে
গোপন ক'রে মিথ্যা ব'লে ভুলিয়েছিলি ছলে।
কেঁদে যখন বলেছিলাম—'খোকা কোথায় আছে?'
বলেছিলি—'সে তো গেছে মামাবাবুর কাছে ;'
সেথায় গিয়ে পড়াশোনা করবে এবার খোকা,
আবার সে তো আসবে ফিরে, কাঁদিস কেন বোকা?'
এখন আমি বুঝতে পারি, সমস্ত চালাকি,
ছোট্ট পেয়ে তখন আমায় দিয়েছিলি ফাঁকি।

আজকে আমার সকল কথাই পড়ছে মনে মাগো,
ভোরের বেলা উঠেই খোকা বলত 'দিদি, জাগো!'
ঘুমটি ছেড়ে খোকার গালে চুমা খেতাম খালি,
হাসত খোকা, আনন্দে সে দিত করতালি।
যদিও মা তোরই খোকা, তোরই পেটের ছেলে,
আমার কোলই বাসত ভালো তোর কোলটি ফেলে।
সমস্ত দিন কাটত মোদের দু'টিতে একসাথে,
একই লেপের তলায় মাগো শুতাম শীতের রাতে।

নিশুত্ রাতে পেঁচার ডাকে আঁৎকে উঠে' ভয়ে
আমার বুকে মুখ লুকাত জড়সড় হয়ে।
বৃষ্টি যখন পড়ত ঝরে, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে
চুপটি ক'রে বসতাম মা তোরই ছুটি পাশে,—
বলতি কত পরীর কথা, ডাইনীবুড়ির কথা,
সুয়োর ঘরে ছুয়ো-রাণীর মনের নিবিড় ব্যথা।
রাজপুত্রের শিকার করা পক্ষিরাজে চেপে,
শাঁকচুন্নীর গল্প শুনে উঠত গা-টা কেঁপে।
বুঝত না মা খোকাটি তোর, তাকাত তোর পানে,
অবাক্ হয়ে শুনত কেবল,—ভাবত কী কে জানে !

ঐ যে মাগো ঘরের কোণে খোকার ঠেলাগাড়ি,
ঐ যে খোকার ছোট্ট ছাতা, রং-করা মশারি ;
ঐ পিঁড়িতে বসে খোকা নিত্যি খাবার খেত—
আমার হাতে ভাত খেয়ে সে কতই আমোদ পেত।
ঐ মা খোকার শেলেট পুঁথি, জানত না তো পড়া,
মুখে মুখেই শিখিয়েছিলাম মজার মজার ছড়া।
পড়ার সময় শেলেট নিয়ে বসত মিছিমিছি,
ইচ্ছামত আপন মনে টানত হিজিবিজি।

পোঁট্লা বেঁধে রেখেছি তার জিনিস রাশি-রাশি—
লাট্টু, গুলি, কাঠের লাঠি, কৌটো, ভাঙা বাঁশি,
ভাঙা পুতুল, রাঙা শিশি, ঠ্যাং-ভাঙা এক ঘোড়া,
তেঁতুলবীচি, মাটির ঢেলা, ন্যাকড়া ছেঁড়া-খোঁড়া।
এম্নি কত হরেক রকম জিনিস আজে-বাজে
পোঁট্লা-বাঁধা যত্নে মাগো আমার কাছে আছে।
খোকার জিনিস দিয়েছি সব যত্ন ক'রে রেখে,—
কান্না আসে আজকে মা ঐ জিনিসগুলো দেখে।

'খোকা' ব'লে ডাকটি দিতে খিল্‌খিলিয়ে হেসে
'দিদি, কোলে'—বলেই খোকা হাত বাড়াত এসে।

আজকে খোকার জন্মদিনে পড়ছে মনে সবি,
জাগছে মাগো—এক-এক ক'রে অতীত্ দিনের ছবি।
ভাইটি আমার কোথায় আছে,—কোন্ সে তারার দেশে—
কোন্ দোষে তার, যমরাজা হায় ছিনিয়ে নিলে এসে।
ওকি, চোখে জল ঝরে তোর, কাঁদিস বুঝি, ওমা—
বলব না আর খোকার কথা, কর্ মা এবার ক্ষমা ॥

হারামানিক

ও পাড়ার
কালো চেহারার
গোপীনাথ রাগ ক'রে, হায়,
ঘর ছেড়ে বেমালুম কোথা যে পালায়
সারা গাঁয়ে কেহ আর নাহি পায় টিকিরও সন্ধান,
আত্মীয় স্বজন সবে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে একেবারে হ'ল হয়রান।
পিতা মাতা;ভেবে সারা, কেঁদে কেঁদে শুধু শিরে করে করাঘাত ;—
হেনকালে মাতা তার ধুলা-কাদা-মাখা অকস্মাৎ
গোপীনাথে দেখে' বলে, "কোথা ছিলি তুই ?"
"সারাদিন ধরিয়াছি রুই—
এই দেখ ! নাও,
ভেজে দাও ॥"

চাঁদনী রাতে

এসো এসো ভোলানাথ,
এই হেথা খোলা ছাত,
ফুর্‌ফুরে হাওয়া বয়
ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না ;
আয় আয় ত্বরিতে,
কোথা যাস্‌ মরিতে,
নির্জ্জনে আয় আয়
এইখানে বোস্‌ না !

নীল খোলা আশমান
সাদা-মেঘ ভাসমান,
ঢল্‌ঢলে চাঁদা-মামা
ঝল্‌মলে চাঁদ্‌নী,
ঐ শোন্‌ দূরেতে
ব্যথা-ভরা সুরেতে
ক্যাঁচ ক্যাঁচ—বিটকেল
পেচকের কাঁদ্‌নি।

আজ মোর বুকে রে
গান ওঠে রুখে রে,
লোক নাই যার কাছে
মন খুলে গাই রে ;
তুই এই সন্ধ্যায়
চলেছিস কোন্‌ গাঁয় ?
প্রাণ ভ'রে গান গাব,
ডাকি তোরে তাই রে।

প্রাঞ্জল ভাবে মোর
প্রাণ জল হবে তোর—
সঙ্গীতে মন তোর
হয়ে যাবে মশগুল ;
আয় আয় দাদা রে,
মিছে বন-বাদাড়ে
ঘুরে ঘুরে সারা হলি
মারা গেলি বিল্‌কুল।

শোন্ কথা অধীনের—
জীবনটা ক'দিনের ?
সব সাফ একবার
চক্ষুটা বুজলে ;—
তাই দাদা, হেথা আয়,
সময়টা বৃথা যায়,
মরে গেলে সব গেল,
পাবি কোথা খুঁজলে ?

বল্ দাদা গুছিয়ে—
কোন্ গানে রুচি হে ;
কোন্ গীত ভালো লাগে,
সঙ্গীত কোন্ রে ?
হাঁই-ফাঁই প্রাণারাম ;
গোবেচারা কেনারাম
ডাকে তোরে সকাতরে ;
আয় দাদা, শোন্ রে।

টল্‌টলে নীল জল
জ্যোৎস্নায় টল্‌মল্‌,
দঙ্গল বেঁধে ভাসে
চঞ্চল মাছরা ;
নীল খোলা আশমান;
সাদা মেঘ ভাসমান;
আকাশের সারা গায়ে
তারকার পাঁচড়া।

ডেকে মরে. শিবা রে,
বিদঘুটে কিবা রে,
খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ ফেউ ডাকে
জুড়ি' সারা পল্লী ;
হেই দাদা, কোথা যাস্ ?
আয় আয়, মাথা খাস্—
এই ম'লো, এত ডাকি
তবু ফিরে চল্লি ?

পাহাড়ীর বাচ্চা

পাহাড়ীর বাচ্চা,
মর্দ সে আচ্ছা,
কাঠ বেচে হাট থেকে ফিরছে ;
চলছে সে বন-গাঁয়
নির্জন সন্ধ্যায়,
দশদিক আঁধারেতে ঘিরছে।

একদম অজ ভূত,
কিন্তু সে মজবুত,
নির্ভীক ভয়-হারা চিত্ত ;
এলে বাঘ হায়না
ভয় কিছু পায় না ;
তাল ঠুকে রুখে যায় নিত্য।

মিশকালো ছোকরা,
চুল কালো কোঁকড়া,
বন্-গাঁয়ে বাস তার, বন্য ;
পাহাড়ীর বাচ্চা—
সাঁচ্চা সে সাঁচ্চা—
জোরদার মর্দ সে ধন্য ॥

নৌকা চলে নৌকা চলে

নৌকা চলে 		নৌকা চলে
মাঝ-নদীতে 		অথই জলে।

বৈঠা মারি' 		মাল্লা মাঝি
'বদর বদর' 		চেঁচায় আজি,
সবাই মিলে 		হল্লা তোলে;
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

রইল দূরে 		কূল কিনারা,
পল্লীখানি 		ঝাপসা-পারা,
ঝপাস ঝপাস— 		শব্দ জলে;
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

শুভ্র পালে 		বাতাস লেগে
নৌকা ছোটে 		তীব্র বেগে,
দূর-গগনে 		সূর্য ঢলে;
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

ঝাপ্‌টে ডানা 		বকের সারি
আকাশপথে 		দিচ্ছে পাড়ি;
ফিরছে নীড়ে 		বিহগ দলে;
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

আকাশখানি রক্ত-রাঙা;
ধোঁয়ায় ছাওয়া দূরের ডাঙা,
নামলো রবি অস্তাচলে ;
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

দূরের ঘাটে নাই রে প্রাণী,
নীরব নিঝুম পল্লীখানি ;
ফিরছে ঘরে ওই সকলে ;
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

গাছের ডালে পাতার ফাঁকে
উদাস সুরে কোকিল ডাকে,
আঁধার ঝোপে জোনাক জ্বলে ;
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

ঝিল্লীগুলো ডুক্‌রে ওঠে—
দম্‌কা-হাওয়া চম্‌কে ছোটে,
স্রোতের মাঝে নৌকা দোলে ;
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

সাঁঝের তারা ঐ আকাশে
মিট্‌-মিটিয়ে মুচকি হাসে,
দেখছে যেন কৌতূহলে
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

আচম্বিতে সঙ্গোপনে
ঝল্‌মলিয়ে পূবের কোণে
উঠলো চাঁদা গগনতলে ;
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

নৌকা চলে নীরব-সাঁঝে
নদীর জলে স্রোতের মাঝে,
চাঁদের আলোর ঝলক ঝলে ;
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

আঁধার ঠেলে জ্যোৎস্না নামে,
নৌকা চলে দূরের গ্রামে,
'বদর বদর' মাল্লা বলে ;
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

মাল্লা মাঝি আকুল প্রাণে
উঠছে মেতে বাউল গানে,
বৈঠা মারে গায়ের বলে ;
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

যাচ্ছে বধূ শ্বশুরঘরে
জলের পথে নৌকা চ'ড়ে,
অশ্রু ঝরে ওই বিরলে ;
নৌকা চলে
নৌকা চলে।

নৌকা চলে জ্যোৎস্না-রাতে,
নৌকা চলে মন্দ বাতে,
অথই জলে অঠাঁই জলে
নৌকা চলে
নৌকা চলে ॥

চৈতী-হাওয়া

চৈতী-হাওয়া বইতে সুরু অনেক দিনের পর—
ও ভাই অনেক দিনের পর,—
রং জাগে নি গগন-তলে,
ঝুরু ঝুরু বাতাস চলে,
ঝাপসা ভোরের আবছা আলোয় এলাম ছেড়ে ঘর ;
চৈতী-হাওয়া বইতে সুরু অনেক দিনের পর।

মৌমাছিরা মৌতাতী আজ, লুটছে পরিমল—
ফল্‌সা গাছে জল্‌সা করে আল্‌সে পাখীর দল ;
গাং-শালিখের গান জেগেছে,
উল্লাসে মন উঠছে নেচে,—
বুল্‌বুলি আজ বিল্‌কুলি তার ভাঙলো গলার স্বর ;
চৈতী-হাওয়া বইতে সুরু অনেক দিনের পর।

ময়না তিতির রয় না নীড়ে ; পিক-বধূ আজ কৈ ?
শিউরে-ওঠা শিউলী-ডালে শিস্ দিয়ে যায় ঐ !
ঝাঁকড়া ঝাউএর ঝোপড়া-ঝাড়ে
ঝট্‌কা এসে ঝাপটা মারে,—
গহন বনে সঙ্গোপনে ডাকছে 'কবুতর'।
চৈতী-হাওয়া বইতে সুরু অনেক দিনের পর।

টগর ফুলের ডাগর আঁখি দেখবি যদি আয় ;
মল্লিকা, তুই কর্‌লি কি, তোর ঘুম ভাঙে নি, হায় ?
আর কারো নাই উঠতে বাকি,
ফুল্ল গাঁদা খুললো আঁখি,—
নিদ্‌মহলে সিঁদ কেটেছে কোন্ সে ধুরন্ধর !
চৈতী-হাওয়া বইতে সুরু অনেক দিনের পর।

দোপাটি তোর খোঁপাটি বাঁধ্, আসবে আগন্তুক—
শিশির দিয়ে বেশ ক'রে মাজ্ নোংরা ও তোর মুখ ;
দম্‌কা হাওয়া চলছে উড়ি,
চম্‌কে ওঠে ঝুমকো-কুঁড়ি,—
ঘোমটা তুলে কুর্চি-বধূ হাসছে মনোহর,
চৈতী-হাওয়া বইতে সুরু অনেক দিনের পর।

উপচে পড়ে সব যে আহা সবজে-ফুলী মৌ—
কোথায় গেল তালকানা সব ভোমরাগুলোর বৌ ?
নিমফুলে আজ হিম লেগেছে,
ঘুম্-কাতুরের ঘুম্ ভেঙেছে,
থল্‌কমলের পাপড়ি পাতা কাঁপছে রে থর্ থর্ ;
চৈতী-হাওয়া বইতে সুরু অনেক দিনের পর।

লাল্‌চে ফুলের গাল্‌চে পাতা কাদের উঠানে,
যার খুশি আয় পলাশতলায়, মুঠা মুঠা নে।
বন-মেহেদির জংলা ফুলে
কে দিল আজ আল্‌তা গুলে' !
চাল্‌তা পাতায় গীত উঠেছে, ওই শোনো শর্ শর্—
চৈতী-হাওয়া বইতে সুরু অনেক দিনের পর।

কেয়া-পাতায় মেটে-সিঁদুর লাগায় কে আবার ?
প্রজাপতির রেশ্‌মী ডানায় ছোপ লেগেছে তার ;
খুন্‌-খারাবী কৃষ্ণ-চূড়ায়
চৈতী-হাওয়া পরাগ উড়ায়,
থোপা-থোপা আমের বউল ঝরছে রে ঝর্‌ ঝর্‌—
চৈতী হাওয়া বইতে সুরু অনেক দিনের পর।

খুন্‌সুড়িতে দিক মাতালো টুন্‌টুনিদের ঝাঁক,—
পোড়ো-বাড়ির খোড়ো চালে আকুল হ'ল কাক ;
জাগলো এবার ঘাটের মাঝি,
উদাস সুরে চেঁচায় আজি—
'দূর মোহানায় কে যাবি ভাই, আয় চলে সত্বর।'
চৈতী-হাওয়া বইতে সুরু অনেক দিনের পর।

হাল্কা হাওয়ায় দুলছে দোদুল দোলন-চাঁপা ফুল,
মৌ পিয়ে তার অলির আঁখি নেশায় ঢুলুঢুলু ;
কাজলা-দীঘির বিজন পারে
ফুল ফুটেছে ধুতরো-ঝাড়ে,
সর্‌ষে ক্ষেতের হল্‌দে ফুলে উঠলো মৃদু ঝড়্‌,—
চৈতী-হাওয়া বইতে সুরু অনেক দিনের পর।

নামবে এবার আলোর জোয়ার, তাই এ আয়োজন,
ভোরের বাঁশি ভৈরবীতে তান ধরেছে শোন্‌!
চৈতী-হাওয়া বইতে সুরু,
প্রাণখানি মোর উড়ু উড়ু,
আজকে আমার মন মাতালো বিশ্বচরাচর।
চৈতী-হাওয়া বইতে সুরু অনেক দিনের পর॥

শীত এলো

ধীরে ধীরে শীত নামে
ধরণীর প্রান্তে,—
রজনীর শেষে আজ
পেরেছি তা জানতে ;
ক্ষণে ক্ষণে বন-তলে
কনকনে হাওয়া চলে,—
ঝুরু ঝুরু কাঁপে পাতা,
শুনেছি একান্তে।

এলাম আবার যেন
তুষারের রাজ্যে,
ঝিম্-ঝিম্ হিম ঝরে
অবিরাম আজ যে ;
আবার শীতের সুরু,
দেহ কাঁপে দুরু দুরু,
হিমেল জোয়ার এলো
দুনিয়ার মাঝ যে।

খোলা জানালায় দেখি
নিরালায় রাত্রে—
কেঁপে সারা যত তারা
আকাশের গাত্রে ;
চেয়ে দেখি বারে বারে
আকাশের ধারে ধারে
বাঁকা চাঁদ ভেসে চলে
হিম-নদী সাঁত্‌রে।

শীত এলো, শীত এলো
এবার নিতান্ত,
শীতের বেশেতে যেন
এসেছে কৃতান্ত ;
হিমের পরশ লেগে
শেষরাতে উঠি জেগে,
কাঁপন ধরেছে ভাই,
লেপ কাঁথা আন্ তো !

গহিন রাতেতে জাগি
তুহিনের স্পর্শে,—
উঠে বসে ভাবি আমি,
কাঁপি থর্‌থর্ সে,—
বরফের দেশ হতে
হিমানী-হাওয়ার স্রোতে
কে তুমি মোদের দেশে
আসো প্রতি বর্ষে ?

ধোঁয়া আর কুয়াসার
ওড়না যে অঙ্গে,
দিনরাত হিম-হাসি
হাসো তুমি রঙ্গে ;
আবার মোদের দেশে
এসেছ অতিথি-বেশে,
মেরুর আমেজ যেন
আনিয়াছ সঙ্গে ॥

আবার সুরু ঝুরু ঝুরু বাদল ঝরা গান

আবার সুরু ঝুরু ঝুরু
বাদল-ঝরা গান—
আগুন হানা থামলো এবার
ঠাণ্ডা হ'ল প্রাণ।
মেঘ জমেছে নীল আকাশে,
সোঁদা মাটির গন্ধ আসে,
পুকুর-ডোবায় জল থৈ থৈ
ছুটলো গাঙে বান,—
আবার সুরু ঝুরু ঝুরু
বাদল ঝরা গান।

মেঘের কোলে গুরু গুরু
গ'র্জে ওঠে বাজ—
ভাবছি বসে সকাল হতেই
কি করা যায় আজ!
ডাকছে ফিঙে ঘরের চালে,
চাতক চেঁচায় অশথ-ডালে,
গাল-ফুলো ঐ ব্যাঙ-ব্যাঙানী
ধরলো বিকট তান—
আবার সুরু ঝুরু ঝুরু
বাদল ঝরা গান।

হিজল-বনের পিছল পথে
নাই-বা গেলি ভাই,
তাল-পুকুরে টাপুর টুপুর
শোন্ না ব'সে তাই;

পুঁই-পালঙের সবুজ ক্ষেতে
মাতাল বাতাস উঠলো মেতে,
অধীর হ'ল নদীর পারের
নবীন তাজা ধান,
আবার সুরু ঝুরু ঝুরু
বাদল ঝরা গান।

নেতিয়ে গেছে অপ্‌রাজিতা,
ঝরছে পরিমল—
জুঁই-পারুলের পাপড়ি ঝরে
হায়, কি করি বল্‌!
হাস্‌নুহানার আকুল ঝাড়ে
টুন্‌টুনি তার পাখনা নাড়ে,
ভিজছে বাবুই বাবলা-গাছে
কাঁপছে তনুখান—
আবার সুরু ঝুরু ঝুরু
বাদল ঝরা গান।

ছিপ হাতে ঐ আসলো জগা
মাথায় টোকা তার,
বসলো গিয়ে চুপটি ক'রে
বিজন দীঘির ধার;—
পাতার ছাতা মাথায় দিয়ে
পাততাড়ি বই গুটিয়ে নিয়ে
পণ্টু বাবু গুট্‌গুটিয়ে
পাঠশালাতে যান—
আবার সুরু ঝুরু ঝুরু
বাদল ঝরা গান।

বাগদী বুড়ি চুবড়ি হাতে
আজকে কোথায় যায় ?
হিঞ্চে ক্ষেত আজ ডুবলো জলে,
বারণ কর তায়।
মাঠ-ছাড়া ঐ দূরের গ্রামে
ঝাপসা নিঝুম আঁধার নামে ;
আম-বাগানে ছুটলো বাতাস
উঠলো যে তুফান।
আবার সুরু ঝুরু ঝুরু
বাদল ঝরা গান।
ঘরের দাওয়ায় একলা ব'সে
উদাস হ'ল প্রাণ !
আয় ছেলেরা আটচালাতে,
নাই-বা গেলি পাঠশালাতে,
তেল মেখে নে, বাদল-ধারায়
করবি যদি স্নান।
আবার সুরু ঝুরু ঝুরু
বাদল ঝরা গান ॥

কাঙালীচরণ

কাঙালীচরণ বাঙালীর ছেলে, গেঁয়ো,
তাই ব'লে নয় আমাদের চেয়ে হেয়।
সেদিন আষাঢ় অন্ধকারের রাতে
ঝিল্লী-মুখর পল্লীর রাস্তাতে
আসছিল সে যে নিজ কুটীরের পানে
আপনার মনে 'গুন্ গুন্ গুন্' গানে।

বাদল-বেলার মাদল বাজিছে মেঘে;—
শাঁই শাঁই শাঁই বাতাস ছুটিছে বেগে,
ভাঙন ধরেছে শীতলাক্ষার পাড়ে,
ঝুপঝাপ পাড় ভেঙে পড়ে বারে বারে।

কাঙালীচরণ গুটি গুটি চলে ঘরে,
এখনি আবার পশ্‌লা নামিবে জোরে।
হঠাৎ ও কি ও, হাহাকার কার দূরে!
কে চেঁচায় ওই করুণ কাতর সুরে?

চমকি কাঙালী থমকি দাঁড়াল ফিরে,
সহসা ছুটিল শীতলাক্ষার তীরে।
ফুলের মতন দুলেদের ছোট টুনি
গিয়েছিল ঘাটে জল নিতে এক্ষুনি,
হঠাৎ কখন ধুপ্‌ ক'রে পাড় ধ্বসি'
ঝুপ ক'রে টুনি জলেতে পড়েছে খসি।
পড়িয়া দারুণ ঘূর্নি জলের পাকে—
'বাঁচাও, বাঁচাও' চীৎকার করি' ডাকে।
কেহ নাই, আহা, রক্ষা করিবে আসি,
মৃত্যুর ছবি নয়নে উঠিল ভাসি।

ত্বরিতে কাঙালী ছুটিয়া আসিল তীরে—
'ভয় নাই' বলি' ঝাঁপায়ে পড়িল নীরে।

কল-কল্লোলে জল ওঠে ফুলে ফুলে—
ঘূর্নির পাকে ঢেউ উঠে দুলে দুলে।
ফুঁসিয়া রুষিয়া গর্জ্জিছে ঘিরে ঘিরে;
জোয়ারের তোড়ে একাকার তীরে নীরে।

নিবিড় আঁধার, চারিধার ধোঁয়া-ঢাকা—
থম্‌থমে গাঢ় মিশ্‌-কুহেলিকা-মাখা।

কাঙালীচরণ প্রাণপাত করি, শেষে
টুনিরে লইয়া তীরেতে উঠিল ভেসে।
মূর্ছিত প্রায় মেয়েটিরে কোলে ক'রে
পৌঁছে দিল সে বিধবা মায়ের ঘরে।

কাঙালীচরণ বাঙালীর ছেলে, গেঁয়ো—
তাই ব'লে নয় আমাদের চেয়ে হেয়॥

ঝির্‌ঝিরে হাওয়া

ওরে ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বয় ফুর্ ফুর্ ফুর্,
চলে ফুর্ ফুর্ ফুর্।
দোলে বন্‌-মাধবী,
দোলে শ্বেত-করবী,
আসে সৌরভ সুন্দর— ভুর্ ভুর্ ভুর্।
ওরে ঝির্ ঝিরে হাওয়া বয় ফুর্ ফুর্ ফুর্।

দোলে তুলতুলে ফুল্‌কলি দুল্ দুল্ দুল্,
কাঁপে টল্‌টলে হিম-কণা টুল্ টুল্ টুল্।
জাগে নীলপাখীটি,
খোলে নীল আঁখিটি ;
আজি বুকে তার বেজে ওঠে সুর্ সুর্, সুর্।
ওরে ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বয় ফুর্ ফুর্ ফুর্।

শোনো ভোমরায় গান গায় গুন্ গুন্ গুন্,
হ'ল মৌ ঢুঁড়ে বৌ তার খুন্ খুন্ খুন্।
চুষে' মৌ-কলি কি
হ'ল বুঁদ্ অলি কি?
যত মৌমাছি মৌ-রসে চুর্-চুর্-চুর্।
ওরে ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বয় ফুর্ ফুর্ ফুর্॥

আষাঢ়ের ভোর-রাতে

আষাঢ়ের ভোর-রাতে ভেঙে গেল ঘুম,—
বাদল নূপুর শুনি, ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্!
আধো-আলো আঁধিয়ারে
চেয়ে দেখি বারে বারে—
জল-ভরা বাদলের নাচনের ধুম;
জলের ঘুঙুর বাজে রুম্ ঝুম্ ঝুম্।

ঘন-ঘোর আষাঢ়ের প্রথম প্রকাশ,
থম্‌থমে আকাশের নব-উচ্ছ্বাস;
'গুরু গুরু'—মাঝে মাঝে
মেঘের ডমরু বাজে,—
নেচে ফেরে ঝিরি ঝিরি বাদল-বাতাস,
থম্‌থমে আষাঢ়ের প্রথম প্রকাশ।

আবার আষাঢ় এলো স্নিগ্ধ মধুর,—
সারারাত ধারাপাত,—ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্;
বাদলের গানে গানে
কত স্মৃতি টেনে আনে,—

সাড়া পেয়ে নেচে ওঠে মনের ময়ূর ;
আবার আশার বাণী শোনায় মধুর।

হাততালি দিয়ে নাচে শাল-তালী-বন,
বনে বনে কানাকানি,—কত আলোড়ন ;
ঝাপসা আলোর মাঝে
চোখে সব পড়ে না যে,
অনুভবে বুঝি আজি ভবের মাতন ;
ঝাঁঝর বাজিয়ে নাচে খেজুরের বন।

ভেসে আসে জলে-ভেজা ফুলের সুবাস
জোনাকি ভিজিছে জলে, পাই যে আভাস ;
নীড়-ভেজা যত পাখী
সুরু করে ডাকাডাকি,
চাতকের গান শুনি গভীর উদাস,
ভেসে আসে ভিজে সোঁদা মাটির সুবাস।

আষাঢ়ের ঘন-ঘোর বরষা ঘনায়,
বসে আছি নিরিবিলি ঘরের কোণায় ;
ধীরে ধীরে দিকে দিকে
আঁধার হয়েছে ফিকে,—
পোহালো আষাঢ়-রাতি সজল শোভায় ;—
জলছবি ভেসে ওঠে আলোর আভায়॥

শিশু-রবির প্রতি বাঙালী শিশু-মহল

বন্ধু রবি, তোমার নাকি বয়স হ'ল আশি?
বাংলা দেশের আমরা শিশু তোমায় ভালবাসি।
মোদের যত অভিভাবক—বাবা, জ্যাঠা, খুড়ো—
পাকা দাড়ির বহর দেখে তোমায় ভাবে বুড়ো;
কিন্তু মোদের নজরেতে পড়লে ঠিকই ধরা,
আসল বুড়ো নয়কো তুমি, বুড়োর মুখোশ-পরা।

ছদ্মবেশে যতই আঁটো বুড়োর মুখোশখানা,
তুমি শিশু, চির-কিশোর, মোদের সেটি জানা।
সবাই মিলে আমরা জানি, পাড়ার হারু, বিশু,
রবি ঠাকুর বুড়ো ত নয়, মোদের মতই শিশু।

যখন তুমি মাকে নিয়ে চললে বিদেশ ঘুরে,
আমরা তোমায় লক্ষ্য তখন করেছিলাম দূরে।

বর্ষামুখর ছুটির দিনে ঠেস্ দিয়ে চৌকাঠে
মনটি যখন ঘুরত তোমার তেপান্তরের মাঠে,
তখন ওহে কবি-শিশু, আমরা খোকাখুকি,
দ্বারের আশেপাশে এসে দিতাম উঁকিঝুঁকি।
তোমার সাথে ভাব জমাতে ইচ্ছা হ'ত মনে,
সুড়ুৎ করে পালিয়ে যেতে শান্তিনিকেতনে।

বাবা তোমায় রামের মত পাঠিয়ে দিলে বনে,
লক্ষ্মণ-ভাই আমরা হতাম, যেতাম তোমার সনে।
হাজার হাজার লক্ষ্মণ-ভাই থাকলে তোমার কাছে,
থাক্-না সীতা, রাবণ রাজার ভয়টা বা কি আছে।

যখন তুমি ছুটির পরে কাগজ-নৌকা গ'ড়ে
নাম লিখে তায় নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিতে ধ'রে।
আমারা তখন জড় হতাম, পাড়ার ছেলেমেয়ে,
তোমার নজর পড়ত না কি? দেখতে না কি চেয়ে?
মনে কি নাই, আমবাগানে জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ে
আম কুড়াবার ধুম লাগাতাম সারা সকাল ধ'রে,
কোঁচড় তোমার ভ'রে দিতাম উৎসাহেরই সনে—
ছেলেবেলার সে-সব স্মৃতি নাই কি তোমার মনে?

চিরকালের বন্ধু রবি, তোমায় ভালবাসি,
রথের দিনে বাজিয়েছিলাম তালপাতার এক বাঁশি,
সেই আনন্দে চিত্ত তোমার উঠলো নেচে দুলে,
কত দিনের কথা সেটা, যাই নি আজো ভুলে।

'বিড়ালছানায় বই পড়াতে 'চ-ছ-জ-ঝ-ঞ',
দুষ্টু বিড়াল উঠত ডেকে 'মিঞ মিঞ মিঞ',
আমরা তখন ডাক শুনে তার হতাম সবাই জড়,
তোমার কাছে আসতে মোদের ভয় হ'ত যে বড়।

তুমি মোদের ভালবাসো জানতাম তা মোরা;
তোমার বাড়ির চাকরগুলো বেজায় ছিল কড়া।
বেরিয়ে যখন আসতে তুমি প্রাচীন বটের তলে,
পুকুরধারে হাজির হতাম আমরা দলে দলে।

আবার যখন গলি দিয়ে পাঠশালাতে যেতে
ফেরিওলা চুড়ি নিয়ে হাঁকত দুপুরেতে,
তখন মোরা সঙ্গী হয়ে যেতাম তোমার সনে,
চাঁপা গাছে ডাকত ঘুঘু,—নাই কি তোমার মনে?

বাবার মত বড় হবার বড়ই ছিল আশা,
ডাক লাগাবে সকল জনে ভেবেছিলে খাসা,
তুমি কিন্তু বাবার মত হ'লে না আর বড়,
রইলে শিশু, যতই আশি বছরেতেই পড়।
বন্ধু রবি; তোমার নাকি বয়স হ'ল আশি ?
মোদের কাছে শিশু তুমি রইলে বারোমাসই।
বুড়ো বলে তোমায় মোরা ভাবতে পারি না যে,
তোমার আসন রইল স্থায়ী মোদের আসর মাঝে।

তুমি শিশু চির-কিশোর, বন্ধু তুমি জানি,
শিশু বুড়ো সবাই করে তোমায় টানাটানি।
তোমায় নিয়ে টাগ-অব্-ওয়ার চলছে দিবারাতে,
জানি কেহ পারবে না ভাই মোদের দাবীর সাথে।

বন্ধু রবি, শিশু কবি, বিদ্যা তোমার খুবই,
শুনতে তো পাই কাদের নাকি করলে 'নৌকাডুবি'।
কাদের 'চোখে বালি' দিয়ে ঝরিয়ে দিলে ধারা,
'শিশু ভোলানাথে'র দলে করলে যে 'খাপছাড়া'।

দুষ্টুমিতে দেখছি তুমি মোদের মতই পাকা,
তবে কেন 'বুড়ো' বলেন বাবা জ্যাঠা কাকা ?
বন্ধু রবি, তোমার বয়স আশি বছর নাকি ?
আমরা জানি—আটের পিঠে শূন্যটি যে ফাঁকি !

আশির থেকে অনায়াসে শূন্যটি বাদ দিয়ে
আট বছরের সঙ্গী মোরা করব তোমায় নিয়ে।
শুনতে তো পাই জগৎ-জোড়া তোমার খ্যাতি আছে,
তুমি কিন্তু শিশু হয়েই রইবে মোদের কাছে।

'নোবেল পুরস্কারে' তোমায় পূজলো বিদেশভূমি,
মোদের প্রেমের পুরস্কারে রইলে বাঁধা তুমি ॥

•

শ্রীপঞ্চমীর ভোর

চতুর্থী রাত শেষ হয়ে এলো, কাটে আঁধারের ঘোর,
বাংলার বুকে ধীরে ধীরে জাগে শ্রীপঞ্চমীর ভোর।
পাড়ায় পাড়ায় সুরু হয়ে যায় শিশুদের জাগরণ,
তার সাথে সাথে জেগে ওঠে আজ আমারো কিশোর মন।
ফেলে-আসা সেই অতীতের দিনে ছুটে যেতে চায় প্রাণ,
মনে জাগে সেই ভুলে-যাওয়া স্মৃতি, আনন্দে মহীয়ান ;
মনে পড়ে সেই অতি মধুময় দিনগুলি অতীতের,
চঞ্চল মন, চল্ চল্ ফিরে ফেলে-আসা পথে ফের ।
স্বপ্নের রচা স্বর্গীয় সেই উৎসবময় পুর,
সেই অঞ্চলে মোর মন চলে আনন্দভারাতুর।
শ্রীপঞ্চমীর প্রভাতে আজিকে ভুলেছি বর্তমান,
ছেলেবেলাকার মধু-এলাকার পাই যেন সন্ধান।

মনে প'ড়ে যায়, রাতে ঘুম নাই, উসখুস করে মন,
প্রথম কাকের ডাকের শব্দে তাড়াতাড়ি জাগরণ।
দলাদলি ভুলে গলাগলি করি' ছুটেছি ছেলের দল,
খালি পায়ে চলি, গায়েতে জড়ানো চাদর ও কম্বল।
কার বাগানাতে অতসী ফুটেছে, দোপাটি, গন্ধরাজ,
চুপে চুপে ভোরে পাঁচিল ডিঙিয়ে চুরি ক'রে আনি আজ ।
তখনো আকাশে আঁধার জড়ানো, ছড়ানো কুহেলীজাল ;
মালী ও মালিক ঘুমে অচেতন, কে করিবে গালাগাল।

ভোরের আকাশে আলোয় আমেজ ক'রে ওঠে ঝল্‌মল্‌,
শাখায় শাখায় সুরু হয়ে যায় পাখীদের কোলাহল ;
শতেক পাখীর চেনা-চেনা সুর কানে আসে অনিবার,
কোকিল পাখীর প্রথম কাকলি শুনিলাম মাঝে তার।
বহুদিন পরে শুনি কোকিলের আকুল-করা সে গীত,
সেই ডাকে যেন পেলাম প্রথম ফাগুনের ইঙ্গিত।
ফুটি-ফুটি করে পলাশের ফুল, উঠি ডালে ডালে তার,
জড় করি ফুল, রাঙা-তুল্‌ তুল্‌, শোভায় চমৎকার।
উঁচুনীচু ডাঙা, মাঝে মাঝে ভাঙা, তার পাশে শর-বন,
সেই শর তুলে নিয়ে আসি মোরা আনন্দে নিমগন।
পূজার আগেতে কুল খেতে মানা, কুলতলা দিয়ে যাই ;
জিভে জল যেন জ'মে ওঠে যত কুলের গন্ধ পাই।
ঘাসে জ'মে আছে রাতের শিশির, পথটি পিছল রয়,
পা-টি টিপে টিপে হাঁটি সাবধানে, আছাড় খাবার ভয়।
মনে পড়ে সেই নদীর চড়ার শালিখ পাখীর দল,
শালুক ফুলের মধু খেতে এসে করে শুধু কোলাহল ;
হাততাল দিয়ে শালিখ তাড়াই, পালায় পাখীর কুল,
তুলে নিয়ে আসি মায়ের পূজায় শালুক পদ্মফুল।

আলোছায়া-মাখা আঙিনায় আঁকা বিচিত্র আলিপন,
বিদ্যাদায়িনী বাণীর পূজার হ'ল সেথা আয়োজন।
বাসন্তী-রং শাড়ি-পরা যত কচি মেয়ে অবিরল,
তুল্‌তুলে তারা ফুল তুলে আনে চুল খুলে দলে দল।
আজ পড়া নাই, কোনো তাড়া নাই, পাড়া জুড়ে হৈ চৈ,
পড়ুয়ারা আজ বেপরোয়া হ'ল, ছুঁতে নাই আজ বই।
গুরুজন আজ দেবে নাকো বাধা, পড়াশোনা নাই আর,
বই যদি ছুঁই বকুনি লাগায়, বিপরীত ব্যবহার।

সারাটি বছর পড়ার জন্যে যারা শুধু ধরে খুঁৎ,
আজ বই ছুঁলে, তারা তাড়া দেয়,—এযে অতি অদ্ভুত।

শ্রীপঞ্চমীর প্রভাতে আজিকে মনে প'ড়ে যায় মোর,
রাঙা-রোদ-ভরা আঙিনার মাঝে আসর জমেছে জোর।
পূজার ক্ষণটা, কাঁসর-ঘণ্টা, বাজে ঘন ঘন শাঁখ,—
পুরুতের আজ ফুরসৎ নাই, ঘরে ঘরে তার ডাক।
ধুপের ধোঁয়ায় ধুনোর গন্ধে ভরপূর অঙ্গন,
মহা সমারোহে মায়ের পূজার হইয়াছে আয়োজন।
ফুল তুলে এনে স্নান সেরে মোরা জুটেছি ছেলের দল,
তাড়াতাড়ি ক'রে অঞ্জলি দিতে প্রাণ বড় চঞ্চল।
এতখানি বেলা খালিপেটে আছি, কেউ কিছু নাহি খায়,
নাড়ু ও মোয়ার মিষ্টি গন্ধে ক্ষিধে যেন বেড়ে যায়।
তবু সে উপোসে কত আনন্দ জানে তাহা শিশুগণ,
অঞ্জলি দিতে চঞ্চলি ওঠে যত কিশোরের মন।
সরস্বতীর পূজা যেন শুধু শিশুদেরই উৎসব,
উৎসাহে তারা ভুলে যায় আজ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সব।

ঘরে ঘরে আজ বাণীর পূজার সাড়া জাগে বাংলায়,
বাংলার ছেলে, বাংলার মেয়ে, অঞ্জলি দিবি আয়।
মায়ের পায়েতে ফুল দিয়ে তোরা ধর্ সবে এই গান—
"বিদ্যাদায়িনী, জ্ঞান ও বিদ্যা কর মা মোদের দান।"
মায়ের প্রসাদে দূর হয়ে যাক অবিদ্যা-আঁধিয়ার,
জ্ঞানের আলোকে সোনার বাংলা হাসুক পুনর্বার॥

আকাশ-প্রদীপ

আঁধারের মাঝে জ্বলে আকাশ-প্রদীপ,
আলোকের ফুট্‌কুরি, আগুনের টিপ।
ঝিম্‌ঝিমে সন্ধ্যায়,
হিম্‌ ঝরে বন্‌ গাঁয় ;
ঝাউ-বনে ঝুমঝুমি বাজে ঝুম্‌ ঝুম্‌ ;
আকাশ-প্রদীপ জ্বলে, আকাশ-কুসুম।

ঝিঁঝিঁর ঝাঁঝর বাজে, বেজে যায় শাঁখ।
আরতির দীপ জ্বালে জোনাকির ঝাঁক ;
আঁধার সোঁদাল-ঝাড়
কেঁপে ওঠে অনিবার,
আকাশ-প্রদীপ ওই দোলে দুল্‌ দুল্‌,
আশমানে লটকানো নট্‌কোনা ফুল।

তালগাছে আলগোছে পাখা কে দোলায় ?
কলরব করে কারা ছাতিম-তলায় ?
দেখি চেয়ে বার বার,
আবছায়া চারধার,
আঁধারে ঢেকেছে ওই মাদারের ঝোপ,
আকাশ-প্রদীপ যেন আলেয়ার ছোপ।

চাদর জড়িয়ে বসি আঁধার দাওয়ায়,
কাঁপন ধরেছে তাই হিমেল হাওয়ায় :
খাল-জলে ঝল্‌মল্‌
ছায়া কাঁপে চঞ্চল,
আকাশে তারার দল কেঁপে হয়রান,
আকাশ-প্রদীপ যেন আলোর নিশান।

ঝুরো বটগাছ-তলে ডাকিছে শিয়াল,
ডানা ঝট্‌পট্‌ করে বুনো হরিয়াল ;
আঁধার-নিঝুম গ্রাম,
নাই কোনো ধুমধাম,
আকাশ-প্রদীপ শুধু দুলিছে হাওয়ায়,
আঁধারের চোখ যেন মিটিমিটি চায়।

আকাশ-প্রদীপ জ্বলে, দেখিস নি তুই ?
খুঁটিতে জড়ানো যেন রঙীন হাউই ;
উল্‌কি সে উল্কার,
নাহি যেন ভুল তার,
আগুনের ঘুড়ি যেন উড়িতে এবার
লগিতে জড়িয়ে গেছে সুতোখানি তার॥

শীতের সকাল

আবছায়া চারিদিক, ঝাপসা নিঝুম,
পউষের ভোরবেলা—ভেঙে গেল ঘুম।
উষার দুয়ারে এক তুষারের ঢেউ
কখন পড়েছে ভেঙে, জানে না তা কেউ।
ঝিমঝিমে হিম-হাওয়া বয় বার বার,
দিকে দিকে বাজে যেন শীতের সেতার।
অশথগাছের ফাঁকে অতি মনোহর
মিঠে রোদ বেঁকে পড়ে দাওয়ার উপর ;
জড়সড় দেহ মোর,—বড় শীত ভাই,
রোদ-ছাওয়া দাওয়াটায় বসি এসে তাই ;
দূরে দেখি ফাঁকা মাঠে আলো ঝলমল,
শালিখের ঝাঁক সেথা করে কোলাহল।

ছোট টুনটুনি পাখী কাতর বেজায়,
ভিজে ঘাসে কি যে খোঁজে, শরীর ভেজায়।
কে ডাকে করুণ সুরে—শুনিস্ না তুই ?
খাবার খুঁজিয়া ফেরে চপল চড়ুই।
বখরা লইয়া যত ঝগড়াটে কাক
ঘরের খড়ের চালে করে হাঁকডাক।
আমাদের ছোট দীঘি ঐ দেখা যায়,
চিক্‌চিক্ করে জল রোদের আভায় ;
ফোটো-ফোটো ছোট-ছোট শালুকের ফুল,
পাতায় শিশিরকণা করে টুলটুল।
শীত শীত, বড় শীত,—শরীর কাঁপায়,
দাওয়ায় পড়েছে রোদ, বসেছি সেথায়।
নদীটির একপাশে মোদের কুটির,
তার ধারে ছোট ক্ষেত মটরশুঁটির ;
ভিজে-ডানা প্রজাপতি আসে আর যায়,
থর্ থর্ কাঁপে যেন হিমেল হাওয়ায়।
হিমে-ভেজা দুনিয়াটা করে ছল্ ছল্ ;
কখন নেমেছে জানি হিমের বাদল!
ভিজে মাঠ, ভিজে ঘাট, শিশির শীতল,
ভিজে ভিজে পথখানি হয়েছে পিছল।
করবীগাছের ডালে রোদ স'রে যায়
শালিকের ছোট ছানা পালখ শুকায়।
এখনো সুদূরে দেখি মেলিয়া নয়ন—
ধোঁয়া আর কুয়াশার গাঢ় আবরণ।
পউষের মিঠে রোদে বসেছি দাওয়ায়,
নলেন গুড়ের পিঠে খাবি কে রে আয়॥

নব-বৈশাখে

বৈশাখে আজ ঐ শাখে ছাখ্
ফুটলো রঙের ফুলঝুরি ;
দোল দিয়ে যায় আলতো বাতাস,
হাতছানি দেয় লালচে আকাশ,
স্বপন-লোকের পাচ্ছি আভাস—
আজকে সকল দিক জুড়ি'।
ফুটলো রঙের ফুলঝুরি।

বৈশাখে আজ বই রেখে আয়
বৈঠা হাতে ধর্ চেপে,
চল্ চ'লে যাই মাঝ-দরিয়ায়,
প্রীতির রঙে প্রাণ ভরি আয়,
খুশির নেশায় গান ধরি আয়,
সবাই মিলে যাই ক্ষেপে ;
বৈঠা হাতে ধর্ চেপে।

নদীর ওপার অধীর হ'ল
আবীর-গোলা রঙ মেখে,
ঝর্না ঝরে সোনার আলোর,
রংমশালের রঙীন ঝালর
দুলিয়ে দিয়ে আজ হ'ল ভোর,
জানিয়ে দিল সঙ্গে কে ?
সাজলো ধরা রং মেখে।

শঙ্খ বাজে পাখীর গলায়,—
শঙ্খচিলের কণ্ঠেতে,

আসলো আজি মনোহরণ,
রঙীন গড়ন নবীন ধরন,
আমরা তারে করব বরণ,
উঠছে রে তাই মন মেতে ;
গান ওঠে আজ কণ্ঠেতে ॥

আমার চোখে ঘুম নামে আজ

আমার চোখে ঘুম নামে আজ
ঘুম্‌তি নদীর মাঝে,
নৌকা আমার চলছে উজান
বৈশাখী এক সাঁঝে।
ঘুম্‌তি নদীর মাঝে।

ঘুম আসে মোর নয়ন ছেয়ে,
জড়িয়ে আসে আঁখি,
আঁধার নামে দু'কূল ছেয়ে,
রাতের নাহি বাকি।
জড়িয়ে আসে আঁখি।

অলস হাওয়া হাই তুলে যায়,
ঢেউ তুলে যায় জলে,
তারই মাঝে ছপছপিয়ে
নৌকা আমার চলে।
ঢেউ ওঠে আজ জলে।

আঁধার হ'ল বাইরে ভুবন,
সন্ধ্যা এলো ছেয়ে,
স্বপন-পুরে চলছি আমি
ঘুমের খেয়া বেয়ে।
সন্ধ্যা এলো ছেয়ে।

অনেক দূরে স্বপন-পুরে
এবার দেব পাড়ি,
কালোর জগৎ ছেড়ে যাব
আলোর দেশের বাড়ি।
এবার দেব পাড়ি।

আলোর দেশে নাই কোনদিন
অন্ধকারের ভীতি,
নাই সেখানে বেসুরো সুর,
ছন্দ-হারা গীতি।
নাই আঁধারের ভীতি।

আনন্দ আর শান্তি সেথায়
নিত্য বিরাজ করে,
অমৃতেরই স্বাদ পাওয়া যায়
অন্তরে অন্তরে।
শান্তি বিরাজ করে।

আয় রে আমার ঘুম নেমে আজ
ঘুমতি নদীর মাঝে,
গোলমেলে এই ভুবনটাতে
ফিরতে চাহি না যে,
কোলাহলের মাঝে।

বাহির-জগৎ আঁধার হ'ল,
ঘনিয়ে এলো রাতি,
উঠলো জ্ব'লে এবার আমার
স্বপন-পুরীর বাতি।
ঘনিয়ে এলো রাতি।

ঘুম-ভরা সেই নিঝুম দেশে
চলেছি নির্ভয়ে,
থাকব সেথা কিছুটা কাল
আনন্দময় হয়ে।
চলেছি নির্ভয়ে।

শান্ত-সাঁঝে নৌকা আমার
চলছে ভেসে ভেসে,
অন্ধকারে ঘুমিয়ে এবার
জাগবি আলোর দেশে।
চলেছি তাই ভেসে ॥

সাঁওতালদের বস্তিতে

আসবি কি তুই আমার সাথে সাঁওতালদের বস্তিতে ?
আয় তা হ'লে, কিন্তু আমায় পারবি না ভাই দোষ দিতে।
বন-নিরালায় পাহাড়তলায় সাঁওতালদের আস্তানা,
উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ, পীচ-ঢালা সে রাস্তা না।

নাই সেখানে অট্টালিকা, বিজ্‌লীবাতি জ্বল্‌জ্ব'লে,—
জংলাপথে সাঁঝ-সকালে পাহাড়ীদের দল চলে।
ভদ্রলোকে যায় না সেথা, যায় না সেথা সভ্য যে,
নয়ন-মনের চটক্‌দারী নাইকো কোনো দ্রব্য যে।
জংলা গাঁয়ে জংলী থাকে পাহাড়-ঘেরা অঞ্চলে,
আমার মত জংলী যারা তাদের হোথায় মন চলে।

ঐ দেখা যায় পল্লী তাদের জংলা-দেবীর অঙ্গনে,
শহর ছেড়ে ঐ নিভৃতে, আয় রে, আমার সঙ্গ নে।

ঐ শোনা যায় মাদল বাজে, আদুল গায়ে বাচ্চারা
হল্লা করে নদীর ধারে, আজ যে মায়ের কাছছাড়া।

আজ যেন কোন্ মহোৎসবে মাতলো ওরা গ্রামবাসী,
বাজছে ঢোলক, বাজছে মাদল, বাজছে অবিরাম বাঁশি।

ঐ মেয়েরা কাল্‌চে চুলে লাল্‌চে ফুলের সাজ প'রে,
মাদল বাঁশির তালের সাথে গান করে আর নাচ ধরে।

স্ফূর্তি ওদের উছ্‌লে পড়ে ; শিশুর মত সরল তো,
তৃপ্তি ওদের নাশ করে না কৃত্রিমতার গরল তো।

আমার আছে সাঁওতালদের ছেলে মেয়ে বৌ চেনা,—
সর্বনাশী প্রলয়-বাঁশি ওদের কানে পৌঁছে না।

কারুর কিছুই ধার ধারে না, দুঃখ নেই একরত্তি তো,
খাওয়া-পরার জন্যে কারুর মুখ চাহে না, সত্যি তো।

স্বাস্থ্য ওদের অনিন্দ্য আর মনের সুখও অনন্ত,
ওদের ঘরে শান্তিটুকু কেউ করে না হনন তো।

কোনো কিছুই অশান্তি নেই সাঁওতালদের বস্তিতে,
দুনিয়া যাক্ জাহান্নামে, ওরা যে রয় স্বস্তিতে॥

আলোর দেশে চল্ উজান

বৈশাখে আজ নতুন আলোয় নতুনতর গাইব গান,
মোদের ভেলা ছুটিয়ে দেব, আলোর দেশে জোর উজান;
নিত্য যেথা আলোর খেলা,
সেই দেশে আজ ভাসাই ভেলা,
যেথায় শুধু হাসির মেলা,
খুশির যেথা ডাকছে বান; আলোর দেশে চল্ উজান।

ছাড়ব এবার অন্ধপুরী, দ্বন্দ্ব-ভরা এই ভুবন,
ছন্দহারা এই জগতে থাকতে যে আর চায় না মন।
মানুষ রূপে জন্ম নিয়ে
এগিয়ে যেতে যাই পিছিয়ে,
সর্বনাশের গরল পিয়ে
হাঁপিয়ে যে আজ উঠছে প্রাণ; আলোর দেশে চল্ উজান।

চেতন-হারা নই আমরা, উড়াই রঙীন মন-ফানুষ;
আমরা মানুষ পুরোপুরি, নইকো মোরা বন-মানুষ।
চাই না মোরা দেব্‌তা হতে,
মানুষ হব এই জগতে,
দলব কাঁটা, চলব পথে,
নবীন ঝোরায় করব স্নান; আলোর দেশে চল্ উজান।

দলাদলির কাদায় মোরা লুটিয়ে দেব প্রেম-কুসুম,
কোলাকুলির পরশ দিয়ে ছুটিয়ে দেব মলিন ঘুম।
বৈশাখে আজ নবীন প্রাতে
ধরব সবাই হাতে হাতে,
ভগবানের আশীর্বাদে
ঘুচবে সকল অকল্যাণ ; আলোর দেশে চল্ উজান ॥

বাদল-মাদল

এলো ঝড়-বাদল ধর্ মাদল গান বাজা,
ধর্ তান বাঁশির,— গ্রাম-বাসীর প্রাণ তাজা।
(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা)

ওই বাঁশ-ঝাড়ে শ্বাস ছাড়ে কোন্ বাতুল্ ?
তার নিশ্বাসে ফিস্‌ফাসে মন আকুল।
(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা)

ওই গ্রাম-কোণে আম-বনে শব্দ শোন্,
আজ ঝঞ্ঝাতে মন মাতে স্তব্ধ মন।
(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা)

নাহি রাশ মানে আশমানে মেঘ চপল—;
ওঠে ধান-ক্ষেতে গান-মেতে ভেক সকল।
(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন তাতা, ধিন্ তাতা)

কে রে মর্মরি' ঝর্‌ঝরি' বন কাঁপায়।
বহে পূব বাতাস, খুব সাবাস, মন্ মাতায়।
(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা ধিন্ তাতা)

ওই ঝমকো ফুল চুম্‌লো ধুল্‌, ফুল ঝরে,—
ডাল মট্‌কালো ছট্‌কালো, ধুল্‌ ওড়ে।
(মাদল—ধিন্‌ তাতা, ধিন্‌ তাঁতা, ধিন্‌ তাতা)

এলো ঝড়-বাদল— বর্ষাজল ঝরছে রে—
এলো ঝড়-বাদল ঝর্ণা-তল ভরছে রে।
(মাদল—ধিন্‌ তাতা, ধিন্‌ তাতা, ধিন্‌ তাতা)

আরো ঝড় জাগে— ডর লাগে? ডর কি তোর!
আরে ঈস্‌ পাগল, দিস্‌ আগল— ঘর ভিতর!—!
(মাদল—ধিন্‌ তাতা, ধিন্‌ তাতা, ধিন্‌ তাতা)

এলো বাদ্‌লা ঘোর; পাগ্‌লা, তোর কোন্‌ রে কাজ
ওই সুর্‌ সুরু ঝর্‌ ঝর্‌ রু শোন্‌ রে আজ।
(মাদল—ধিন্‌ তাতা, ধিন্‌ তাতা, ধিন্‌ তাতা)

সুরু শাল-বনে তাল-বনে বাদ্‌লা-ঝড়,
আজ বৈকালে ঐ তালে মাদ্‌লা ধর্‌।
(মাদল—ধিন্‌ তাতা, ধিন্‌ তাতা, ধিন্‌ তাতা)

গা রে দিল্‌ খুলি'; বিলকুলি প্রাণ তাজা।
তোরা গান বাজা গান বাজা গান বাজা।
(মাদল—ধিন্‌ তাতা, ধিন্‌ তাতা, ধিন্‌ ধিন্‌ তা···
বাঁশি—তূ-আ-তূ, তূ-আ-তু, তূ-তা-তূ···)

পথ-চলার গান

[সাঁওতালী ভাবে]

• তাজা প্রাণে মাদল বাজা উদাস দুপুরে,
ঝিমায় কে হায় এই অবেলায় দাওয়ার উপুরে,—
বাজা বাজা মাদল বাজা,
আজকে মোরা গানের রাজা—
'ঝুমুর ঝুমুর' বাজবে ঘুঙুর পায়ের নূপুরে ;
বাজা বাজা মাদল বাজা,
আজকে মোরা গানের রাজা।

রইব না আজ চুপটি ক'রে একলা কুটিরে,
মাঠের বাঁকা পথটি ধ'রে চলব ছুটি' রে—
মটর ক্ষেতের মধ্য দিয়ে
চলব মোরা হন্‌হনিয়ে—
মুঠো মুঠো তুলব ক্ষেতের মটর-শুঁটি রে।
বাজা বাজা মাদল বাজা,
আজকে মোরা গানের রাজা।

আকুল কোকিল ঢালবে অঢেল গানের সুধা রে,
'সুন্‌সুনিয়া'র হলদে কুসুম দুলবে দু'ধারে—।
আমরা দু'জন উঠব মেতে,
চলব পথে উল্লাসেতে—
ভুলব মোরা বিল্‌কুলি আজ পিয়াস-ক্ষুধা রে।
বাজা বাজা মাদল বাজা,
আজকে মোরা গানের রাজা।

চলব মোরা ছুল্‌কি চালে আল্‌তো চরণে,
হল্‌দে কাপড় আঁট ক'রে ভাই থাকবে পরনে,
দূরে—দূরে গগনতলে
দিনের চিতা উঠবে জ'লে—
পাল্টা সুরে গান গা'ব ফের নতুন ধরনে।
বাজা বাজা মাদল বাজা,
আজকে মোরা গানের রাজা।

সাঁঝের প্রদীপ উঠবে জ'লে সকল কুটিরে,
ফিরবে সবাই, ফিরব না আর আমরা দু'টি রে ;—
সূর্যি মামা অস্ত যাবে,
অন্ধকারে পথ মিলাবে,
আমরা তবু চলব দু'টি গুটি-গুটি রে।
বাজা বাজা মাদল বাজা,
আজকে মোরা গানের রাজা।

বন-মেহেদীর জংলা গাছে ডাকবে পাপিয়া,
ওই সুরে ফের জাগবে গীতি পরান ছাপিয়া ;
ঝাপসা নিঝুম নদীর ধারে
চলব রে ঐ নীল পাহাড়ে—
আ মোলো, তোর চলতে চরণ উঠছে কাঁপিয়া !
বাজা বাজা মাদল বাজা,
আজকে মোরা গানের রাজা।

(মাদল—ধিতাং ধিতাং তুর্‌র্‌ ধিতাং······)
বাঁশি—তুতু-তু-আ তু-উ-উ-উ······

পূজার বাজার

আজি এই পূজার দিনে,
যা খুশি আনতে কিনে
মা দিলেন পয়সা আমায়,—
নিয়ে তাই রাস্তা চলি—
আমি আজ কৌতূহলী
কি কিনি ভাবছি তা ঠায়।

বাজারে গেলাম চ'লে—
দেখি ভাই সদল-বলে
কত লোক করছে বাজার,—
কত কি কিনছে আসি'—
খেলেনা পুতুল-বাঁশি,
কত সব হাজার হাজার।

কেহ বা কিনছে সরেশ
বুঁদিয়া ক্ষীর দরবেশ—
কত কি কিনছে মিঠাই;
আমারে সামনে দেখে'
দোকানী বলছে হেঁকে—
'বাবু-সা'ব, তোমার কি চাই?'

কি কিনি ভাবছি আমি,
কত কি সস্তা দামী,
দেখে' সব চক্ষু ধাঁধায়।
ঝমাঝম্ বাজছে কাঁসর,

জমেছে মায়ের আসর,
আবেগে গড় করি মা'য়।

ও পাড়ার হাবুল গাব্লুশ
কিনেছে লাট্টু ফাসুস,
আমারে দেখায় এসে।
বোঁ ক'রে লাট্টু ঘুরায়,
নিমেষে ফানুস উড়ায়,
দেখে' সব মরছে হেসে।

অদূরে একটি ছেলে—
সকরুণ চোখটি মেলে—
রয়েছে মুখটি নীচু।
মিনতির কাঁদন সুরে
বলে সে হাতটি জুড়ে'
'বাবু, দে ভিক্ষে কিছু!

সারাদিন খাইনি যে গো—
দু' মুঠি ভিক্ষে দে গো,
মরি যে ক্ষুধার জ্বালায়—'
আহা, তার শরীর কাঁপে,
আঁখি-জল নয়ন ছাপে,
কথা তার কাঁপছে যে হায়।

গায়ে তার ছিন্ন বসন,
অঝোরে ঝরছে নয়ন,

মেখেছে পথের ধূলি ;
দেখে তাই ভিড় ঠেলে, ভাই,
আমি তার সামনেতে যাই ;
দিনু তায় পয়সাগুলি।

কিনে আজ খেলনা শত
যেটুকু স্ফূর্তি হ'ত
সেটুকুর মূল্য কি ভাই ?
আজি এই ক্ষুদ্র দানে
যা প্রীতি জাগছে প্রাণে,
আহা, তার মূল্য যে নাই !

শুনে মা উল্লাসে কয়—
'ওরে, তুই আমার তনয়—
এ কথা ভাবতে মনে
পুলকে বুক ভ'রে যায়,
ওরে তুই আয় বুকে আয়,
পেয়েছি শুভক্ষণে ॥'

ভোম্‌রায় গায়

শোন্ ওই—গুন্ গুন্
ভোম্‌রায় গায়—
ওগো গুলবিবি, ফুল্‌রাণী
তোমরা কোথায় ?
শোনো ভোম্‌রায় গায়।
ঘুরে' দারু-বীথিকায়
তারা চারু গীতি গায়।
ওই গুঞ্জন ভেসে আসে
হাওয়ায় হাওয়ায়।
শোনো ভোম্‌রায় গায়।

পউষ-উষায় আজ হিম ঝরেছে,—
তারা ঝিম-লাগা নিম ফলে মৌ চুঁড়েছে—
তারা গান জুড়েছে।
তারা ঘুম ভাঙালো,
মহা ধুম লাগালো,
স্নেহে চুম খায় ঘুম-যাওয়া
ঝুমকো গাঁদায়।
শোনো ভোম্‌রায় গায়।

গগনের গায় লাল ছোপ লাগে নি,
ওরে ঢুলু ঢুলু চোখ কার—ঘুম ভাঙে নি।
কার ঘুম ভাঙে নি।
পাস গীতের আভাস ?
বয় শীতের বাতাস,

আসে হাস্‌না-হানার বাস
হাওয়ার বাওয়ায়।
ওই ভোম্‌রায় গায়।

জাগো জাগো ফুলরাণী, ঘুমাস্‌ নে লো,
ছাখ্‌ তোর দোরে আজ ভোরে অতিথি এলো,
ওই অতিথি এলো।
তারা ভৈরবী গায়,
তোরা কৈ র'বি, হায়—
আহা খোঁজাখুঁজি ক'রে বুঝি
ফিরে চ'লে যায়।
শোন্‌ ভোম্‌রায় গায়।

ঝর্‌ ঝর্‌ ঝরে মৌ মউয়া-বনায়,
তাই মৌমাছি লুটে নেয় কণায় কণায়
নেয় কণায় কণায়,
কে রে জর্দা ভোরে
নীল পর্দা তোড়ে!
ওই রং জাগে গগনের
নীল পর্দায়,—
শোনো ভোম্‌রায় গায়।

শোনো ভোম্‌রায় গায়!
ওই পুষ্পে লতায়
তার মধু-গুঞ্জন
আজ হরে প্রাণ মন;

যেন ওস্তাদে গায়,
বীণে মীড় খেলে' যায়।
তারা নৃত্য করে
তাতে চিত্ত হরে,—
তার প্রাণে কি আশা ?
চির মৌ-পিয়াসা!
ফুলে তাই ছুটে যায়,
ছুলে' আনন্দে মৌ লুটে'
পিপাসা মিটায়।
আর গুন্ গুন্ এন্তার
গুণ তার গায়।
সাথে ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্
ঘুঙুর বাজায়,
শোনো ভোম্‌রায় গায়,
শোনো ভোম্‌রায় গায়॥

চৈতী-সাঁঝে

বাবলা-বনে চাঁদ উঠেছে
চৈতী-সাঁঝে রে,
পাতায় পাতায় রিমি-ঝিমি
সেতার বাজে রে ;
চাঁদ উঠেছে চাঁদ,—
দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে আলোর আশীর্বাদ ।

বাবলা-বনের একটি কোণে
আগুন লেগেছে,
চকোর ছিল অঘোর ঘুমে,
হঠাৎ জেগেছে ;
চাঁপার ডালে—শোন্—
কাঁপা-গলায় কোকিল ডাকে, আকুল হ'ল মন ।

আকাশ বেয়ে আস্‌লো [illegible]
জ্যোৎস্না এবারে,
রোশ্‌নায়ে রাত উজল হ'ল,
বোস্ না এ ধারে ;
আমার দাওয়ায় আয়—
হাওয়ায় হাওয়ায় দেখবি কেমন প্রাণ জুড়িয়ে যায় ।

ঝোপের তলে জোনাক-মেয়ের
প্রদীপ জ্বলেছে,
বাঁশের ঝাড়ে ঝিঁঝির ঝাঁঝর
বেজেই চলেছে ;
বাতাস বয়ে যায়,—
ধানের ক্ষেতে গান জেগেছে, শুনবি যদি আয় ।

আলপনা কে আঁকলো আজি
বাবলা-তলেতে,
শাপলা-বনে কাঁপছে আলো
দীঘির জলেতে ;
চৈতী-সাঁঝে, ভাই,
আলোয় ঝোরায় ভরলো ভুবন, দেখছি ব'সে তাই ॥

সোনার ছবি

সবুজ ঘাসের জাজিম পাতা নদীর কূলে কূলে,
ঘেসো ফুলের চুম্‌কি তাতে কাঁপছে দুলে দুলে।
ভোরের বেলা আলোর মেলা,
আকাশ জুড়ে রঙের খেলা,
আলোর হোলি খেল্‌ছে কে ঐ আবীর গুলে গুলে ?
রাতের আঁধার দূর হ'লে রে
বা'র হয়েছি সোনার ভোরে,
হাসছে আলো নীল-আকাশের
দুয়ার খুলে খুলে।

ঝুরু ঝুরু বাতাস চলে,
ঢেউ ওঠে তায় নদীর জলে,
সোনার স্বপন দেখছে নদী, উঠছে ফুলে ফুলে।

কচি কোমল সবুজ ঘাসে
ফড়িং ওড়ে রাশে রাশে,
ঘেসো ফুলে বসতে ভোমর পড়ছে ঢুলে ঢুলে।
বটের শাখে, অশথ গাছে,
বাঁশের ঝাড়ে নদীর কাছে—

আসর জমায় পাখীর দলে কূজন তুলে তুলে।
বন-মালতীর বাস ছুটেছে,
ঝুমকো-লতায় ফুল ফুটেছে,
তারই লতায় প্রজাপতি নাচছে ঝুলে ঝুলে।

কোন্ সে মহান্ শিল্পী-কবি
ফুটিয়ে তোলেন সোনার ছবি ?
প্রণাম করি তাঁরেই আমি সকল ভুলে ভুলে ॥

আষাঢ়ে ভাসা রে তরী

গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ শোন্ সুর গম্ভীর,—
অম্বরে অম্বরে গর্জ্জায় কোন্ বীর ?

আষাঢ়ের দিবসে,—
থাকি আর কি ব'সে ?
চল্ যাই গাং-ধারে, বর্ষার ধর্ সুর,
নতুন জলের ঢলে গাং আজ ভরপুর।

ধারাজল ঝরে যে,
মাঠ-ঘাট ভরে যে,
থৈ থৈ করে জলে ঐ, ঐ প্রান্তর ;
হল্লাতে জাগে বুঝি মল্লারে গান তোর ?

চল্ নদী-কূলে রে,—
ঢেউ ওঠে দুলে রে ;
বাদুলে বাতাস এসে নদীজলে পাক খায়,
ছল্‌ছল্ নাচে জল বুঝি তারি ধাক্কায় ?

ভারি মজা আজি রে,
কোথা গেল মাঝি রে ?
ঝুর্ ঝুর্ জল ঝরে, মেঘ ডাকে গুর্ গুর্,
ভরা-গাঙে তরী বেয়ে মোরা যাব দূর দূর।

চ'লে যাব সুদূরে,—
যেথা করে ধূ-ধূ রে
নদীর মোহানা ঐ, নিরালা সে অঞ্চল,—
আষাঢ়ে ভাসা রে তরী, মন আজি চঞ্চল ॥

অতসী

অতসী ফুটেছে বন-কোনায়,
খোঁজ রাখে তার কোন্ জনায় ?
দোল্ দোল্ দোল্ দিনে রাতে
দুলে দুলে সারা নিরালাতে;
অভিমানে মরে কাঁদিয়া রে,
মুদে আসে আঁখি আঁধিয়ারে।
মধু নেই তার নেই বাহার,
বাতাসে মিলায় শ্বাস তাহার।
মাঝ-রাতে যবে চাঁদ জাগে
সবুজ আলোর বাঁধ ভাঙে—
অতসা বাতাসে দুলে দুলে
অবিরাম পড়ে ঢুলে ঢুলে।
পাতার আড়ালে মুখ ঢাকে—
হায়, কে তাহার খোঁজ রাখে ?

কবি এসে বলে নতশিরে—
বন-গোপনের অতসীরে—
"অতসী, অতসী, মোছ্ আঁখি,
আমি কবি তোর খোঁজ রাখি ॥

আমার ঘরে ভোমরা

জানলা দিয়ে আমার ঘরে
আসলো উড়ে ভোমরা,—
কোন্ বাণী সে নিয়ে এলো,
বলতে পারো তোমরা ?
আসলো ভ্রমর গুন্‌গুনিয়ে
অবুঝ ভাষায় গান শুনিয়ে,
অবাক্ হয়ে তাকাই আমি,
মুখটি করে গোম্‌রা ;
বুঝতে নারি কোন্ বাণী কয়
উড়ন্ত সেই ভোমরা।

অবুঝ ভাষায় সবুজ নেশায়
প্রলাপ বকে ঠিক তো,
ডানা দুটো কোন্ গোলাপের
নির্যাসে আজ সিক্ত।
হল্‌দে রেণু তাহার পায়ে
আল্‌তো ভাবে রয় জড়ায়ে,
গায়েতে তার ফুলের সুবাস
পাচ্ছি অতিরিক্ত।

দুপুরবেলা আমার ঘরে
ভোমরা এলো ঠিক তো।

ভোমরা এলো আমার সনে
ভাব জমাতে আজ যে,—
আমায় যেন নিয়ে যাবে
কোন্ সে ফুলের রাজ্যে!
যেথায় হাসে ফুলগুলি রে,
যেথায় গাহে বুলবুলি রে,
সেই সে হাসির গানের দেশে
আমায় নিতে চাচ্ছে;
ভোমরা আমায় মন-মাতানো
সেই বাণী কয় আজ যে॥

হারিয়ে গেলাম

ভোরের বেলায় আমি
মাঠেতে এলাম,
কুয়াসা-সাগরে বুঝি
হারিয়ে গেলাম।

চারিধারে আবছায়া,
এ যেন জাদুর মায়া,
গোপনপুরের কোন্
আভাস পেলাম,—
হারিয়ে গেলাম আমি
হারিয়ে গেলাম।

আমি তো হারিয়ে গেছি
ঘন কুয়াসায়,
মোর সাথে যেন সব
ধরণী হারায়।
চারিধারে দেখি চাহি—
মাঠ নাহি পথ নাহি,
দৃষ্টি হরিল কোন্
সৃষ্টি-ছাড়ায় ?
হারিয়ে গেলাম আমি
ঘন-কুয়াসায়।

হারিয়ে গেলাম আমি
হারিয়ে গেলাম,
চেনা এ জগৎ যেন
ছাড়িয়ে গেলাম।
পৃথিবী ছাড়িয়ে শেষে
এলাম মেঘের দেশে,
হতবাক্ হয়ে সেথা
দাঁড়িয়ে গেলাম ;
হারিয়ে গেলাম আমি
হারিয়ে গেলাম।

দূরে কোথা পাখী ডাকে,
কথা শুনি কার ?
কানে শুনি, চোখে নাহি
দেখি কিছু আর।

সব ঢাকা জ'লো টিকে,
কে ছড়ালো দিকে দিকে
আবছা উষার পরে
ঝাপসা তুষার ?
দূরে কোথা ডাকে পাখী,
কথা শুনি কার ?

রোদ জাগে, স'রে যায়
কুয়াসার চিক,
রাঙা আলো চারি পাশে
করে ঝিকমিক।
পরিচিত দুনিয়া সে
ফের যেন নেমে আসে,
কোথাও লুকিয়ে দূরে
ছিল যেন ঠিক ;
রোদ জাগে, স'রে যায়
কুয়াসার চিক॥

ফাগুন-বেলা শেষ হয়ে যায়

শীতের শেষে আবার হ'ল
পাখীর গীতের সুরু,
আবার শুনি কাতার-দেওয়া
পাতার ঝুরুঝুরু।
বাঁধন-হারা বাতাস চলে,
আঁধার জমে মাদার-তলে,
অস্ত-রাঙা আকাশে মোর
মন যে উড়ু উড়ু।
শীতের শেষে আবার হ'ল
পাখীর গীতের সুরু।

সন্ধ্যা হ'ল, সন্ধ্যা হ'ল,
গেল ফাগুন-বেলা,
কাঁসাই নদীর অধীর জলে
ভাসাই আমার ভেলা।
চাস যারা মোর সঙ্গে যেতে,
উল্লাসে আজ উঠবি মেতে,
ফুল হাসে ওই ওপার ছেয়ে,
লাল-পলাশের মেলা ;
সন্ধ্যা হ'ল, সন্ধ্যা হ'ল,
গেল ফাগুন-বেলা।

ছোট্ট আমার ভেলাটি আজ
চললো ভেসে ভেসে,
চললো বুঝি কূল ছেড়ে আজ
নাম-না-জানা দেশে।

ওপার এপার হু'পার হতে
কি সুর আসে হাওয়ার স্রোতে,
মেঘের আড়ে আধখানা চাঁদ—
উঠলো এবার হেসে
ছোট্ট আমার ভেলাটি আজ
চললো ভেসে ভেসে।

ফাগুন-বেলা শেষ হয়ে যায়
বিজন গাঁয়ের মাঝে,
কোন্ সুদূরের ডাক যেন আজ
আমার প্রাণে বাজে।
তাইতো মাটির বাঁধন কাটি'
ভাসিয়ে দিলাম এই ভেলাটি,
উছল জলের উজান ঠেলে
চলছি ফাগুন-সাঁঝে;
ফাগুন-বেলা শেষ হয়ে যায়
বিজন গাঁয়ের মাঝে॥

হলুদ চাঁদ

"বুবুদিদি, তুই চাঁদ দেখেছিস ?"—উমা ডেকে বলে দিদিরে তার,—
ঝিমি ঝিমি সাঁঝে ঝিঁঝির আসরে রিমি ঝিমি ঝিমি বাজে সেতার।
নিঝ্‌ঝিম পাড়া,—হিম্‌সিম্‌ লাগে—ঢিমে হিম-হাওয়া গান শোনায়,
রাঙা চাঁদা-মামা ওই দিল হামা, সাঁঝ-আকাশের এক কোণায়।
"চাঁদ দেখে যাও,—ঈস্‌ কত বড়!" উমা ডাকে—"দিদি, দেখবি আয়!
মহুয়ার ডালে পাতার আড়ালে ওই বুঝি মামা আট্‌কে যায়!"

মা ডেকে বলেন—"উমা, আয় আয়, লাগাস্‌ নে হিম, খেয়ে যা দুধ।"
উমা বলে—"মাগো, আগে দেখে যাও,—চাঁদের যে আজ গায়ে-হলুদ।
চাঁদা-মামা সে তো তোমারি ভাই মা, তাই মা তোমায় খোঁজে বুঝি,
পৃথিবীর যত বোন আছে তার—আজকের সাঁঝে ফেরে খুঁজি'।
—এসো মা দৌড়ে—বুবুদিদি, আয়—চাঁদা-মামা দেয় হাতছানি!"
ঝিলিমিলি আলো বিলিয়ে বিলিয়ে মেতে ওঠে যেন রাতখানি।

ধোঁয়া জ'মে আসে এপাশে ওপাশে, কুটিরে কুটিরে জ্বলে আগুন—
জড়োসড়ো হয়ে জমে চারিপাশে চাষাদের ছেলে কেঁপে যে খুন।
চাষার ছেলেরা গান ধরে আর চাষার মেয়েরা ধরিছে ভুল,—
চাষার মেয়েরা নাচে দুলে দুলে—চাষার ছেলেরা হেসে আকুল।
সুর ভেসে আসে হাওয়ায় হাওয়ায়, হাসি আর গান শোনা যে যায়,
দাওয়ায় দাওয়ায় গরিব চাষীরা সুখ-টান টানে ডাবা-হুঁকায়।

দূরে কোথা জানি মাদল বাজে রে—হয় বুঝি কোথা ঝুমুর-নাচ—
আলোর রসেতে চুর্‌ চুর্‌ হ'ল মহুয়ার শাখা, ডুমুর-গাছ।
পিছনে আঁধার ডাহিন বাঁ-ধার ফিকে ক'রে আনে হলুদ-চাঁদ,
কালোর ঝালর তুলে ঝলমল্‌ হেসে ওঠে যেন দূরের বাঁধ।
ঝাউ-শাখা দোলে বায়ু-হিল্লোলে—লাউএর মাচায় আলোর ঢেউ,
এদিকে আঁধার ওদিকে আলোক—এমন দেখেছ তোমরা কেউ ?

চিকন কলার পাতায় পাতায় আলো ঢল্ ঢল্ পিছ্‌লে যায়—
তাই তাড়াতাড়ি সাঁতারি' সাঁতারি' কাড়াকাড়ি করে সব পাতায়।
কাঁথায় জড়ানো ঝিয়ের মেয়েটা ঢুলে ঢুলে পড়ে আঙিনাতে,—
ওরো বুঝি আজ আবেশ লেগেছে, ঘুম ছেয়ে আসে আঁখি-পাতে।
বড়দা ও-ঘরে কি জানি কি লেখে, ছোড়দা দেখিছে ছবির বই,
সেজদা দাওয়ায় গান গায় ব'সে—মেজদা এখনো ফেরে নি কই!

মা ব'সে রাঁধেন খিচুড়ি ও ভাজা, বুবুদিদি ভাজে আলুর চপ,
ঠান্‌দি ওদিকে মালা নিয়ে ব'সে—ইষ্টদেবের করেন জপ।
চাঁদার আমেজে বাঁধা প'ড়ে গেছে—ধাঁধায় পড়েছে উমাটা আজ,
তাই সে লাফায় "আয়, আয়, আয়,"—পউষের হিমে, সারাটা সাঁঝ,
"আধা-আধি চাঁদা উঠেছে এবার—মামার যে আজ গায়ে-হলুদ,—
ও মা, ছুটে এসো,—যাও, না-ই এলে, কক্ষনো আর খাব না দুধ!"
ঝিমি ঝিমি সাঁঝে ঝিঁঝির আসরে ঝিমি ঝিমি ঝিমি বাজে সেতার---
"লক্ষ্মীটি দিদি, আয় আয় আয়"---উমা ডেকে বলে দিদিরে তার॥

কৃষ্ণা-তিথির সন্ধ্যা

আমলকি-বন ধারে ধারে
বাতাস চলে বারে বারে,
বন-মেহেদীর ঝাড়ে-ঝাড়ে জোনাক জ্বালে দীপ;
এই, থেমে যাও নদীর পাশে,—
কৃষ্ণা-তিথির সন্ধ্যা আসে,
তাকিয়ে দেখ ঐ আকাশে—সন্ধ্যা-তারার টিপ।
থামো, থামো—একটু রোসো
বালুর চরে একটু বোসো
ভাই;
তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবার একটু তাড়া নাই!

প্রতিপদের কৃষ্ণা-তিথি,
এমন তো আর হয় না নিতি,
প্রাণে যেন জাগছে গীতি,—একটু ধরো গান ;
দুইজনে আজ বালুর চরে
বসবো কিছুক্ষণের তরে,—
জাগবে শশী একটু পরে,—উঠবে মেতে প্রাণ।
প্রতিপদের চাঁদ দেখনি ?
দেখতে পাবে আজ এখনি,
ভাই ;
কৃষ্ণা-তিথির প্রথম চাঁদের ওঠার আভাস পাই।

আঁধার এলো ঘনিয়ে আরো,—
এবার চেয়ে দেখতে পারো—
পূবের আকাশ ঐ যে গাঢ় তরল হয়ে যায় ;
কিসের যেন স্বপন দেখে'
মাতলো গগন মুহূর্তেকে,—
হাসছে যেন থেকে থেকে কিসের ইসারায় !
বন্ধু, তুমি জাদুর খেলা
দেখবে এখন সন্ধ্যাবেলা,
ভাই ;
শালের বনের কোণের দিকে অবাক হয়ে চাই।

ঐ যে দেখ পূব-গগনে
আলোর প্রলেপ সঙ্গোপনে,—
ছোপ লেগে যায় শালের বনে, জাগছে শিহরণ,
আবছায়া ঐ পলাশ-গাছে—
ফুলগুলি তার ঘুমিয়ে আছে,—

ঝিলমিলিয়ে তাদের কাছে ও কার আগমন ?
ঐ যে দেখ আলোর বেশে
বন্ধু তাদের আসলো হেসে,
ভাই ;
নাচে নাচে গাছে গাছে ফুল-পাতা সব-ঠাঁই।

চাঁদ ওঠে ঐ প্রতিপদী,—
হেথায় এসো দেখবে যদি—
বালুর চড়ায় শীর্ণা নদী আড়মোড়া দেয় ওই,
সন্ধ্যা-সমীর হাই তুলেছে,
বইতে যেন তাই ভুলেছে,—
কোকিল আবার মুখ খুলেছে, পায় না খুশির থই।
কে এলো রে পুলক-ভরা—
আলোক-ছাওয়া, আকুল-করা,
ভাই ;
সন্ধ্যারাতের তানপুরাতে কি তান ওঠে তাই !

চাঁদ উঠেছে পাতার ফাঁকে,—
ঢিল মারে কে আলোর চাকে ?
জ্যোৎস্না-ভোমর ঝাঁকে ঝাঁকে ঘিরলো চারিদিক্,
কোন্ অরূপের রূপের মায়ায়
রঙ ধরেছে ঝাপসা ছায়ায়,—
ঝিনিক ফোটে আবছা-কায়ায়—করছে সে ঝিক্‌মিক্।
অদূরে ঐ মধুর বাঁশি
সুর ধরেছে ভীম-পলাশী,
ভাই ;
পলাশ-তলায় 'উল্‌কি' আলোর, বলিহারি যাই।

চাঁদ-কবি ঐ আকাশ থেকে
জ্যোৎস্না-আলোর কাব্য লেখে,—
এই নিরালায় যাচ্ছে রেখে ছন্দ চমৎকার,
শালের বনে, পাহাড় পরে
বর্ণ-বাহার ঝর্ণা ঝরে,
স্বর্ণ-চাঁপার ফুল যেন রে ছড়ায় পরাগ তার।
দেখ, দেখ বন্ধু তুমি—
মাতলো সকল বিজন-ভূমি,
ভাই;
এসো, এসো, ছন্দে-তানে আমরা নাচি গাই॥

হল্‌দে-রঙা ফুল

চলতে পথে দেখতে পেলাম
হল্‌দে-রঙা ফুল,
পাতার আড়ে বারে বারে
দুলছে দোদুল দুল।
হল্‌দে পাখার পাল উড়িয়ে
হাল্‌কা হাওয়ায় ফুরফুরিয়ে—
আসলো উড়ে প্রজাপতি
আনন্দে মশগুল;
চলতে পথে দেখতে পেলাম
হল্‌দে-রঙা ফুল।

তখন সবে ভোর হয়েছে,
রাতের আঁধার নাই,
হলুদ রঙের ছোপ লেগেছে
পুব গগনে তাই।

বাতাস বহে শির্‌শিরিয়ে,
হিম ঝ'রে যায় ঝির্‌ঝিরিয়ে,
গান ধরেছে নানান সুরে
পাখীরা বিল্‌কুল,
ঝোপের পাশে মধুর হাসে
হল্‌দে-রঙা ফুল।

হিম কুয়াসার ঝাপসা আলোয়
আবছা চারিধার,
দিনের আলো ফোটো-ফোটো,
আভাস যে পাই তার।
পথ চ'লে যাই আপন মনে,
হঠাৎ দেখি ঝোপের কোণে
শিশির-জলে মুখটি ফুলের
করছে যে টুল্‌টুল্‌।
কাঁপছে বোঁটায় সদ্য-ফোটা
হল্‌দে-রঙা ফুল।

হল্‌দে ফুলে হল্‌দে আলো
করছে যে ঝল্‌মল্‌,
আসলো উড়ে হল্‌দে-রঙা
প্রজাপতির দল।
আয় উড়ে আয় হল্‌দে পাখী
কোথায় দূরে যাস্‌ একাকী ;
এই প্রভাতী উৎসবে আয়,
করিস্‌ না দিক্‌-ভুল,
হল্‌দে ভোরে আকুল হ'ল
হল্‌দে-রঙা ফুল ॥

খোকা-কবি

খোকা-কবি লেখে কবিতা-গান
নীল পেন্‌সিলে, লাল খাতায়,
কিন্তু হায় তা শুনবে কে!
খাতা ভ'রে ওঠে গান-গাথায়।
বাবা বলে—'চুপ, সময় নাই।'
মা বলেন—'থাম, অনেক কাজ।'
দিদি বলে—'হবে অন্য দিন,
পড়াশোনা আছে অনেক আজ।'
দাদা বলে—'তোর ন্যাকামি রাখ্,
ধর্ দেখি সূতা, মাঞ্জা দেই।'
মামা বলে—'চোপ, ইস্টুপিড,
গাঁট্টার চোটে প্রাণ যাবেই।'
হায় রে, কবিতা শুনবে কে—
মুগ্ধ হবে কি গুণ দেখে!

ও পাড়ার নীলি যায় কোথায়?
খোকা ডেকে বলে—'শুনবি আয়।'
বকুলের ছায়ে নিরিবিলি
খোকা-কবি আর নীলি মিলি'
স্তব্ধ দুপুরে একমনে
খোকা পড়ে আর নীলি শোনে।
খোকা প'ড়ে যায় কবিতা তার,
কত ইতিহাস চাঁদ-তারার,
কত শত কথা অপ্সরীর;
জ্যোৎস্নায় নাওয়া সব পরীর,

বাতাসের দোলা ফুল-বনেই,
পাখীদের গান বন-কোণেই,
স্বপনের দেশে কেমনে যায়
কোন্ মন্তরে মন-ভেলায়।

এই সব শুনে' কবিতা-গান
গেঁয়ো নীলিটার মুগ্ধ প্রাণ।
মা-মরা মেয়ে সে, কথা না কয়,
ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রয়।
হাঁ ক'রে খোকার মুখ চাহে
খোকা প'ড়ে যায় উৎসাহে।
... ...

খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্ নীলিটা কই,—
সৎমা এসেছে সন্ধানে ;
মামা ছুটে আসে করিতে খোঁজ,
খোকা-ছোঁড়া গেছে কোন্‌খানে।
খাতা ছুঁড়ে ফেলে হায় খোকার,
দুম-দাম পিঠে কীল পড়ে ;
সৎ-মা গালিতে ভূত ভাগায়,
নিলো নীলিটার চুল ধ'রে॥

মুড়ি-জংশনে সূর্যোদয়

সারাটা রাত জেগে কাটাই ছারপোকাদের দংশনে,—
ভোরের বেলা রেলের গাড়ি থামবে মুড়ি-জংশনে।
রাতের আঁধার ঝাপসা হ'ল, চলল গাড়ি মন্থরে,
জানলা দিয়ে ভোরের বাতাস পুলক জাগায় অন্তরে ;
তন্দ্রা-ভরা চক্ষু আমার, হঠাৎ দেখে বিস্ময়ে—
পূর্ব-গগন-তোরণ-দ্বারে অপূর্ব এক দৃশ্য হে!
স্বপ্ন যেন সত্য হয়ে পড়ল ধরা অম্বরে,—
স্বর্গীয় এক ভাবের ধারা জাগল মহাড়ম্বরে।
চলন্ত সেই গাড়ির থেকে তাকিয়ে দেখি উল্লাসে,
আবছায়া এক পাহাড় জাগে, দুই চূড়া তার দুই পাশে।
তারই ফাঁকে ফাটল্-ধরা মেঘের পাটল কোণ দিয়ে
বেরিয়ে এল স্বর্ণ-ঝোরা,—কোথায় ছিল বন্দী এ?
লাল্‌চে-হলুদ-কম্‌লা সোনা-জর্‌দা-আলোর রংঝারি—
অলক্ষ্যে কে ঢালছে যেন, উঠছে নভে সঞ্চারি'।
রঙীন আলোর ফুলঝুরি আজ উল্‌সে ওঠে পূর্বেতে,—
আলোর বীণায় কে দিল আজ সাতটি রঙীন সুর বেঁধে?
সেই সুরে আজ ধরল কাঁপন থির প্রকৃতির তন্ত্রীতে,—
অরূপ ভূষায় দাঁড়ায় উষা রাত্রি-দিবার সন্ধিতে।
পাহাড়-চূড়া উঠল হেসে ঝিল্‌মিলিয়ে রং মেখে ;
আলোর ধারায় স্নান ক'রে আজ হাসছে তাহার সঙ্গে কে?
সাজল মেয়ে হৈমবতী নবারুণের টিপ দিয়ে ;
চতুর্দিকে ঝরছে যে তার আঁচল-খসা দীপ্তি এ।
প্রণাম করে সকল প্রাণী জবা-কুসুম-সঙ্কাশে,—
শঙ্খ বাজায় বন-বিহগে, কে জানে তার সংখ্যা সে!
উদয়ছটা মিশ্‌ল আমার মনের গোপন রং সনে,—
উঠল রবি, রেলের গাড়ি থাম্‌ল মুড়ি-জংশনে॥

ঘূর্ণি হাওয়ার গান

বন জুড়ে বন্ বন্ উড়ে' চলে ঘূর্ণি,
ঘুর ঘুর ঘুর-পাকে সব যায় চূর্ণি' ;
ধূলোটের উৎসবে
মাতে ঝোড়ো ভূত সবে,
দিকে দিকে ওড়ে ঐ ধূলোময় উড়্‌নি ;
উড়ে' চলে ঘূর্ণি।

বাঁশের ঝাড়ে শাঁই শাঁই শাঁই, কাঁপছে রে কার ধাক্কায় ?
মাঠের ফাঁকায় ঝাউএর শাখায় কোন্ সে চপল পাক খায় ?
ওলোট-পালট বনের বেণী, ঝরছে পাতা ঝুর ঝুর ।
কাতার দিয়ে পাতার ঘুড়ি চলছে উড়ে' দূর দূর।
এলোমেলো ডাল-পালা সব, ঘূর্ণি ঝড়ের ঝট্‌কায়,
পল্‌কা যত শালের কলি আল্‌গা হয়ে ছট্‌কায়।
কৃষ্ণচূড়ার পাপ্‌ড়ি যত ছিট্‌কে পড়ে চারধার,
সজ্‌নে গাছে 'ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্' বাজনা বাজে বারবার ;
উজাড় হ'ল আজকে যেন ফজলী আমের জঙ্গল,
উল্লাসে আজ ছুটল সেথায়, জুটল ছেলের দঙ্গল।

দুপুর বেলার আকাশখানা
তপ্ত যেন তাওয়া,
বন্‌বনিয়ে, শন্‌শনিয়ে
ছুটছে ঝোড়ো হাওয়া।
ছুটছে হাওয়া, ঝড়ের পথিক,
বুঝি না তার ভাব ও গতিক,—

সারা ছুপুর ধ'রে কেবল
কোথায় আসা-যাওয়া ?
কোন্ খেয়ালীর কোন্ সে খেলা,
কোন্ সে গীতি গাওয়া ?

ঘূর্নি ঘুরে
দিন-ছুপুরে মাঠটি জুড়ে' জোর,
কেবল ঘোরে
খেয়াল ভরে, নাই কোনো কাজ ওর ?
বাসার থেকে
উঠছে ডেকে উদাস কবুতর,
আসছে ভেসে
মাঠের শেষে ঝোড়ো কাকের স্বর।
কাঠ-বিড়ালী
ঘুমায় খালি, লাগল ঝড়ের ধুম,--
দম্‌কা বায়ে
গাছের ছায়ে ভাঙল এবার ঘুম।
প্রজাপতি
চপল অতি, হাল্‌কা ডানা তার,—
হাওয়ার তোড়ে
ছুট্‌কে পড়ে, পথ মেলে না আর।
ফুলের ঝুরো
রেণুর গুঁড়ো হাওয়ায় ঝ'রে যায়,—
ঝাপটা-ঝড়ে
উপ্‌চে পড়ে মধুর কণা, হায়!
জলার কাছে
কলার গাছে আজকে সারাক্ষণ

দুপুর জুড়ে'
ঘুঘুর সুরে উদাস করে মন।
মাঠের পারে
ঘাটের ধারে তাল-সুপারির সার,
ঝাঁকড়া মাথা
কোঁকড়া পাতা নাড়ছে অনিবার।

হাওয়ায় কাঁপা চাঁপার ছায়ায় কাঁপছে সবুজ ঘাস,
তারই পাশে ডাকছে ঝিঁঝি, শুনতে কি তা পাস?
থোপা-থোপা শ্বেতকরবী ঝরছে রে টুপ টুপ,
ছাতিম গাছের শুক্‌নো ডালে কাঠ-ঠোক্‌রা চুপ।
বৈশাখী কোন্ বৈরাগী আজ গৈরিক-বাস গায়,
ঘূর্নি-পাকের ঘুরপাকেতে দিক্ কাঁপিয়ে যায়॥

ভরা-ভাদরে

কাল্‌চে মেঘের গাল্‌চে ঢাকা
আকাশখানা আজ যে;
দিনের বেলায় এলাম যেন
অন্ধকারের রাজ্যে।

গুরু-গুরু মেঘের ডাকে
দুরু-দুরু বক্ষ;
বর্ষা-ধারার বর্শা যেন
ঝরছে কোটি লক্ষ।

আজকে যে ভাই বাইরে যাব,
এমন তো নাই সাধ্য,
ঘরের ভিতর চুপটি ক'রে
থাকতে মোরা বাধ্য।

ভিজছে আকাশ, ভিজছে বাতাস,
ভিজছে বাহির-বিশ্ব,
জলের চিকে পড়ল ঢাকা
দিক্-বিদিকের দৃশ্য।

সকাল থেকেই বাদল বাতাস
চলল ছুটে জোর-সে,
আম-বাগানে গান-জাগানো
ঢেউ চলেছে হর্ষে।

ক্ষেতের মাঝে হেলে দুলে
নাচছে আমন ধান্য,
চুপটি ক'রে দেখছি যে তার
রূপটি অসামান্য।

আজ বাদরে ঝর্না ঝরে,
ঘোর ভাদরের বর্ষা,—
আবার ধরায় উঠবে যে রোদ,
হচ্ছে না তার ভরসা॥

আয় রে পাখী ল্যাজ-ঝোলা

আয় রে পাখী ল্যাজ-ঝোলা,
আয় রে পাখী গাল-ফোলা!
আয় রে উড়ে' আকাশ বেয়ে,
মধুর সুরে গানটি গেয়ে,—
খোকার দেশে
এবার এসে
ঠুক্‌রে খাবি ঝাল-ছোলা।
আয় রে পাখী গাল-ফোলা।

তেপান্তরের মাঠের পারে,
রুপালী কোন্ নদীর ধারে
তোর বাসাটি
পরিপাটি—
আসলি ছেড়ে পথ-ভোলা,—
আয় রে পাখী ল্যাজ-ঝোলা।

খোকা যাবে তোদের গাঁয়ে
দুপুর-রাতে নূপুর পায়ে,
জ্যোৎস্না-রেতে
রোস্‌নায়েতে
বাইবে তরী পাল-তোলা।
আয় রে পাখী ল্যাজ-ঝোলা।

ডাক শুনে' তোর, অচিন পাখী,—
ঘুম ভুলেছে খোকার আঁখি;

ঘরের দাওয়ায়
হিমেল হাওয়ায়
দুলছে দোদুল তার দোলা ;—
আয় রে পাখী ল্যাজ-ঝোলা।

জ্যোৎস্না-ঝরা হিমের রাতে
ভাব জমাতে খোকার সাথে
আয় রে পাখী
তুই একাকী ;
ঐ রয়েছে দোর খোলা ;—
আয় রে পাখী ল্যাজ-ঝোলা ॥

কাজের মেয়ে

খুকুর কথা বলব কি আর, কাজের মেয়ে বড়,
সব দিকে তার বুদ্ধি খেলে, সব কাজেতেই দড়।
জুতোর বুরুশ নিয়ে হাতে
চুল আঁচড়ায় নিজের মাথে,
জুতোর কালি নিয়ে সুখে মুখের পরে মাখে,
খিল্‌খিলিয়ে উঠবে হেসে যতই বকো তাকে।

জামা ছিঁড়ে পুতুল বানায়, নষ্ট করে জুতো,
জট্ পাকিয়ে দেয় সে দাদার মাঞ্জা-দেওয়া সুতো ;
বাবার যত কাজের খাতায়
কলম দিয়ে পাতায় পাতায়
আপন মনে হিজিবিজি আঁচড় কত আঁকে,—
খিল্‌খিলিয়ে উঠবে হেসে যতই বকো তাকে।

দোয়াত-দানে তেল ঢালে সে, তেলের ভাঁড়ে কালি,
ডালের ডালায় কাঁকর ঢালে, চালের জালায় বালি ;
চুনের ভাঁড়ে নুন সে ঢালে,
ছাই ফেলে' দেয় ভাতের থালে ;
রান্নাঘরে, ঠাকুরঘরে কুকুর বেঁধে রাখে,—
খিল্‌খিলিয়ে উঠবে হেসে যতই বকো তাকে ॥

কী ভুল

কী ভুল, কী ভুল !—
সব কাজে জগা করে ভুল বিল্‌কুল ।

বাজারেতে যেতে জগা যায় ফাঁড়িতে,
ধোপা-বাড়ি যেতে যায় মুচী-বাড়িতে ;
বই ফেলে মই কাঁধে যায় ইস্কুল ;
কী ভুল, কী ভুল !

ঘরেতে কুকুর বেঁধে শোয় চাতালে,
কপাটি খেলিতে যায় হাসপাতালে ;
কামাতে দাদুর দাড়ি ছেঁটে ফেলে চুল ;
কী ভুল, কী ভুল !

টিয়া ছেড়ে দাঁড়কাক পোষে খাঁচাতে,
ছিপ ফেলে' মাছ ধরে পুঁই-মাচাতে,
তাল গাছে উঠে বসে পার হতে পুল ;
কী ভুল, কী ভুল !—

পথ ছেড়ে ভুলে' জগা হাঁটে নালাতে,
আসনেতে ভাত খায় ব'সে থালাতে,
ফুল-দানে ভ'রে রাখে কুমড়োর ফুল,
কী ভুল, কী ভুল!

ডিম দিয়ে বল খেলে ব্যাট ঠুকে' সে,
নুন দিয়ে শরবৎ খায় সুখে সে,
পাউডার ভেবে মাখে কালি আর ঝুল্;
কী ভুল, কী ভুল॥

বাজি-মাৎ

খাট-পালঙের রাজার আছে মস্ত বড় বীর,
তাহার সাথে লড়তে এসে চক্ষু সবার স্থির।
কেউ পারে না তাহার সাথে—এম্‌নি পালোয়ান,
আছাড় মেরে গ্যায় সে ফেলে হ্যাঁচ্‌কা মেরে টান।
দেশ-বিদেশের কুস্তিগীরে সবাই মানে হার,
আজব প্যাঁচের ওস্তাদিতে কেউ পারে না আর।
গদি-পুরের শ্রেষ্ঠ জোয়ান, তোষক-পুরের বীর,
লেপ-কম্বল-পুরের যত ওস্তাদ্‌দের ভীড়,—
সবাই পড়ে সট্‌কে কেবল, হায় হায় মান যায়,
কেউ পারে না তাহার সাথে কুস্তি ও পাঞ্জায়।

জাজিম-গড়ের রাজার ছিল বিরাট তেজী লোক,
কুস্তি এবার লড়তে বুঝি তাহার হ'ল ঝোঁক।
খাট-পালঙের রাজার সভায় আসলো সে এইবার,
পাঁচ-মিনিটের 'ঘ্যাচাং' প্যাঁচে মানতে হ'ল হার।

ছিট্‌কে পড়ে, ছট্‌কে পড়ে, পট্‌কে পড়ে হায়,—
মুখ করে চুন, প্রাণ বাঁচাতে সট্‌কে সবাই যায়।
খাট-পালঙের রাজার জোয়ান বজরং নাম তার,
লোহার মত শক্ত শরীর, দেখতে কদাকার।
রাজা মশাই অবশেষে পিটিয়ে দিলেন ঢাক—
"বজরঙে যে হারিয়ে দেবে, ভাঙবে তাহার জাঁক,—
সভার মাঝে সবার কাছে জিতলে কোনো লোক,
হাজার মোহর তারেই দেব,—যেমন লোকই হোক।"
ঢ্যাড়া শুনে পিছোয় সবাই, এগোয় না কেউ আর,
বজরঙেরে হারিয়ে কে আর আনবে পুরস্কার?

চাটাই-পুরের রাজ্যে ছিল বটুকরামের দেশ,—
হ্যাংলা-পানা শরীর তাহার, স্ফূর্তি মনে বেশ।
চাটাই-পুরের রাজার কাছে প্রণাম ক'রে কয়,—
"বজরঙেরে হারিয়ে দেব আদেশ যদি হয়।"
চাটাই-পুরের রাজা শুনে হাসেন অবিশ্রাম,
বলেন, "মিছে প্রাণটা দিতে যাচ্ছ বটুকরাম!"
বটুক তবু অনেক ক'রে রাজার আদেশ লয়,
খাট-পালঙের রাজার সভায় সটান হাজির হয়।
তাহার কথায় হেসে সবার বন্ধ বা হয় দম,
লিক্‌লিকে এই বটুকরামের স্পর্ধা তো নয় কম।
যাহোক তবু রাজার কথায় কুস্তি সুরু হয়,
বজরং সিং তালটি ঠুকে' আসলো যে সময়
হ্যাংলা বটুক তুললে তারে কাঁধেই অকস্মাৎ,—
ফেলল ছুঁড়ে আছাড় মেরে, বজরং চিৎপাত।
ব্যাপার দেখে' সভার সবাই চম্‌কে গেলে ঢোঁক,
জন্মে কভু দেখে নি কেউ এমনতর লোক।

হারিয়ে দিয়ে বজরঙেরে দাঁড়ায় বটুকরাম,
মেহন্নতে শরীর দিয়ে পড়ছে ঝ'রে ঘাম।
খাট-পালঙের রাজা দেখে' তারিফ ক'রে ক'ন,
"তোমার আসল পরিচয়টা দাও তো বাছাধন।"
বটুক বলে, "চাটাই-পুরের রাজার ধোপা মুই,
ভারী ভারী শতরঞ্চি নিত্যি আমি ধুই,—
শতরঞ্চির মতন ভারী বজরং তো নয়,
তাই তো তারে তুলতে কাঁধে কষ্ট নাহি হয়;
যেমন ক'রে আছড়ে' কাচি—শুনুন মহারাজ—
তেমনি ক'রে বজরঙেরে আছাড় মারি আজ।"
বটুকরামের কথা শুনে, রাখতে কথা তাঁর
রাজা তারে হাজার মোহর দিলেন পুরস্কার।
চাটাই-পুরের মান বাঁচালো রজক বটুকরাম,
সেই থেকে তার দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেল নাম॥

অসম্ভব কাজ

কর্তাবাবু বেজায় রেগে বলেন ডেকে চাকরে—
—"যখন তখন অমন কেন তাকিয়ে থাকিস্ হাঁ ক'রে?
বিদ্‌ঘুটে তোর মূর্তিখানা দেখতে নারি দু'চোখে,
বাড়াবাড়ি করবি তবে তাড়িয়ে দেব ছুঁচোকে।
ব্যাটা যেন রাজ-পুত্তুর, বাদশাহী চাল বড় যে,—
ইচ্ছা মতন কাজ করবি কেবল নিজের গরজে?
শুয়ে ব'সে মাইনে খাবি, হতচ্ছাড়া, বেয়াড়া,
যেম্‌নি স্বভাব, তেম্‌নি ব্যাটার ভূতের মত চেহারা।
গরুর গোয়াল নোংরা থাকে, হাত দিস্ না ঝাড়ুতে;
সাত-সকালে উঠে কেন জল দিস্ না গাড়ুতে?

ছাদের উপর ফাট ধরেছে, পারিস না তা সারাতে ;
তোর মত ছাই হদ্দ-কুঁড়ে কে আছে এই পাড়াতে ?
আগাছাতে ভর্তি বাগান, পড়ছে না কি নজরে ?
চটাং ক'রে গালের উপর চড় লাগাব সজোরে,
তখন ব্যাটা বুঝবি মজা, ঠ্যালার নামটি বাবাজি,
কাজ করতে ইচ্ছা না হয়, সমুখ থেকে যা পাজি।
বাসন মাজা, কাপড় কাচা, একটু যাওয়া বাজারে,
দুইটি বেলা রান্না শুধু, তামাকটুকু সাজা রে,
এই কাজেতেই দিন কেটে যায় ? কেবল ফাঁকি, চালাকি ?
দিন-রাত্তির আড্ডা মারিস্, শুন্‌তে পাই না কালা কি ?
হাজারো বার আজকে আমি বলেছিলাম দুপুরে—
ডিম পেড়ে আন্, ঝুড়ির মাঝে আছে তাকের উপুরে ;
পাড়লি না ডিম লক্ষ্মীছাড়া, শুনলি না তা কিছুতে,
বল্ ব্যাটা কী জবাব দিবি ? তাকাস্ কেন নীচুতে ?
বল্ কেন ডিম পাড়লি নাকো, ছাড়ব নাকো এবারে,
খড়ম-পেটা করব ব্যাটা, রুখতে দেখি কে পারে।
কাঁচু-মাচু মুখটি ক'রে বলে চাকর তারিণী,
"সব করেছি এই জীবনে, ডিম কখনো পাড়ি নি ;
আমি তো আর হাঁস-মুর্গীর মতন কোনো প্রাণী না,
মানুষ হয়ে কেমন ক'রে ডিম পাড়ব জানি না ॥"

কিন্তু যদি কামড়াতো ?

বর্ষাকালের মেঘলা-করা ঝাপসা নিঝুম সন্ধ্যাকাল,
ঝিল্লী-ডাকা পথটি দিয়ে যাচ্ছে বাড়ি মাণিকলাল।
ধোঁয়াট-ভরা জমাট আঁধার, মিশকালো ঈস্ চারধারে,
চলছে মাণিক অন্ধকারে, ভয়ের নাহি ধার ধারে।
হঠাৎ পায়ে কামড়ালো কি ? কেউটে না হয় গোখরো সাপ !—
'বাপ্ রে !' ব'লে প্রাণের ভয়ে লাগায় তেড়ে একটি লাফ।
চক্ষে দেখে সরষের ফুল,—ঝিম্‌ঝিমিয়ে উঠলো শির,—
হায় রে, বুঝি প্রাণটা গেল,—এই না ভেবে চক্ষু স্থির।
চলতে গিয়ে টলতে সুরু, হায় রে একি সর্বনাশ,—
সাম্‌নে যেন যম দাঁড়ালো,—মৃত্যু ভয়ে লাগলো ত্রাস।
দাওয়ায় এসে মাণিক শেষে পড়লো শুয়ে ধপ্ ক'রে—
"কামড়েছে সাপ, গেলুম, গেলুম"—চক্ষু বুজে রব করে।
ঠানদি কাঁদেন ডুকরে উঠে'—"ওরে আমার মাণিক রে—
এই বয়সেই পড়লি ঝ'রে, বাঁচলি না আর খানিক রে !"
বাপ-মা কেঁদে কুমড়ো গড়ান—"করলি কি তুই, হায় রে হায়,
কোলের মাণিক, বুক-জোড়া ধন, আয় রে ফিরে, আয় রে আয় !"
সবার চেয়ে আবেগভরা ক্ষান্ত-পিসির কান্নাটা—
"তুই গেলে কে বাস্‌বে ভালো আমার হাতের রান্নাটা।
আয় ফিরে আয় মাণিক ওরে, আয় ফিরে তুই চট্ করি'—
অনেক ক'রে রেঁধেছি আজ কুমড়ো-ডগার চচ্চড়ি।"
কান্না লাগায় আন্নাকালী পান্নালালের গিন্নী গো,—
"বাঁচলে মাণিক আজকে দেব পীরের দোরে শিন্নি গো।"
আসলো তখন বৈদ্যমামা, দেখলো সবই ঠিক ক'রে—
পায়ের ক্ষত লক্ষ্য ক'রে উঠলো হেসে ফিক্ ক'রে।
বললে, "কোথায় সাপের কামড় ? আচ্ছা বোকা মাণিকটা—
এই গ্যাখো না আট্‌কে আছে শিমুল-কাঁটা খানিকটা।"

কান্না সবার থামলো তখন, হাসলো মহানন্দে গো,
বললে পিসি—"আমার মনেও হচ্ছিল তাই সন্দেহ।"
আন্নাকালী হাসলো তখন সামলে নিয়ে কান্নাটা,
বললে "তবে যাই গো এখন, সারতে হবে রান্নাটা।"
ঠানদি বলেন, "ঠিক বলেছ, ভয় পাই নাই আমরা তো।—
মাণিক বলে চক্ষু খুলে—"কিন্তু যদি কামড়াতো?"

কেলেঙ্কারি

বিয়ে-বাড়ি গিয়ে সেদিন মোদের পাড়ার কেষ্টা,
খেতে ব'সে কেলেঙ্কারি করলে রে ভাই শেষটা।
লুচির থালা শেষ ক'রে ভাই, (ছিলাম মোরা সাক্ষী)
সাবড়ে' দিল রাবড়ি·সে যে·পাঁচটি পোয়া পাক্কি।
কেষ্টা ছোঁড়া এমন পেটুক কেই বা·সেটা জানতো?
করলো সাবাড় যতেক খাবার, ছানার গজা, পান্তো।
শেষ এমন হাল হ'ল তার, যতই করে চেষ্টা,
আসন ছেড়ে উঠতে নারে পাড়ার পেটুক কেষ্টা।
নাক দিয়ে তার শ্বাস বহে না, মুখেতে নাই শব্দ,
বিয়ের ভোজে এসে এবার বেজায় হ'ল জব্দ।
ওজন বুঝে ভোজন নাহি করতে গিয়ে হায় রে,
কেষ্টা বুঝি শেষটা এবার যমের বাড়ি যায় রে!
পেটটা হ'ল ঢাকাই জালা, দম হ'ল তার বন্ধ,
শরীর যেন এলিয়ে এল, চক্ষু হ'ল অন্ধ।
ছাদ্‌না-তলায় বর বসেছে, হচ্ছে শুভদৃষ্টি,
এমন সময় হায় রে একি বাধলো অনাসৃষ্টি!
সবাই এল দৌড়ে ছুটে,—সবাই করে জটলা,
বিয়ে-বাড়ির আসর জুড়ে উঠলো দারুণ হল্লা।

পুরুৎ-ঠাকুর চমকে উঠে' থামায় বিয়ের মন্ত্র ;
ঘামলো ভয়ে বরের বাবা, বরের দফা অন্ত।
রসুই-ঘরে বন্ধ হ'ল পোলাও লুচি রান্না,
মেয়ে-মহল শাঁখ থামিয়ে ডাক ছেড়ে দেয় কান্না।
থামলো উলু, হুলুস্থুলু লাগলো চারিপার্শ্বে,
কেষ্টা বুঝি মরলো এবার, বাঁচবে না কো আর সে।
হুতাশ হয়ে মাথায় তাহার বাতাস করে লোকরা,
সবাই বলে, "তাই তো, বুঝি বাঁচলো না আর ছোকরা।"
গলির মোড়ে বৈদ্য ছিল প্রাচীন এবং বিজ্ঞ,
সল্লা ক'রে সবাই তারে আনলো ডেকে শীঘ্র।
দাড়ি নেড়ে, নাড়ী টিপে বলেন তিনি, "তাই তো,
দুইটি বড়ি খাইয়ে দিলে, আর কোনো ভয় নাই তো।"
কনের বাবা ভূষণবাবু ভীষণ রকম ঘাবড়ে'
বলেন, "ওহে কেষ্টপদ, ওরে আমার বাপ রে,
খাও তো যাদু ওষুধ দুটো, এক্ষুনি রোগ সারবে—
সহজভাবে হাঁটা-চলা করতে আবার পারবে।"
কোনো কথাই কেষ্টপদ-র কানেই নাহি যায় রে,
চোখ মেলে না, মুখ খোলে না, শ্বাস ছাড়ে না হায় রে।
নন্দরতন নন্দী সেথায় বন্ধু ছিল ওর সে,
কানের কাছে মুখটি নিয়ে বললে হেঁকে জোর-সে—
"ছোট্ট দু'টি মিষ্টি বড়ি খাও-না ভায়া, লক্ষ্মী,
বাঁচবে তুমি, বাঁচবো মোরা, ঘুচবে সকল ঝক্কি।"
কেষ্টপদ চক্ষু চেয়ে হাসলো এবার মুচকে,
বললে ধীরে ফিস্‌ফিসিয়ে কপাল ভুরু কুঁচকে,
"বড়ি খাবার জায়গা যদি থাকতো পেটে ভাই রে—
আরো দুটো পান্তো খেতাম, সন্দেহ তার নাই রে॥"

সুন্দরী

এক যে আছে সুন্দরী,
(এক এক ক'রে গুণ ধরি।)
ফুট্ ফুট্ ফুট্ জোছ্‌নাতে—
গাইবে সে গান রোজ ছাতে।
শুনতে যদি গিট্‌কিরি,
কেউ দিতে না টিট্‌কিরি।
প্রাণ-কাঁপানো মূর্ছনা,
তুচ্ছ না সে, তুচ্ছ না।
মন-ভোলানো তার রবে,
হার মেনে যায় গর্দভে।
রাঁধতে দিলেও পিছ্‌পা নয়,
করবে যা তার ইচ্ছা হয়।
রাঁধতে গিয়ে রসবড়া,
লঙ্কা ছাড়ে দশ কড়া।
এই তো দাদার বৌভাতে,
রান্না ছিল তার হাতে।
পায়েস রেঁধে শেষ কালে,
পাক্কা দু'সের নুন ঢালে।
এখন শোনো রূপটি গো,
গোল কোরো না, চুপটি গো।
মুখের গড়ন মন্দ নয়,—
হাসছ কি হে, সন্দ' হয়?
মুখটি নিখুঁৎ,—তার মানে,
ভুতুম-প্যাঁচা হার মানে।
রং কি এমন মন্দ আর,—
অমাবস্যার অন্ধকার॥

অসুরের জন্ম

শ্রাবণ-সাঁঝে রাবণ রাজা দশমুণ্ডু নেড়ে
তানপুরাটি বাগিয়ে ধ'রে গান জুড়েছেন তেড়ে।
মনে তাঁহার ভাব জেগেছে, মানছে না আর বাধা,
বারে বারে গান গেয়ে যান "রে-রে মা-মা গা-ধা" ;
শঙ্কা জাগে তান শুনে তাঁর, লঙ্কাপুরী কাঁপে,—
তাল-কানা সব রাক্ষসেরা পালায় লাফে-ঝাঁপে।
ধূম্রবর্ণ কুম্ভকর্ণ অঘোর ছিল ঘুমে,—
চম্‌কে উঠে উল্টে পড়ে খাটের থেকে ভূমে।
ভীষণ গানে বিভীষণের লাগলো কানে তালা,—
ঘাব্‌ড়ে গিয়ে ডিগবাজি খায় রাবণ রাজার শালা।
সূর্পণখা নাকী সুরে বললে, "থামো দাদা—"
রাবণ রাজা গেয়েই চলেন, "রে-রে মা-মা গা-ধা।"
রাবণ রাজার মামা ছিল বজ্রদংষ্ট্র নামে,
"মামা গাধা" শুনতে পেয়ে দেউড়ি-ধারে থামে।
রেগে-মেগে বললে গিয়ে পাকিয়ে গোঁফ-জোড়া,—
"আমায় বলিস্ গাধা বুঝি, ওরে ফাজিল ছোঁড়া ?"
তানপুরাটি ছিনিয়ে নিয়ে মামা সে খিট্‌খিটে,
ধাঁই-ধপা-ধপ্ মারতে থাকে রাবণ রাজার পিঠে।
আচম্‌কাতে এম্‌নি ভাবে পেয়ে মামার সাজা—
হকচকিয়ে থেমে গেলেন গায়ক রাবণ রাজা।
সুর ছেড়ে তাই অসুর হ'লেন জব্দ হয়ে মনে ;
এ-সব কথা কেউ জানে না, নাইকো রামায়ণে॥

ভালই আছেন তালই-মশাই

ভালই আছেন তালই-মশাই
বেয়াই-বাড়ি গিয়ে,—
একটুখানি কাতর শুধু
বাতের ব্যথা নিয়ে।
আর কিছু নয়, সামান্য রোগ,—
অল্পে যেত সেরে,—
বহুদিনের হাঁপানিটা
উঠেছে ফের বেড়ে।
সেটাও তো তাঁর প্রাচীন ব্যাধি,
নেহাৎ মজ্জাগত,
তাতেই কি আর তালই-মশাই
হতেন শয্যাগত ?
পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে
অঙ্গ গেছে প'ড়ে—
তার উপরে পালা ক'রে
ভোগেন কালাজ্বরে।
দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে,—
কম দেখছেন চোখে,
স্বরভঙ্গ হয়েছে তাঁর
প্রলাপ ব'কে ব'কে।
আজকে আবার দেখে এলাম
শ্বাস উঠেছে তাঁরি,—
ভালই আছেন তালই-মশাই
এসে বেয়াই-বাড়ি ॥

পটলবাবুর কন্যাদায়

কোটালপুরের পটলবাবু ভালমানুষ বড়,
হঠাৎ হ'ল বিপদ গুরুতর।
মেয়ের বিয়ে, কথা ছিল বরযাত্রী আসবে জনা-ষোলো,
হায় রে, তবে এ কী ব্যাপার হ'ল ?

সত্তর জন বরযাত্রী হল্লা ক'রে উঠলো এসে পটলবাবুর বাড়ি,
বিপদ হ'ল ভারি।
পটলবাবু ভয়ের চোটে পটল তোলেন বুঝি।
উপায় কিছু পান না তিনি খুঁজি'।
গরিব মানুষ নেহাৎ তিনি, থাকেন গাঁয়ের দেশে,
অনেক ক'রে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন শেষে।

জনা-কুড়ির ব্যবস্থাটা করেছিলেন পাকা,—
নাইকো বেশি টাকা।
কোনো রকম জোগাড় ক'রে শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে
ইচ্ছা ছিল, দেবেন মেয়ের বিয়ে।

সেই রকমই হয়েছিল রফা,—
ষোলোর স্থানে সত্তর জন হাজির হ'ল বরযাত্রী,—
সারলো বুঝি দফা।

ভাগ্নে হরু বললে—"মামা, ব্যস্ত হয়ো নাকো,
তুমি শুধু চুপটি ক'রে থাকো।

বিয়ের ব্যাপার চলতে থাকুক, আমি এদিকটাতে
খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা নিচ্ছি নিজের হাতে।
চিন্তা তুমি ছাড়ো,—
তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যাপার সারো।"

এ ধারেতে বসলো খেতে বরযাত্রী-দলে,
আসর জুড়ে হল্লা হাসি চলে।
রোগা-মোটা, লম্বা-বেঁটে, গুঁপো-টেকো-খাঁদা,
কেউ বা ফাজিল, কেউ বা বাচাল, কেউ বা নিরেট হাঁদা,
হরেক রকম বরযাত্রী বসলো সারি সারি ;
পড়লো পাতে লুচি ও তরকারি।
কুড়ি জনের জন্যে যত লুচি পোলাও তৈরি ছিল ঘরে,
সবার পাতে কিছু কিছু দেওয়া হ'ল ভাগাভাগি ক'রে।
ফুরিয়ে যখন এসেছে তা—এমন সময় হরু
গোয়াল থেকে ছেড়ে দিল সভার মাঝে সবার চেয়ে
দুরন্ত এক গরু।

লেজ উঁচিয়ে, শিং বাঁকিয়ে আসলো গরু তেড়ে—
"ও বাবা রে, ফেললে বুঝি মেরে—"
খাওয়া ফেলে সবাই পালায়, গরুর গুঁতোয় অক্কা পাবে পাছে ;
হরু তখন চেঁচিয়ে বলে—"বসুন, বসুন, দই-সন্দেশ আছে।"
শুনবে কে আর হরুর কথা, গরুর তাড়া খেয়ে
একেবারে উঠলো সবাই ইষ্টিশানে যেয়ে।
এদিকেতে হয়ে গেল মেয়ের বিয়ে শুভ-লগ্ন দেখে,
পটলবাবু বেঁচে গেলেন কন্যাদায়ের থেকে।
হাসতে হাসতে হরু,
গোয়ালঘরে আটকালো ফের দুরন্ত সেই গরু॥

দুলাল পালের ছেলে

দুলাল পালের ছেলে ভুলাল সব কাজে তার ভুলটি—
কাল্না যেতে টিকিট কিনে হাজির হ'ল কুলটি।
মাসির বাড়ি যেতে গয়ায়, কাশীর পানে ছুটলো,
মামার বাড়ি গিয়ে ভুলে চামার-বাড়ি উঠলো।
বই-বগলে এই তো সেদিন যাচ্ছিল সে ইস্কুল,
হারাধনের গোয়াল-ঘরে পৌঁছে গেল বিল্কুল।
মাঠের থেকে আনতে গরু ভুলাল গেল দৌড়ে,—
গলায় দড়ি বেঁধে আনে শ্যাম-গয়লার বৌ-রে।
রাতের বেলায় চোর ভেবে সে আচ্ছা ক'রে পাকড়ে',
অন্ধকারে ছায় ফাটিয়ে ঠাকুরদাদার টাক রে!
দুলাল বলে—"পুকুর থেকে মৎস্য ধ'রে আন্ তো।"
ভুলাল আনে মনের ভুলে কেউটে ধ'রে জ্যান্ত।
তামাক সেজে আনতে ভুলে—সপ্তাহেতে চারদিন,
মনের ভুলে হুঁকোর খোলে আনবে ঢেলে তার্পিন।
কুটুম এল,—দুলাল হেঁকে বললে তাদের সাম্নে—
"ছাগল কিনে আন্ তো ভুলাল, তিনটি টাকা দাম নে।"
ভুলাল গেল বাজার-মুখো,—কুটুম ব'সে থাক্ রে,—
সন্ধ্যা-বেলা আনলো ভুলাল কুকুর-ছানা পাকড়ে'।
খাবার সময় ঘুমায় ভুলাল, ব্যস্ত সবাই তাইতে;
ঘুমের বেলা মনের ভুলে ভুলাল চলে নাইতে।
গ্রীষ্মকালে লেপ-কম্বল জড়িয়ে রাখে গাত্রে;
ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কাটে শীতের দিনে রাত্রে।
মনের ভুলে ঘরের চালে ভুলাল লাগায় অগ্নি,
বেড়াল ভেবে বোনকে ঠ্যাঙায়, চ্যাচায় ব'সে ভগ্নী।
ক্ষীরের সাথে নুন মেখে খায়, মাছের ঝোলে মিষ্টি,
পিঠের সাথে লঙ্কা মাখে,—নাই কিছুতেই দৃষ্টি।

সবাই বলে—কঠিন ব্যামো, কেমন ক'রে সারবে ?
বৈদ্য হাকিম হদ্দ হ'ল ; ওঝায় কত ঝাড়বে !

সেদিন ভারি মজার ব্যাপার,—দৈ ভেবে সে রাত্রে
চুনের ভাঁড়ে চুমুক দিল অন্ধকারে হাতড়ে'।
বাপ্‌রে সে কি রাম-জ্বলুনি ; উঃ কি ভীষণ তেষ্টা !
কেরোসিনের তেল নিয়ে সে ফেললে গিলে শেষটা।
রাম-ছাগলের নাচ দেখেছো ? ম্যাড়ায় নাচে যেম্‌নি—
হাত-পা তুলে তিড়িং তিড়িং নাচলো ভুলাল তেম্‌নি।
সেদিন থেকে ধরলো ওষুধ, ব্যাপার হ'ল উল্টা,—
ভুলাল পালের রোগ সেরেছে, ভাঙলো মনের ভুলটা॥

অপরূপ-কথা

এক যে ছিল রাজার ছেলে, তার ছিল এক তলোয়ার,
ধার ছিল না একটুও তার, তোমরা যতই বলো আর ;
সেই তলোয়ার ঘুরিয়ে
রঙিন নিশান উড়িয়ে,
ঠ্যাং-খোঁড়া এক ঘোড়ায় চ'ড়ে চলত কুমার হুঁশিয়ার,
অবাধ, স্বাধীন ঘোরার নেশায়—মনটা হ'ত খুশি তার।

উধাও হয়ে ছুটত ঘোড়া,—কোথাও যেতে মানা নাই,
পঙ্ক্ষীরাজের সামিল সে যে, কিন্তু পিঠে ডানা নাই ;
গ্রীষ্ম, বাদল, কি শীতে,
সকাল দুপুর নিশীথে,
খেয়াল-মত চলত কুমার যেথায় খুশি অনিবার,
মানত না সে ত্র্যহস্পর্শ, বারবেলা কি শনিবার।

একদিন এক জ্যোৎস্না-রাতে—চাঁদ ওঠে নি আকাশেই,
ধু-ধু করে তেপান্তরের প্রান্তখানি ফাঁকা সেই ;
কী দেখেছে স্বপনে,
রাজার কুমার গোপনে
গহন রাতে ছাড়ল পুরী, কেউ পেলে না দিশা হায়,
হু-হু ক'রে ছুটল ঘোড়া রাজকুমারের ইশারায়।

রাজার কুমার শ্রান্ত যবে হাজার যোজন চলাতে,
থামল এসে অচিন দেশে প্রাচীন অশথ-তলাতে ;
সেই অশথের বুকেতে
বসত করে সুখেতে
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরা, সাত সাগরের সীমানায়।
বললে, "ছি, ছি, রাজকুমারে গাছের তলে কি মানায় !"

রাজার কুমার অবাক হয়ে গাছের পানে তাকাতেই
দেখলে ছুটি আজব পাখী উচ্চ গাছের শাখাতেই ;
বললে কুমার—"তোরা কে ?
আমায় এবং ঘোড়াকে—
একটু যদি পথের খবর বলতে পারিস্ এখানেই,—
বড়ই তবে কৃতার্থ হই, কিছুই হেথা দেখা নেই।"

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরা সঙ্গোপনে ছুটিতে—
বললে—"আছে রাজার মেয়ে রাক্ষসদের কুঠিতে ;
দেখতে বিকট তাহারা,
দিচ্ছে সদাই পাহারা,
সন্ধ্যা-বেলায় কেউ থাকে না—যাও যদি ঠিক বুঝিয়া—
অনায়াসেই পাবে সেথায় রাজকন্যায় খুঁজিয়া।"

ঠ্যাং-খোঁড়া সেই ঘোড়ার চ'ড়ে ঠিক সন্ধ্যা-বেলাটায়,
হাজির হ'ল রাজার ছেলে রাক্ষসদের এলাকায় ;
রাজপুত্রে শাসাতে
কেউ ছিল না বাসাতে,
রাজকুমারীর সাথে হ'ল রাজকুমারের পরিচয়,—
মালা বদল ক'রে তাদের হ'ল গোপন পরিণয়।

ফিরে এল রাজার কুমার নিজের দেশে পুলকে,—
বৌকে দেখে চৌদিকেতে ঠাট্টা করে কু-লোকে ;
"ওমা, ওমা একি রে—
আজব ব্যাপার দেখি রে,
রাজকুমারীর হাত ছুটো নেই"—সবাই বলে আসিয়া ;
"আমারো তো ঠ্যাং ছুটি নেই,"—কুমার বলে হাসিয়া ॥

বাবর শা' ও মাকড়-শা

বসেছিল 'হিস্ট্রি' নিয়া,
হঠাৎ হ'ল হিস্টিরিয়া,
উঠল পাকু কেঁপে,
আঁৎকে উঠে, কুঁচ্‌কে ভুরু,
আবোল-তাবোল বকতে সুরু,—
উঠল যেন ক্ষেপে।

দৌড়ে এল পাকুর দাদা,
বাবা, কাকা, ঠাকুরদাদা,
সবাই দিশেহারা ;
হঠাৎ পাকুর কী হ'ল রে।
ঘুরল মাথা কেমন ক'রে ?
ব্যাপার কেমনধারা ?

কেউ ঢালে জল মাথায়-ঘাড়ে,
কেউ বা হাওয়া করছে তারে,
ব্যস্ত হ'ল সবে ;
কারণ কিছুই যায় না বোঝা,
'হিস্ট্রি' সে তো বেজায় সোজা,
এমন কেন হবে ?

"বাবর শাহ ইতিহাসে
আজকে ছিল পড়া ক্লাসে—"
পাকুর দাদা বলে,
"তাতেই বা কি ভয়ের অত,
ভালো ছেলে পাকুর মত
নাইকো তাদের দলে।"

হঠাৎ পাকু আঙুল দিয়ে
পুঁথির পানে দেয় দেখিয়ে,—
সবাই দেখে চেয়ে,
'বাবর-শা' নয়—ইতিহাসে
শুঁড় নাড়ে এক মাকড়শা সে
পুঁথির পাতা বেয়ে।

"বাবর শাহের পড়ার পাতে
ঠাঁই নিয়েছে মাকড়শাতে,
ফেললে বুঝি ছুঁয়ে!"
এই না ব'লে আবার ছেলে
পড়ার টেবিল উল্‌টে ফেলে'
ডিগবাজি খায় ভুঁয়ে॥

ঘুঘুরামের সিদ্ধিলাভ

পালোয়ান ঘুঘুরাম শুয়ে ছিল দাওয়াতে,
চোখ তার ঢুলুঢুলু ভাং বেটে খাওয়াতে।
হারুদের দারোয়ান, পালোয়ান নেহাত-ই,
খাসা তার বপুখান, ভাষা তার দেহাতী।
ভয় পেলে তোত্‌লায়, কথা যায় জড়িয়ে;
একটু সময় পেলে নেয় খালি গড়িয়ে।
কাজ নেই আজ তার, বাবু নেই বাড়িতে,
চ'লে গেছে কলিকাতা সন্ধ্যার গাড়িতে।
ঘুঘুরাম তাই আজ ভাং খেয়ে চুটিয়ে,
শুয়েছে দাওয়ার 'পরে দেহ তার লুটিয়ে।

ঝুরু-ঝুরু হাওয়া বয়, খাওয়া হ'ল প্রচুরই,
মোটা মোটা রোটা আর মুচ্‌মুচে কচুরি।
মাঝে মাঝে মোচে তার তা-ও দেয় দু'হাতে,
ভাং খেয়ে, মনে তার রং ধরে উহাতে।
হারুরা বাড়িতে নেই, চ'লে গেছে তাহারা,
ঘুঘুরাম একা তাই দেয় বাড়ি পাহারা।
সহসা ঘুমেতে তার চোখ এল জড়িয়ে,
নাক ডাকে খাটিয়াতে দেহখানা ছড়িয়ে।
নাক ডাকে ঘুঘুরাম, বাঘ ডাকে যেন রে,—
ঘর-দোর কেঁপে ওঠে মনে হয় হেন রে।
সহসা ঘুঘুর ঘুম ভাঙে রাত দু'পরে,
দেখে দুটো ভাঁটা চোখ দাওয়াটার উপরে।
কালো-সাদা দাগ গায়ে প'ড়ে গেল নজরে,—
'বা-বা-বা-বা বাঘ' ব'লে তোত্‌লায় সজোরে।
নিঝুম নিথর গ্রাম, কেউ নাই জাগিয়া ;
ঠকাঠক্ কাঁপে ঘুঘু দাঁতে দাঁত লাগিয়া।
থাবা ঘসে বাঘা ব'সে তেজ তার ভারি যে—
গুঁড়ি মেরে কাছে আসে লেজ তার নাড়ি' যে।
কাঁপা-গলা চাপা সুরে ঘুঘু বলে কাতরে—
"দো-দো-দো-দোহাই বাঘা, বনে ফিরে যা তো রে,—
আমি মা-মানুষ নই, আমি ঘুঘু পাখী তো,
পিঁজরায় ব'সে আমি 'ঘু-ঘু-ঘু-ঘু' ডাকি তো—"
কে শোনে ঘুঘুর কথা, রক্ষা কি আছে রে?
গুটি গুটি আসে বাঘা খাটিয়ার কাছে রে।
ঘুঘু চায় মিটিমিটি, কোথা আর পালাবে,
আরো যদি কাছে আসে লাঠি তার চালাবে।
আরে একি, বাঘা দেখি ভর দিয়ে দু'পায়ে,
কাছে এসে অবশেষে নাচে নানা উপায়ে!

খায় কভু ঘুরপাক্ ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ আওয়াজে,
তার পর স্থরু হয়ঃ ডিগবাজি খাওয়া যে।
ঘুঘুরাম হেসে ওঠে দেখে' কেরামতি রে,
বাঘ বটে, তবু সেটা স্থরসিক অতি রে।
সারা রাত কেঁদো-বাঘ নেচে-কুঁদে চেঁচায়ে
এখন ঘুমায় প'ড়ে লেজখানি পেঁচায়ে।
প্রভাতের ঝির্‌ঝিরে বায়ু গায়ে লাগিয়া,
সিদ্ধির ঘোর কাটে, ঘুঘু ওঠে জাগিয়া।
চেয়ে দেখে পাশে তার শুয়ে আছে হুলোটা,
সারা গায়ে লেগে আছে কাদা আর ধুলোটা।
পাশে তার প'ড়ে আছে সিদ্ধির বাটি যে,
এইবার ঘুঘুজীর মনে পড়ে খাঁটি যে—
বাঘ নয় হুলো ওটা,—সিদ্ধির আমেজে,
বাঘ তারে ভেবে ভয়ে সারা রাত ঘামে যে।
হুলোটাও বাটি চেটে, নেশা তার ধরেছে—
তারি ঝোঁকে সারা রাত নেচে-কুঁদে মরেছে।
এখন ঘুমায় প'ড়ে স্থখে মুখ গুঁজিয়া,
হেসে ওঠে ঘুঘুরাম ব্যাপারটা বুঝিয়া॥

দাদুর খেয়াল

কাল্‌কে রাতে কল্‌কাতাতে কল্‌কে হাতে নিয়ে—
হারিয়ে গেল কোথায় দাদু তামাক খেতে গিয়ে।
এ-ঘর ও-ঘর সবাই খুঁজি,
আঁদাড়-পাঁদাড়, গলি-ঘুঁজি,
রাস্তা-পাশের আঁস্তাকুড়ে, আস্তাবলের কাছে,
সবাই মিলে খুঁজি, যেথায় সম্ভাবনা আছে।

কোথায় দাদু? কোথায় দাদু?—নাতনী এবং নাতি,
সবাই মিলে খোঁজার নেশায় উঠছি যেন মাতি';
দিদিমা সে আন্নাকালী,
ভয়েই লাগান কান্না খালি,
মানুষটা যে কোথায় গেল! ভূতের ব্যাপার নাকি!
"দাদু, দাদু"—ব'লে সবাই করছি ডাকাডাকি।

খুঁজে খুঁজে শেষের রাতে পেলাম খাটের তলে;
মুচকি হেসে তখন দাদু মোদের ডেকে বলে,—
"তোদের বুড়ী দিদিমা যে
মরতে বলে সকাল-সাঁঝে,
সত্যি কি না লুকিয়ে থেকে জেনে নিলাম ছলে,
আন্নাকালীর কান্না শুনে প্রাণটা গেল গ'লে॥"

পৌষ-পার্বণ উৎসব

পিঠে পিঠে পিঠে,—
ভাবছি যতই খাবার কথা
লাগছে ততই মিঠে ;
পিঠে পিঠে পিঠে।
ঐ চড়েছে রসের ভিয়ান,
আসছে রসের ছিটে ;
পিঠে পিঠে পিঠে।
নলেন গুড়ের সৌরভে আজ
মশগুল যে ভিটে ;
পিঠে পিঠে পিঠে।
ক্ষীর-নারিকেল লাগবে আরো ?
নিয়ে যা হাতচিঠে ;
পিঠে পিঠে পিঠে।

কম খেলে আজ হবে রে ভাই
মেজাজটা খিটখিটে ;
পিঠে পিঠে পিঠে।
পুসি বিড়াল পাতছে আড়ি,
চোখ দুটো মিট্‌মিটে ;
পিঠে পিঠে পিঠে।
এই রে, কেন তাড়িয়ে দিলি
একখানা থান-ইঁটে ?
পিঠে পিঠে পিঠে।
রসপুলি আর গোকুল-চসির
রস যে গিঁটে গিঁটে ;
পিঠে পিঠে পিঠে।

পিঠের লোভে হল্লা করে
কাকগুলো ডানপিটে ;
পিঠে পিঠে পিঠে।
শীতের ভোরে ঠাণ্ডা হাওয়ায়
হাত-পা হ'ল সিঁটে ;
পিঠে পিঠে পিঠে।
রসের কড়াই নামাও এবার,
গুড় যে হ'ল চিটে ;
পিঠে পিঠে পিঠে ॥

অসম্ভব ?

আরে আসুন লেখক মশাই, কী লিখেছেন ত্থাখান তো,
কী বলছেন ? হাতে হাতেই টাকাটা চাই একান্ত ?
আমরা মশাই ব্যবসা করি, আপনি করেন সাহিত্য,
মোদের ঘাড়ে পড়ে গিয়ে প্রচার করার দায়িত্ব।
আপনারা ছাই লিখেই খালাস, আমরা পড়ি ঠ্যালায় যে,
চক্ষু ওঠে চড়কগাছে লাভ খতাবার বেলায় যে।
তবু জানি বাংলা দেশে সাহিত্যিকের অভাবটা,
তার সঙ্গে কিছু কিছু জানি তাদের স্বভাবটা।
হিজিবিজি আঁচড় টেনে মোদের এনে দেখায় যে !
মুণ্ডু মাথা, ভস্ম যা-তা থাকে তাদের লেখায় যে।
দায়ে প'ড়েই কিনতে তা হয়, চক্ষু-লজ্জা নেহাৎ তো,
পারত্ পক্ষে লেখা কারো করি না আর বেহাত তো।
শূন্য হাতে আপনাকেও ফেরাবো না এবারটা ;
কঠিন হ'লেও, নিচ্ছি ঘাড়ে প্রকাশ করার সে ভারটা।

এখন বলুন কত টাকায় ছাড়তে পারেন এ বইটা ?
উচিত মূল্য বলেন যদি, নগদ টাকায় দেবই তা।
কী বললেন ? পঁচিশ টাকা ? তাক্ লাগালেন মশাই যে,
সাহিত্যিকের ছদ্মবেশে আপনি দেখি কসাই যে।
বইটা আমার নিতেই হবে, এমন কি আর গরজটা ;
আচ্ছা দাঁড়ান হিসেব করি, পড়ল কত খরচটা।
চারটি আনার কাগজ খরচ, মিথ্যে করেন রহস্য,
নিভ ও কালি পয়সা চারি, এর বেশি নয় অবশ্য।
অসম্ভব এ টাকার দাবী সাহিত্যিকের মানায় কি ?
চোরাবাজার চালান বুঝি ? খবর দেব থানায় কি ?

লালচে ফড়িং সবুজ পাতায়

লালচে ফড়িং সবুজ পাতায়
এক নিমেষে
বসলো এসে
দেখতে পেলাম কলিকাতায়।
দশটা বেলা,
রই একেলা,
সারা শহর রৌদ্রে তাতায়।
রাস্তা দিয়ে
হন্‌হনিয়ে
চলছে লোকে ঝোঁকের মাথায়।
সামলে কোঁচা—
ছুটছে চোঁ-চাঁ,
আঁকড়ে ধ'রে ছত্র-ছাতায়।

সদলবলে
আপিস চলে—
পিষ্ট যত কাজের যাঁতায়।
ফড়িং আসে
পাতার পাশে,
কেউ তো ফিরে দেখছে না তায়।
জান্‌লা ধারে
তাই এবারে
লালচে ফড়িং আমায় মাতায়।
নই যে আমি
আপিস-গামী,
তাইতো ব'সে কাব্য-গাথায়
ফড়িং ওড়ে
পুলক ভরে
লিখছি সেটা আমার খাতায়॥

আটটি আনা পয়সা

আটটি আনা পয়সা ছিল
খোকন বাবুর ট্যাঁকে,
তাই নিয়ে সে ঘুমের মাঝে
স্বপ্ন কত ছাখে।
রথের মেলায় কিনবে গাড়ি,
খেলনা কত রং-বাহারী,
লাট্টু, লাটাই, মণ্ডা-মেঠাই
কিনবে মনের সাধে,
দুপুর বেলা ঘুমের ঘোরে
হাসছে সে আহ্লাদে।
এমন সময় বাহির পথে—
"চাই চানাচুর" শব্দ হ'তে
ঘুম ভেঙে যায় খোকন বাবুর,
মানলো না আর মানা,
আটটি আনা পয়সা দিয়ে
আনলো কিনে 'চানা'॥

অদ্ভুত কারবার

অদ্ভুত কারবার।
দাদা যায় গাধা চ'ড়ে
'ডায়মন হারবার।'
তিন মণ দেহ তার
লাগে ভারি ভারভার।
গাধা ব্যাটা বাধা পেয়ে
ঠ্যাং ছোঁড়ে বারবার।
দাদা ভাই লোক নয়
কারো ধার ধারবার।
মাঝে মাঝে ভান করে
পিঠে ছড়ি ঝাড়বার।
গাধার ক্ষমতা নাই
দেহটুকু নাড়বার।
উল্‌টিয়ে ডিগবাজি
খেল দাদা চারবার।
গতিক হ'ল যে তার
নাড়ীটুকু ছাড়বার।
ফন্দি করেছে গাধা
দাদাটিকে মারবার।
তবু দাদা চলে আজ
'ডায়মন হারবার।'
অদ্ভুত কারবার॥

রামার কাণ্ড

আসুন, আসুন বটুকবাবু, কী সৌভাগ্য আমার।
ওরে রামা কোথায় গেলি? সাড়া যে নাই রামার।
ওরে রামা চা ক'রে আন্, হাঁ, বল্‌ছি আবার,
বটুকবাবু হেথায় এলেন, আন্ কিছু জলখাবার।
বসুন, বসুন বটুকবাবু, শুভাগমন ভোরেই,
মহামান্য অতিথি আজ এলেন আমার দোরেই।
সিমলা থেকে এলেন কবে? ভালো তো সব খবর?
স্বাস্থ্য দেখি ফিরেছে বেশ, মোটা হলেন জবর;
চালের কি দর? কাপড়-চোপড় পাওয়া কি যায় প্রচুর?
মোদের কথা বলবার নয়, ব্যবস্থা সব কচুর।
কোনো রকম প্রাণটা নিয়ে বেঁচে আছি মশাই,
আধ-পেটা আর আধ-কাপড়ে দেখুন না কী দশাই!
একমাত্র ভেজাল খাঁটি, আর যে ঝুঁটো সকল,
ডামাডোলে ঘুলিয়ে গেছে আসল এবং নকল।
খাদ্যে ভেজাল, পথ্যে ভেজাল মেশাচ্ছে সব ইতর,
হুঁকোর জলের গন্ধ আসে ডাবের জলের ভিতর।
এবার ধোপে টিক্‌লে বাঁচি, অবস্থা যা আয়ের,—
আরে রামা কোথায় গেলি? ব্যবস্থা কর্ চায়ের।
এই যে রামা চা এনেছিস্! আসুন্, বটুক গোসাঁই,—
জীবন-নাটক হয়েছে আজ প্রহসন যে মশাই।
এই মরেছে,—ওরে রামা, চায়ে গন্ধ কিসের?
হ্যাক্ থু রামো, সক্রেটিসের এযে ভাণ্ড বিষের!!
বটুকবাবুর আসছে বমি,—দামড়া, পাঁঠা, ছাগল,—
হদ্দ বোকা, লাগাস্ ধোঁকা, করলি আমায় পাগল!
কী বললি? চা ছেঁকেছিস্ মোজা দিয়ে আমার!!
হারামজাদা, বেকুব হাঁদা, গবেট্-গাধা, চামার!

কইব কত দুখের কথা, সইব কত ধকল,
নতুন মোজা নষ্ট ক'রে পণ্ড করিস্ সকল ?
হতচ্ছাড়ার ভঙ্গী দেখে যাচ্ছি ক্রমে চ'টেই,
এ্যাঁ কী বলিস্ ? নতুন মোজায় হাত দিস্‌নি মোটেই ?
আর-বছরের নোংড়া-ছেঁড়া বাতিল-করা মোজায়—
চা ছেঁকেছিস্ ? গন্ধ যে তাই আসছে চায়ে সোজায়,
বটুকবাবু, করুন ক্ষমা, কী করব মশাই,
ইচ্ছা করে ভণ্ড ব্যাটার মুণ্ডুটা আজ খসাই ;
গরম চায়ে চুমুক দিয়ে মেজাজ হ'ল গরম,
রামায় নিয়ে চিরটা-কাল সুখেই আছি পরম ॥

অপরাধ

মাগো !
খুব ভোরে আজ ঘুম ভেঙে গেল—তাই তাড়াতাড়ি উঠে
কি জানি কি ভেবে দোর খুলে আমি, বাহিরে গেলাম ছুটে ;
মাচায় ঝোলানো লোহার খাঁচাটি খুলিয়া দিলাম ধীরে,
উড়ায়ে দিলাম ভোরের আলোয় পোষা সে ময়নাটিরে—
ভাবি নাই আগু-পিছু—
ময়না উড়ায়ে বল বল মাগো, দোষ কি করেছি কিছু ?

মাগো !
তখনো রোদের ঝাঁঝ বাড়ে নাই,—দেখিলাম আঁখি মেলে,
দুয়ারে দুয়ারে কেঁদে কেঁদে ফেরে দুখীদের এক ছেলে ;
গায়ে জামা নাই কেঁপে মরে তাই পউষের হিম বায়ে,—
আমার গায়ের চাদরখানিরে জড়ালাম তার গায়ে ;
ভাবি নাই আগু-পিছু—
আমার চাদর তারে দিয়ে মাগো দোষ কি করেছি কিছু ?

বনের ময়না বনে উড়ে গেছে—মাগো তার কথা ভোলো,
আমাদের তা'তে ক্ষতি নাই কিছু, ওর ঢের লাভ হ'ল।
দুখীর ছেলেরে চাদর দিয়েছি, মাগো সেই কথা শোনো,
আমার চাদর দুইখানি আছে—ওর কাছে নাই কোনো।
ভাবি নাই আগু-পিছু—
দোষ যদি হয় মাথা পেতে নে'ব—শাস্তি যা দেবে কিছু ॥

আমি দেখেছিলাম

আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে—
তিসির ক্ষেতে পথ গিয়েছে বেঁকে,
কৃষ্ণচূড়া খোঁপায় প'রে
চলছে মেয়ে গরব-ভরে—
কলস কাঁখে
নদীর বাঁকে—
যেথা টুপ্‌টুপিয়ে মহুয়া ফুল ঝরছে পেকে পেকে;
আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে।

সূর্য তখন অস্তাচলে চলে,
পলাশ-বনে রঙের মশাল জ্বলে,
মহিষ চ'ড়ে চলছে ছেলে—
দেখছে আমায় নয়ন মেলে,
হাতের বাঁশি
সুরের রাশি
যেন হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল আমায় দেখে দেখে;
আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে।

ঢালু পথের মেহেদী-বন ছাড়ি'
মরা-নদীর চড়ায় নামে গাড়ি,
বালুর চড়ায় চলছে ডুলি—
বেহারাদের শুনছি বুলি,
ডুলির মাঝে
সেদিন সাঁঝে
চলে ছোট্ট মেয়ে শ্বশুরবাড়ি মাথায় সিঁদুর মেখে ;
আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে।

সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে আসে ক্রমে,
পাহাড়-তলে আঁধার আসে জ'মে ;
শালের বনের আড়াল থেকে
শেয়ালগুলো উঠল ডেকে,
এমন ক্ষণে
পূব-গগনে
জাগে শুক্লা একাদশীর শশী সকল আঁধার ঢেকে ;
আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে।

মাদার-তলার আঁধার ফাঁকে ফাঁকে
আলো-ছায়ার আল্‌পনা কে আঁকে ?
পথের-পাশের পাথরকুচি—
ফুল ধরেছে গুচ্ছি গুচ্ছি,
তারই ধারে
মেথির ঝাড়ে
কত জোনাক্ মেয়ে আলোর প্রদীপ যাচ্ছে রেখে রেখে ;
আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে।

শান্ত-নিবিড় কুটীরগুলির পাশে
এবার আমার গরুর গাড়ি আসে ;
ছায়ার মত ছেলের দলে
মাদল বাজায় গাছের তলে,—
শীতল ছায়ে
তাদের গায়ে
সাদা চাঁদের আলোর উল্‌কি কে যে দিচ্ছে এঁকে এঁকে ?
আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে।

আধো-আঁধার পলাশ-ডাঙা গাঁয়ে
কে চলে আজ আল্‌তো পায়ে পায়ে ?
কে গেছে আজ পাহাড়-তলে—
ঘর ফেরে নি সন্ধ্যা হ'লে,
জননী যে
খুঁজছে নিজে,
আহা ছেলের তরে আকুল হয়ে ফিরছে ডেকে ডেকে ;
আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে ॥

পতাকা-উত্তোলন

হের হের সবে মহা গৌরবে
পতাকা-উত্তোলন,
এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
কিশোর-কিশোরীগণ।
গৈরিক-শ্বেত-হরিতে রঙীন,
মাঝেতে অশোক-চক্রের চিন্‌,
মহাভারতের প্রতীক স্বাধীন—
এ পতাকা অনুখন ;
এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
কিশোর-কিশোরীগণ।

গৈরিক রং 'ত্যাগ-সংযম'
করিতেছে ইঙ্গিত,
শুভ্র বর্ণে 'শান্তি-সত্য',
সকলের যাতে হিত।
সবুজ বর্ণ হের বারবার—
'নিষ্ঠা-সাহস' করিছে প্রচার,
অশোক-চক্র গতি দুর্বার
দুর্গতি-বিনাশন ;
এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
কিশোর-কিশোরীগণ।

এই সে পতাকা—যারে একদিন
বর্বর, শয়তান—
দলেছিল পায়ে, আগুনে পোড়ায়ে
করেছিল অপমান।

এই সে পতাকা, মুরতি যাহার
সহিতে না পারি' শাসকেরা আর
আইনের ফাঁদে টুঁটি টিপিবার
করেছিল আয়োজন ;
এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
কিশোর-কিশোরীগণ।

এই তিনরঙা পতাকার মাঝে
লুকানো যে ইতিহাস,
ছড়ানো যে-সব গৌরব-গাথা,
জড়ানো যে বিশ্বাস,
তুলনা তাহার মিলিবে কোথায় ?
কত আঁখিজল ও-রঙে শুকায়,
কত রক্তের ঢেউ বয়ে যায়,
কে করে তা বর্ণন ?
এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
কিশোর-কিশোরীগণ !

এ পতাকা ধ'রে সহে কত ক্লেশ
ভারতের সন্তান,
কত নরনারী বরিল মরণ
রাখিতে ইহার মান।
ধ্বংস হয়েছে কত পরিবার,
স্ফুরণ হ'ল না কত প্রতিভার,
মর্যাদা দিতে এই পতাকার
করিল মৃত্যুপণ ;
এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
কিশোর-কিশোরীগণ।

বিদেশী শাসক দূরে অপগত,
শোষণের হ'ল শেষ,
সিংহের সাথে সংগ্রাম ক'রে
মোরা ফিরে পেনু দেশ।
জয় নেতাজীর, মহাত্মাজীর,
জয় জয় যত দেশ-কর্মীর,
মৃত্যু বরিল যত যত বীর,
গাহ জয় আজীবন ;
এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
কিশোর-কিশোরীগণ।

এই পতাকার তলে আমাদের
মলিনতা ঘুচে যাক্,
এ তিন-রঙের মহিমার জ্যোতি
অন্তরে জেগে থাক্।
সত্য-ন্যায়ের হব সৈনিক,
হব সংযমী, হব নির্ভীক,
শান্তির বাণী ঘোষি' চারিদিক্
করিব আন্দোলন ;
এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
কিশোর-কিশোরীগণ।

এসো করি পণ, ভাই-বোনগণ,
রাখিব ইহার মান—
এই পতাকার মর্যাদা দিতে
করিব জীবন দান।
এদেশ হইবে সবার প্রধান,
গুণে মানে আর জ্ঞানে গরীয়ান,

দেশে দেশে এই মুক্তি-নিশান
পাবে অভিনন্দন ;
এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
কিশোর-কিশোরীগণ ॥

আমরা কিশোর শান্তি-সেনা

আমরা কিশোর শান্তি-সেনা, ভ্রান্তি-নাশার দল,
ঘুচিয়ে দেব এই দুনিয়ার সকল অমঙ্গল।
নূতন-ব্রতে দীক্ষা নিয়ে করব রে যাত্রা,
যাব, যাব শ্যাম-মালয়ে, যাভা-সুমাত্রা,
চীন-জাপানের কিশোর দলে ভিড়ব অবিরল ;
শান্তি-সেনার দল।

করব মোরা কঠোর শপথ, গড়ব নূতন পথ,
চেতন-আনা কেতন নিয়ে ছুটবে মোদের রথ।
আত্মঘাতী যে-সব জাতি স্বার্থেতে অন্ধ,
তাদের দেশে আনব মোরা আনন্দ-ছন্দ ;
রুখব তাদের, চাইছে যারা আনতে রসাতল ;
শান্তি-সেনার দল।

আমরা কিশোর, চলব মিশর, আরব, সিরিয়ায়,
রাশিয়া আর মাঞ্চুরিয়ায় মন যে যেতে চায় ;
ট্রান্সজর্ডন, প্যালেস্টাইন, তুর্কি, পারস্য,
ফিলিপাইন, ফরমোসাতে ঘুরব অবশ্য ;
চলব মোরা সায়াম, এনাম, ব্রহ্ম ও সিংহল ;
শান্তি-সেনার দল।

করতে যদি হয় আমাদের আত্মবিসর্জন,
স্বার্থ-হারা আদর্শবাদ করব না বর্জ্জন,
সব-এশিয়ার কিশোর মিলে গড়িব সঙ্ঘ,
মরণ বরণ ক'রেও ব্রত করব না ভঙ্গ,
জ্বালব ধরায় প্রীতির আলো, প্রেমের হোমানল,
শান্তি-সেনার দল।

কামান-গোলা, অ্যাটম্-বোমা মোদের তরে নয়,
ধ্বংস তারা করতে পারে, করতে পারে ক্ষয়,
আমরা যে চাই নূতন ক'রে দুনিয়া গড়তে,
অমৃত ফল আনতে যে চাই এই মৃত মর্ত্যে,
চাই ঘুচাতে হিংসা-দ্বেষের উগ্র হলাহল,
আমরা কিশোর শান্তি-সেনা, ভ্রান্তি-নাশার দল !

জাগে রে কিশোর জাগে

প্রাচীন যখন ঘুমায় আঁধারে,
কিশোর আলোকে জাগে,
প্রাচীন যখন পিছনে হাঁটিবে
কিশোর ছুটিবে আগে।

প্রাচীনে কিশোরে হবে রেষারেষি,
দূরের পাড়িতে কার দম বেশি,
প্রাচীন সে হায় প্রতিযোগিতায়
প'ড়ে রবে বহু পাছে,
কিশোর তখন দূর-পাল্লায়
বাজি-মাৎ করিয়াছে।

প্রাচীন যখন বিধি ও নিষেধে
আপনারে সদা রাখে ধ'রে-বেঁধে,
কিশোর তখন গণ্ডি ভাঙিয়া
চ'লে যাবে অনায়াসে,
প্রাচীন যখন হতাশায় কাঁদে
কিশোর তখন হাসে।

প্রাচীন যখন মরণের ভয়ে
থরোথরো কাঁপে জড়সড় হয়ে,
কিশোর তখন হাসিয়া দাঁড়ায়
মৃত্যুর মুখোমুখি,
প্রাচীন যখন প্রতিকূলে যায়,
কিশোর দাঁড়াবে রুখি'।

প্রাচীন যখন প্রাচীর তুলিবে
কিশোর তখন দুয়ার খুলিবে,
প্রাচীন যখন বিভেদ ঘটাবে,
অপরে রাঙাবে আঁখি,
কিশোর তখন বিলাবে সবারে
মিলনের রাঙা-রাখি।

প্রাচীন যখন ভাঙে হেলা ভরে,
কিশোর তখন নব-ছাঁদে গড়ে,
প্রাচীন যখন ঘরে দ্বার রুধি'
রহে অতি সাবধানে,
হুঁশিয়ার যত কিশোর তখন
সারা দুনিয়ারে টানে।

প্রাচীন-কিশোরে ঘন-সংঘাতে
বন্যা আসিবে নব-গঙ্গাতে,
নব-ভগীরথ শঙ্খ বাজায়
শোনো ঐ দূরে দূরে,
ভারতের যত কিশোর কিশোরী
নাচে সেই সুরে সুরে।

জাগে রে কিশোর জাগে—
নূতন উষার নবীন জগৎ
গড়িবে সে অনুরাগে॥

আমাদের দাবী

আমরা কিশোর, আমাদের দাবী সামান্য অতিশয়,
চিরদিন ধ'রে ক্ষতি সহিয়াছি, আর কত ক্ষতি সয়?
নগণ্য মোরা নই,
অগণ্য এই কিশোর আমরা কত মুখ বুজে রই?

আমরা জানাব আমাদের দাবী অভাবিত ঘোষণায়,
কঠোর কণ্ঠে জানাব মোদের অধিকার দুনিয়ায়!
আমরা বাঁচিতে চাই,
কে বাঁচিবে বলো, স্বাধীন-মাটিতে মোরা যদি ম'রে যাই?

আমাদের যারা ভুল পথে নেয়, ঢেলে দেয় ভেদ-বিষ,
যন্ত্রণা-ভরা কুমন্ত্রণায় কুহরে অহর্নিশ,—
মানিব না তাহাদের,
যুগে যুগে মোরা ভুল পথে চ'লে ভুগে ভুগে গেছি ঢের।

বিরাট কিশোর-রাজ্যের মাঝে আমরা অধীশ্বর,
সবাই সেথায় পবিত্রতায় অপূর্ব সুন্দর,
নির্মল, নিষ্পাপ,
মোদের রাজ্যে লাগিবে না কভু বিধাতার অভিশাপ।

কালনেমি আর শকুনি মামার গুপ্তচরের দল
ভাঙন ধরাতে করে ঘোরা-ফেরা, করে ছলনা ও ছল ;
যে সব ফন্দিবাজ—
আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তাড়াও তাদের আজ।

ভেজাল-বিহীন খাদ্য মোদের খেতে দাও ভরপুর,
শিক্ষার কর নব ব্যবস্থা, মূর্খতা কর দূর,
হে দেশ-নেতার দল,
জানো না তোমরা, মোদের পাথেয় নাহি কিছু সম্বল ?

পুঁজিবাদী করে টাকা নিয়ে খেলা, তাদের কুকুরে৷ খায়,
দেখ কত শত শিশু-ভগবান ক্ষুধায় মরিয়া যায় ;
এমন আইন চাই—
যে আইন-বলে শিশু ও কিশোর বাঁচিবে সর্বদাই।

শিশু ও কিশোর জাতির মজ্জা, মর্যাদা নাহি পায়,
অমানুষ হয়ে তারা যদি রয়, দেশ যাবে গোল্লায় ;
দাবী করি বারবার—
আণবিক নয়, চাই শুধু মোরা মানবিক অধিকার ॥

আমরা বাঙালী

আমরা বাঙালী, এ কথা জানাই গর্ব ও গৌরবে,
বাংলার বুকে আজো বেঁচে আছি অতীতের সৌরভে।
অতীতের সেই বলী-বাঙালীরা আনন্দময় জাতি,
মনের স্বাস্থ্যে, দেহের স্বাস্থ্যে অতুলন দিবারাতি।

ঢেঁকি ঘুরাইয়া, লাঠি উঁচাইয়া তাড়াত ডাকাত-চোরে,
গোটা পাঁঠা খেয়ে করিত হজম অজেয় মনের জোরে।
উন্নত গ্রীবা, কপাটবক্ষ, দেহ সুদীর্ঘ, উঁচা,
বিশ্বকর্মা-ঘরে যেন আজ ঘোরাফেরা করে ছুঁচা।

মরিতে বসেছি আমরা বাঙালী, সবই গেছে আজ ভেসে,
সোনার বঙ্গে মরিচা ধরেছে, ভাঙন ধরেছে দেশে।
ভাঙন ধরেছে বাঙালীর মনে, ভাঙন ধরেছে দেহে,
খাদ মিশে গেছে আন্তরিক সে শ্রদ্ধা-প্রণয়-স্নেহে।

যৌবন-ভরা মৌ-বনে আজ মৌ নাই এক কড়া,
তিক্ত রসেতে সিক্ত পরান, রিক্ততা আগাগোড়া।
বুকে নাই আশা, মুখে নাই ভাষা, নাহি সে পূর্ব খ্যাতি,
গৌরবময় বাঙালী এখন মুমূর্ষু এক জাতি।

আমার কথায় সত্যতা যদি করো কেউ সন্দেহ,
যতেক স্বাস্থ্য-নিবাসের প্রতি একবার মন দেহ।
বাঙালী সেথায় অগ্রগণ্য, সবার প্রধান তারা,
ভুগে ভুগে সার অস্থি-চর্ম, রোগে শোকে দিশেহারা।

ফুস্‌ফুসে ব্যথা, ঘুস্‌ঘুষে জ্বর, খুস্‌খুসে কাসি আদি,
চুল হতে নোখে গিজ্‌গিজ্‌ করে বিচিত্র সব ব্যাধি।

পালাজ্বর আর কালাজ্বর-জ্বালা, নাহিকো রক্ষা তাতে,
অক্কা পাবার দাখিল হয়েছে যক্ষ্মা-পক্ষাঘাতে।

আধি ও ব্যাধির ডিপো নিয়ে তারা অকালে আনিছে জরা,
জীবন মৃত্যু সমান তাদের, সগোত্র বাঁচা মরা।
অতীতের সেই প্রাণবান জাতি, জীবন্ত ছিল যারা—
কালের গর্ভে লয় পেয়ে গেছে, আজ আর নাহি তারা।

তাজা ফুলদল ঝরেছে ধুলায়, ম'রে গেছে কোন্ কালে,
বাংলা জুড়িয়া ঘোরা-ফেরা করে বাঙালীর কঙ্কালে।
কেন এই রোগ, কেন এই ভোগ? উত্তর কেবা দেবে?
স্বখাত-সলিলে মরিতেছি ডুবে, কেহ কি দেখেছ ভেবে?

কার্যের ধারা, চিন্তার ধারা সকলই গিয়াছে ঘুরে,
ভুল পথ ধ'রে ক্রমাগত মোরা কেবলি চলেছি দূরে।
স্বার্থ-আঁধারে ডুবেছি সবাই, অকপটে আজ বলি,
যেখানে বাঙালী সেখানে কেবল দল আর দলাদলি।

মাথা চাড়া দিয়ে ওঠো ভাই ফের 'বিসুভিয়াসে'র মত,
আমরা যে 'অমৃতস্য পুত্র' মনে রেখো অবিরত।
যত ভুল ক্রটি, দোষ অপরাধ, যাও একবারে ভুলে,
বাঙালী আবার স্বাধীন ভারতে খাড়া হও মাথা তুলে।

নব চেতনার বহালে জোয়ার কোথাও পাবে না বাধা,—
বাঙালী আবার ফিরে পাবে সেই শৌর্যের মর্যাদা॥

মোদের শত্রু এরা

যারা খুনী আর যাহারা ডাকাত, আঘাত হানিতে আসে,
অপরের বুকে ছুরি হেনে যারা তুরীয়ানন্দে হাসে,
তাহাদের ক্ষমা করি,
নির্বোধ তারা, অজ্ঞান তারা—সারাটা জনম ভরি'।

কিন্তু যাহারা শিক্ষিত ব'লে সভ্য-সমাজে মেশে,
অতি সাবধানে ক্ষতি ক'রে যায় শুভাকাঙ্ক্ষীর বেশে,
তাদের চিনিয়া রাখো,—
নিশ্বাস অতি বিষাক্ত, কভু বিশ্বাস কোরো নাকো।

যাহার কেবল পরগ্রাস কেড়ে বাড়ায় নিজের ভুঁড়ি,
আপনার পুঁজি ভরিতে করিছে কাঙালের ধন চুরি,
খায় গরীবেরে মেরে—
আমরা কিশোর কৃপা করিব না সে সব বর্বরেরে।

যাহারা জালেতে ছেয়ে ফেলে দেশ, জাতির ধ্বংস আনে,
টাকার নেশায় ভেজাল মেশায় ক্ষুধার অন্ন-পানে,
সে সব ব্যবসাদারে—
হোক আত্মীয়, কিশোরেরা কভু নাহি পারে ক্ষমিবারে।

চোরা-কারবার চালায় যাহারা, বাট্‌পাড়ি করে যারা,
রাহু-বিমুক্ত দেশের অঙ্কে চির-কলঙ্ক তারা।
যারা চোখে দেবে ধুলো,
সেই ধুলো শেষে অন্ধ করিবে তাহাদের চোখগুলো!

যারা রত সদা মেয়েদের আর মায়েদের অপমানে,
আমরা কিশোর সাবধান করি সেই সব শয়তানে,
তারা নর-সারমেয়,
নরকের কীট তাহারা, পথের কুকুরের চেয়ে হেয়।

দেশের শত্রু, দশের শত্রু, মোদের শত্রু এরা,
দেহের দুষ্ট-ক্ষতের মতই এ সব পাষণ্ডেরা।
স্বাধীন ভারতে আজি—
ঘুচাব আমরা যত মেকি, ফাঁকি, যতেক ধাপ্পাবাজি ॥

তোমরা চেনো কি তারে?

তোমরা চেনো কি তারে—
তোমাদের মাঝে গোপনে যে জন ডেকে যায় বারে বারে ?
হয় না বাহিরে প্রকাশ যাহার,
চোখ-ঝলসানো নাহিকো বাহার,
দেখানো ঠমক, জমক-জঁাকের কোনো ধার নাহি ধারে,—
তোমরা চেনো কি তারে ?

খুঁজে দেখো ভাই, তোমাদের মাঝে বাস করে সেই প্রিয়,
পরম-বন্ধু তোমাদের সে যে, সব-চেয়ে আত্মীয়।
কান পেতে যদি শোনো বাণী তার,
শুনিবে সে বাণী কোরান-গীতার,
সব ধর্মের মর্মের বাণী তারই মুখে ঝঙ্কারে,—
তোমরা চেনো কি তারে ?

গভীর অতলে মনের গহনে গোপনে বসিয়া আছে,
ধ্যান আছে যার, জ্ঞান আছে যার, ধরা দেয় তার কাছে।
সেই সে পরম পরশ-রতন,
লোহারে করিবে সোনার মতন,
অসুর পশুর ক্ষমতা হারায় যার কাছে একেবারে,—
তোমরা চেনো কি তারে?

তোমরা কিশোর ধ্যান কর সেই সত্য ও সুন্দরে,
জানো না তো ভাই সে মহা-তাপস কত মহা গুণ ধরে!
যাহার বিমল তেজের প্রভায়,—
বিশ্ব-জগৎ আলো হয়ে যায়,
সব মলিনতা, সকল দীনতা যায় সদা ছারেখারে,—
তোমরা চেনো কি তারে?

বাঁচার মন্ত্র যে বলিয়া দেবে তোমাদের অবিরত,
শুভ-বুদ্ধির উদয় যে করে,—হও তারি অনুগত।
অন্তর-লোকে যাহার আসন,
রণি' রণি' ওঠে যাহার ভাষণ,
যার বাণী সদা হানিছে আঘাত তোমাদের দ্বারে দ্বারে,—
তোমরা চেনো কি তারে?

তোমরা কিশোর, তোমরা তরুণ, আলোকের সন্ধানী,
আঁধার-কুহেলী যে করে ছেদন, শোনো শোনো তারি বাণী।
যার নাহি ছল, যার নাহি ভেক্,
কল্যাণময় সেই সে 'বিবেক'—
তোমাদের ঐ ডেকে ডেকে ফেরে আলোকের পারাবারে,—
তোমরা চেনো কি তারে॥

বন্ধুর দান

জানে নিবারণ—
দীমুর সহিত মেশা তাহার বারণ।
দীমু সে দীনের ছেলে বড়ই ইতর—
বাস করে বস্তিতে কুঁড়ের ভিতর।
নিবারণ ধনীদের স্নেহের দুলাল,
আদুরে গোপাল।

দীমু বড় ছোটলোক, হীন জানোয়ার—
অতি কদাকার।
ভূতের মতন তার চেহারা যেমন,
স্বভাব তেমন।
তার সাথে যেন নিবারণ
নাহি মেশে, পিতার বারণ।

রাস্তার এক পাশে দীমুদের ঘর,—
ভাঙা কুঁড়ে গলির ভিতর।
বিপরীত দিকে তার বিরাট বিশাল—
নিবারণদের বাড়ি আছে বহুকাল।
চুপে চুপে নিবারণ দীমু সাথে করে গিয়ে ভাব,
শিশু কিনা,—সরল স্বভাব।
দীমুর যে বাপ নাই,—
দুখিনী মা তার
কোনোরূপে ভিক্ষা ক'রে
জোগায় আহার।
বহু কষ্টে আছে দুই জন,
শুনে ব্যথা পায় নিবারণ।

বড়ই গরীব দীনু, তেলহীন রুক্ষ তার কেশ,
অন্ন বিনা শীর্ণ দেহ, জীর্ণ তার বেশ,
চেয়ে চেয়ে দেখে নিবারণ,—
ব্যাকুল হইয়া ওঠে মন।
লুকিয়ে নিজের যত খাবারের ভাগ—
দীনুরে সে দিয়ে আসে, জানায় সোহাগ ;
মুখে তার দেয় নিজ হাতে
চুপি চুপি অতি নিরালাতে।
দেখিলে দীনুর চোখে জল—
তারও চোখ করে ছল্‌ছল্‌।
কেন তার সাথে মেশা দীনুর বারণ
না বোঝে কারণ।

মাঘ মাস, বড় শীত পড়েছে সেবারে,—
হিমের তুহিন স্পর্শে কেঁপে সবে সারা একেবারে।
সন্ধ্যাবেলা অন্ধকারে আপনারে করিয়া গোপন—
চলে নিবারণ।
দেখেছে সে দীনুটারে—
কুটিরের একধারে—
ব'সে ব'সে আগুন পোহায়—
ঠক্ ঠক্ কাঁপে শীতে, ছেঁড়া এক জামা শুধু গায়।

চুপি চুপি নিয়ে তার পশমের গরম চাদর—
দীনুরে করিল দান জানায়ে আদর।
এই শীতে দিনু আহা কত কষ্ট পায়,
নিবারণ আরামেতে কি ক'রে ঘুমায়।

দীনু আর নিবারণে কি আর প্রভেদ—
কেন তার সাথে মেশা দীনুর নিষেধ।
সেও তো মানবশিশু তাহারি মতন,
ভেবে ভেবে সারা হয় শিশু নিবারণ।

পরদিন ভোরবেলা সারা পাড়াময়
উঠিল বিষম রোল, সোজা কথা নয়,
ভীষণ ব্যাপার,
চুরি গেছে বাবুদের ছেলের র্যাপার।
দীনু নাকি চুপি চুপি নিয়ে গেছে এসে কাল রাতে—
পড়েছে সে ধরা হাতে হাতে।

বাবুর হুকুমে এসে দারোয়ান বেদম গোঁয়ার—
বেচারী দীনুরে তেড়ে করিল প্রহার।
গায়েতে জড়ানো ছিল যেচে-দেওয়া বন্ধুর সে দান,
ছিনিয়ে নিল তা কেড়ে বাবুর হুকুমে দারোয়ান।

মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে দীনু কাঁদে,—
হায় হায় কোন্ অপরাধে
আজ এত সাজা হ'ল তার ?
ভাবিয়া না পায় বারবার।

হেনকালে নিবারণ দীনুর রোদন শুনি' কানে
ছুটিয়া আসিল সেইখানে।
ব্যাপার দেখিয়া তার দুই চোখে অশ্রু হ'ল জমা—
দীনুরে জড়ায়ে বুকে বলে—"ভাই, কর মোরে ক্ষমা॥"

মহিম-রহিম

মহিম রহিম দুটি ছোট ছেলে—
এক মন, এক প্রাণ ;
মহিম সে গোঁড়া হিন্দুর ছেলে,
রহিম মুসলমান।

তাহলে কি হয়,—বন্ধু যে তারা,
তফাৎ কে করে ভাই,—
দুটি ছোট প্রাণ, তাজা দুটি ফুল,
কোনো মলিনতা নাই।

বালক রহিম মক্তবে পড়ে,
মহিম পাঠশালায়,—
একই পথে রোজ মহা-উৎসাহে
হাত ধ'রে তারা যায়।

মক্কা ও কাশী এক ক'রে দিল
দুটি ছোট শিশু ভাই,—
জম্‌জম্ জল গঙ্গায় এলো—
কোনো সন্দেহ নাই।

মন্দিরে আর মস্‌জিদে হ'ল
প্রাণে প্রাণে পরিচয়—
চেরাগের বাতি পঞ্চপ্রদীপে
গলাগলি ক'রে রয়।

রহিম মহিমে কোলাকুলি হ'ল—
খোলাখুলি হ'ল প্রাণ,
এক হয়ে গেল উল্লাসে আজি
আল্লা ও ভগবান।

হিন্দুর ঘরে শিশুর মহলে
কে আছ মহিম ভাই,
মোল্লা ঘরের রহিম যে ডাকে,—
আয় আয় ছুটে তাই।

আজ সে রহিম জুড়ে থাক্ ভাই
প্রতি মুস্‌লিম ঘর,
মহিমের স্মৃতি ভ'রে থাক্ নিতি
হিন্দুর অন্তর॥

কে বড় ?

ছেলে

জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ মোরা যত ছেলের দল,
মোদের নিয়েই বিশ্বমাতার মুখখানি উজ্জ্বল।
আমরা ছেলে, সবার সেরা, সবার প্রধান হই,
বুদ্ধি এবং জ্ঞান-গরিমায় সবার উপর রই।
এই জগতে জ'ন্মে গেছেন শ্রেষ্ঠ যত বীর—
মোদের মাঝেই জন্ম তাঁদের, জানবে সেটা স্থির।
জ্ঞানে গুণে শ্রেষ্ঠ যাঁরা দীপ্ত প্রতিভায়—
যশের আলো ছড়ান যাঁরা বুদ্ধি ও বিদ্যায়,
কত শত মহাপুরুষ, যোগী-ঋষির দল,
মোদের মাঝেই সুপ্ত তাঁরা ছিলেন অবিরল।

সেই সে সুদূর অতীত হতে বর্তমানের কাল—
মোদের বিরাট কীর্তি-চাকা ঘুরছে সুবিশাল।
আমরা ছেলে, তোমরা মেয়ে, অনেক ব্যবধান,
যুগে যুগে আমরা চালাই বিরাট অভিযান।
অখ্যাত আর অজ্ঞাত দেশ মোদের আবিষ্কার,
বিশাল মরু, বিরাট পাহাড় আমরা যে হই পার।
নিবিড় গভীর অরণ্যে যাই, মরণকে নাই ভয়,
প্রাণের অতুল সাহস দিয়ে বিশ্ব করি জয়।
মরুর দেশে, মেরুর দেশে আমরা চ'লে যাই,
সিন্ধু-তলের রহস্যেরও আভাস মোরা পাই।
শিল্প এবং সাহিত্যেতে মোদের জুড়ি কই ?
বিজ্ঞানে ও জ্ঞানে মোরা সবার প্রধান হই।
বর্তমানের এ সভ্যতায় আমরা সবাই মূল,
আমরা ভাঙি, আমরা গড়ি—নাই যে তাতে ভুল।
তোমরা মেয়ে, বিশ্ব ছেয়ে তোমরা কর বাস,
তোমরা কোনো কাজেই লাগো করি না বিশ্বাস।
তোমরা ভীরু গো-বেচারী, নেহাৎ বলহীন,
আমাদেরই অধীন হয়ে কাটাও চিরদিন।
আমরা ছাড়া তোমরা অচল, একান্ত দুর্বল,
রান্না এবং কান্না ছাড়া নাই কিছু সম্বল।

মেয়ে

সত্যি বটে আমরা মেয়ে, তুচ্ছ তবু নই,
যুগে যুগে আমরা সবার শ্রদ্ধা কেড়ে লই।
মেয়ের জাতি, মায়ের জাতি, দেবীর জাতি আর—
আমরা আছি তাইতো আজো চলেছে সংসার।
মোদের খাটো করতে গেলে তোমরা খাটো হও,
মিথ্যে অপমানের বোঝা নিজের কাঁধে বও।

আজকে যাদের দেখছ বড়, বিরাট বিরাট লোক,
মোদের কাছে সবাই ঋণী, যতই বড় হোক।
স্নেহ-প্রীতি, দয়া-ক্ষমায় মোদের জুড়ি নেই,
জন্ম লভি আমরা মেয়ে লক্ষ্মীর অংশেই।
বিশ্বমায়ের আমরা প্রতীক, বিশ্বময়ীর রূপ,
বিশ্ব-মাঝে আমরা জ্বালাই কল্যাণেরি ধূপ।
তোমরা ছেলে, অনেক গুণে তোমরা গুণবান্,
সে-সব গুণের অনেকখানি জননীদের দান।
জননীদের সুশিক্ষা আর পবিত্র দীক্ষায়
কত ছেলে 'মানুষ' হ'ল, খোঁজ রাখো না তায়?
আমরা মেয়ে, তাই ব'লে নই নেহাৎ বলহীন,
বীর রমণীর অভাব ধরায় হয় নি কোনোদিন।
পুরাণে আর ইতিহাসে প্রমাণ আছে ঢের,
আর্য-নারীর গুণের কথা বলতে হবে ফের?
তোমরা কঠোর, আমরা কোমল, নই মোরা দুর্বল,
অসাধ্য কাজ করতে পারে মোদের চোখের জল।
কুসুম-কোমল মনে মোদের বজ্র চাপা রয়—
গ'র্জে ওঠে বাজের আগুন যেই প্রয়োজন হয়।
আমরা মেয়ে, কারুর চেয়ে আমরা ছোট নই—
জগৎ মাঝে মোদের কাজে আমরা সেরা হই।
মোদের সহায়তার জোরে তোমরা কর কাজ,
মোদের ছাড়া বিশ্বখানি শ্মশান হ'ত আজ।
আমরা আনি স্বর্গ হতে মন্দাকিনীর জল,
আমরা ফলাই এই দুনিয়ায় অমৃতেরি ফল।

(অভিভাবকের প্রবেশ)

অভিভাবক

তর্ক থামাও, তর্ক থামাও ছেলেমেয়ের দল,
কথায় কেবল কথাই বাড়ে—হয় না কোনো ফল।
ছেলে এবং মেয়ের মাঝে শ্রেষ্ঠ বা কোন্ জন—
তর্ক ক'রে মীমাংসা এর হয় না কদাচন।
ভগবানের সৃষ্টি উভয়, দু'এর পৃথক্ কাজ,
একটি ছাড়া অন্য অচল এই দুনিয়ার মাঝ।
নিজের কাজে উভয় বড়, নাইকো তাতে ভুল,
ছেলে মেয়ে এক বোঁটাতে দুইটি যেন ফুল।
একটি ফুলের অভাব হ'লে অন্যটি হয় ম্লান,
একের তাজা সৌরভেতে অন্যটি পায় প্রাণ।
ছেলে মেয়ে সবাই করে আপন আপন কাজ,
কেউ হেয় নয় কারুর চেয়ে বলতে পারি আজ।
যুগে যুগে ছেলের পাশে মেয়ের সাড়া পাই,
তারাই গড়ে স্বর্গ-নরক, সন্দেহ তার নাই।
কেউ হেয় নয় এই জগতে, তুচ্ছ কেহ নয়,
কারুর কাছে কারুর কভু হয় না পরাজয়।
এগিয়ে চলার দিন এসেছে,—স্বাধীন হ'ল দেশ,
এবার সবার গড়তে হবে নতুন পরিবেশ।
নতুন যুগের ডাক এসেছে—কাটছে আঁধার রাত,
ছেলে মেয়ে সবাই মিলাও হাতের সাথে হাত।
অন্ধকারের বন্ধ-দ্বারে আঘাত হানো জোর—
নতুন আলোর বন্যা নিয়ে আসছে নতুন ভোর।
বাঁচার মত বাঁচতে হ'লে খাঁচার খোলো দ্বার,
সকল বাঁধন কাটিয়ে ফেল স্বার্থপরতার।

নতুন ধরা গড়তে হ'লে কেউ যাবে না বাদ,
ছেলে মেয়ে সবাই এসো, করছি আশীর্বাদ।
স্বাধীন দেশের ছেলে মেয়ে, কেউ কারো নয় কম,
সবাই বলো সমস্বরে—'বন্দে মাতরম্' ॥

[সকলের একসঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি]

হঠাৎ

আটচালাটা ভাঙলো হঠাৎ
পাঠশালা তাই বন্ধ,
তালতলাতে ছিপ বাগিয়ে
বসলো এবার নন্দ।

তালপুকুরে অথৈ জলে
ছিপ ফেলে সে কৌতূহলে ;
বঁড়শী নিয়ে লাগলো এবার
কাৎলা-রুইএর দ্বন্দ্ব ;
পাৎলা-গড়ন নন্দ ভাবে,
ব্যাপারটা নয় মন্দ।

আজকে নেহাৎ বরাৎ ভালো
ধরবে সে মাছ কী জমকালো,
চমকালো সব মাছের পিলে
মিষ্টি চারের গন্ধ ;
মনের সুখে নন্দ ধরে
'তুম্-তা-না-না' ছন্দ ;

জলের মাঝে ফাৎনা ডোবে,
নন্দ মাতে মাছের লোভে,
'বাঃ কী তোফা মাল ওঠে ওই'—
আনন্দে সে অন্ধ ;
এমন সময় হঠাৎ যেন
লাগলো মাথায় ধন্দ।

গাছের থেকে ধপাস্ ক'রে
মাথাতে তাল পড়লো জোরে,
আচম্‌কা সে চম্‌কে ওঠে,
দম যেন হয় বন্ধ,—
ছিপ নিয়ে হায় মাছ পালালো,
নন্দ সে নিস্পন্দ ॥

দোলের আনন্দ

দোলের আনন্দ
দোলের আনন্দ !
আয় ছুটে হারু, বিশু,
আয় ছুটে নন্দ !

রং-গোলা রাঙা জলে
সারা বেলা খেলা চলে,
প্রাণে জাগে গান আজ,
গানে জাগে ছন্দ ;
দোলের আনন্দ।

আজকে প্রাণের হোলি,
আয় করি গলাগলি,
ভুলে গিয়ে দলাদলি,
ভুলে গিয়ে দ্বন্দ্ব ;
দোলের আনন্দ।

প্রাণের নিবিড় কোণে
রং ছিল সুগোপনে,
সেই রঙে মেখে দেব
প্রীতির সুগন্ধ ;
দোলের আনন্দ।

আয় বিশু, আর হারু,
ভয় নেই আজ কারু,
হৃদয়ের দ্বার কেউ
রাখব না বন্ধ ;
দোলের আনন্দ।

ভেদাভেদ সব ভুলে
দেব আজ চোখ খুলে
স্বার্থের বোঝা নিয়ে
যারা আছে অন্ধ ;
দোলের আনন্দ।

হোলির এ রং ঢেলে
রাঙা দীপ দেব জ্বেলে,
বিলাব সকল জনে

ফাগ-মকরন্দ ;
দোলের আনন্দ।

এ রঙের ছোপে জানি
রাঙা হবে প্রাণখানি,
জীবনের হোলি এ যে
নাহি তায় সন্দ' ;
দোলের আনন্দ।

আজকে দোলের দিনে
রাঙা পথ নেব চিনে,
ঘুচে যাবে মুছে যাবে
যত কিছু মন্দ ;
দোলের আনন্দ॥

বিয়ে-বাড়ির বিভ্রাট

জমিদারের বাড়ি গিয়ে ভেট্‌কিলোচন খুড়ো
গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে এক ঘণ্টা পুরো।
জমিদারের মেয়ের বিয়ে, লোক জমেছে মেলা,
জট্‌লা ক'রে দাঁড়ায় সবে, সাম্‌নে পিছে ঠেলা।
বড়বাবুর কড়া হুকুম, লাইন দিতে হবে,—
একে একে ভোজ-আসরে পারবে যেতে তবে।
গাঁট্টা খেয়ে—রদ্দা খেয়ে—গোঁত্তা খেয়ে পরে—
ভেট্‌কিলোচন খুড়ো এবার ঢুকলো এসে ঘরে।
বাসে-ট্রামে করেন যাঁরা নিত্যি আসা-যাওয়া
তাঁদের কাছে নতুন কি আর এ সব জিনিস খাওয়া!

যা-হোক এখন আসল খাবার পেলেই খুড়ো বাঁচে,
সত্যি এবার আসলো খুড়ো ভোজ-আসরের কাছে।
হঠাৎ এ কি—থামলো দেখি ভিড়টা হেথায় এসে,—
ব্যাপারটা কি? খ্যাঁটের ব্যাপার ভেস্তে না যায় শেষে!

এমন সময় টেকো নায়েব বললে এসে সবে—
"আঙুল তুলুন, আঙুল তুলুন, ছাপ লাগাতে হবে।
হাতে কালির ছাপ লাগালেই বসতে পাবেন খেতে;—
তা না হ'লে ভোজ-আসরে পাবেন না আর যেতে।
আবার এসে খেয়ে যাবেন? ধুলো দেবেন চোখে?—
কালি দেখেই ধরবো মোরা দুবার কা'রা ঢোকে।"
খুড়ো এবার বেজায় চ'টে মুখ-ভেংচে বলে
"চাই না খেতে এমন খাওয়া—যাচ্ছি আমি চ'লে,—
ভোটের কালি শুকায়নিকো,—ইয়ার্কি ফের করো,—
হ্যাংলাফ্যাচাং চ্যাংড়া যত হেথায় হ'লে জড়ো!
হাতের কালি রেখে এখন চুন-কালি দাও মুখে—
গলায় দড়ি দিয়ে মরো—আপদ যাবে চুকে।"
এমনি খানিক বক্‌বকিয়ে বকলো খুড়ো তাকে;
হাতের কালি কেড়ে নিয়ে ঢাললো তাহার টাকে।
ব্যাপার দেখে' ভিড়ের মাঝে গোল লেগে যায় ভারি;
চট্‌পটিয়ে চটি জুতো ফিরলো খুড়ো বাড়ি॥

হায় বাহাদুর

হায় বাহাদুর হারান বাবুর
বিগড়ে' গেল ছেলে,
দেশের কাজে যোগ দিয়ে সে
সটান গেল জেলে।

অপর ছেলে সেও বা কি কম,
কলেজে সে পড়ত বি-কম্‌,
স্বেচ্ছাসেবক হ'ল এবার
কলেজ-টলেজ ফেলে।

একটি মেয়ে আদুরে খুব,—
সেও যে তারে করল বেকুব,
'কদম, কদম' গান করে সে
প্রাণের দরদ ঢেলে।

অপর মেয়ে ভালই নেহাৎ
তাও বুঝি আজ হ'ল বেহাত,
তিন-রঙা এক নিশান ওড়ায়
এমনি বে-আক্কেলে।

গিন্নী ছিলেন বাধ্য বেজায়
জাহান্নামেই এবার সে যায়,—
হায় কি আপদ, কোত্থেকে এক
চরকা তাহার মেলে।

রাত্রি দিবস চরকা চালান,
হায় বাহাদুর দৌড়ে পালান,
খেতাব যাওয়ার আতঙ্কেতে
চড়েন গিয়ে রেলে।

সঙ্গে কিছু নিলেন খয়ের,
মনকে তিনি করেন তোয়ের,
খয়ের খেয়ে 'খয়ের খাঁ' ফের
হবেন অবহেলে॥

জংলা-সুর

বন-পাহাড়ী, জংলা ভারী
আংসা-বুড়োর দেশ,
উঁচু-নীচু ঘাসের জমি
—পথের নাহি শেষ।
ফাগুন-বেলা শেষ হয়ে যায়,
আগুন-হাওয়া বয়—
সন্ধ্যা-রেতে জাগতে পারে
ভূত-পেরেতের ভয়!
স্কন্ধ-কাটার নাম শোনা যায়
অন্ধকারেই ভাই,
মাম্‌দো-দানোর ভয় এড়িয়ে
জল্‌দি চলো তাই।
জংলা দেশের ঠিক কি বল্‌!

মংলা-ভায়া জল্‌দি চল্‌—
জল্‌দি চল্‌।.........
(মাদল—দিপির্‌ দিপাং দিপির্‌ দিপাং দিপির্‌ দিপাং তাং—
বাঁশি—তুতুর্‌ তু আ উতুর্‌ তু আ তুতুর তু আ তু...)

ডাইনে রঙিন রঙন কুসুম
তাই নে তুলে ভাই,
বোনের খোঁপায় সাজবে তোফা
বাড়বে বাহার তাই।
এই যে পাশে ঝাড়ের ঘাসে
বেগ্‌নী বুনো ফুল,
বোনের কানে বনের ফুলে
ঠিক ইরানী-দুল্‌।
তাই তুলে নে আলতো ক'রে,
জল্‌দি চ'লে চল্‌—
সাঁঝের আগেই পার হওয়া চাই—
এই বুনো জঙ্গল।
জংলা দেশের ঠিক কি বল্‌!
মংলা-ভায়া জল্‌দি চল্‌—
জল্‌দি চল্‌।.........
(মাদল—দিপির্‌ দিপাং দিপির্‌ দিপাং দিপির্‌ দিপাং তাং...
বাঁশি—তুতুর্‌ তু আ উতুর্‌ তু আ তুতুর্‌ তু আ তু—)

ঘুর্নি হাওয়ার ঝট্‌কা লেগে
ঝরলো পাতার দল—।
ঘুর্নি হাওয়ার ঘুরন পাকে
মন হ'ল চঞ্চল।

শালের বনে ডালে ডালে
কাঁপন লেগে যায়—
কোন্ উদাসী পলাশ-তলায়
ভীম-পলাশি গায় ?
ল্যাজ-ঝোলা ঐ কুবোর-দলে
করছে কোলাহল—
হল্‌দি গাঁয়ের পথটি ধ'রে
জল্‌দি চ'লে চল্।
জংলা দেশের ঠিক কি বল্
মংলা-ভায়া জল্‌দি চল্—
জল্‌দি চল্।..........

(মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং—
বাঁশি—তুতুর তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু.....)

ঝরা পাতায় পথ ঢেকেছে,—
হায় হ'ল মুশকিল—
শিরশিরিয়ে উঠছে দূরের
'শিরশিরিয়ার ঝিল'।
ওরই পাশের মাঠটি যেন
জানা জানা ঠিক—
ছোট্‌কু মাঝির ভিটে ছিল
ওরই সে কোন্ দিক।
এম্‌নি দিনে ছোট্‌কু মাঝি
বাঘের পেটে যায়—
এম্‌নি দিনে, এম্‌নি বেলায়,
এম্‌নি নিরালায়।

জংলা দেশের ঠিক কি বল্—
মংলা-ভায়া জলদি চল্—
জলদি চল্।.........
(মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং—
বাঁশি—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু...)

মরা নদীর চড়ায় কাঁদে
অধীর কবুতর—
ঘূর্নিপাকের হুর্বিপাকে
ভাঙলো যে ওর ঘর ।
হুম্‌কি শোনো হুতুম্-থুমোর
ফুলিয়ে ডুমো গাল,
পালায় দূরে বন-কেয়ারী
'হুঁড়ার' ফেরুপাল ।
বট-মহুয়ার তলে তলে
'হুয়া হুয়া' রব,
খ্যাঁক খেঁকিয়ে উঠছে দূরে
খ্যাঁক-শেয়ালী সব ।
জংলা দেশের ঠিক কি বল্,
মংলা-ভায়া জলদি চল্—
জলদি চল্।.........
(মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং—
বাঁশি—তুতুর্ তু আ উতুর তু আ তুতুর্ তু আ তু...)

ঐ দেখা যায় ধুসর পাহাড়
'ভাতুই বুড়ু' নাম ।

বন পেরিয়ে, ভয় এড়িয়ে
চল্ রে অবিশ্রাম—।
করলে দেরি মা-বোনেরা
ভেবেই হবে খুন—
যত্ন ক'রে রেখে দেছেন
পান্তা-ভাত আর নুন।
মুর্‌লী বাজা জোর্‌সে ভায়া,
মাদ্‌লা বাজাই জোর—
পৌঁছে যাব গাঁয়ের ঘরে
সাঁঝ না হ'তে ঘোর।
জংলা দেশের ঠিক কি বল্—
মংলা-ভায়া জল্‌দি চল্—
জল্‌দি চল্।.........

(মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং—
বাঁশি—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু···)

ভাইয়া বাজা মুর্‌লী মধুর—
ভাব্‌না কিছু নাই—
মাদল বাজাই সঙ্গে আমি,
চল্ রে তালে ভাই।
আংলা-বুড়ো বনের রাজা,
করব তারে জয়,
দুষমন্ সব থাকবে দূরে—
আর বা কারে ভয়?
বেলা-শেষের লালিম আভা
রাঙ্‌লো গগনতল,

হল্‌দি-গাঁয়ের পথটি ধ'রে
জল্‌দি চ'লে চল্‌।
জংলা দেশের ঠিক কি বল্‌,
মংলা-ভায়া জল্‌দি চল্‌,
জল্‌দি চল্‌।.........
(মাদল—দিপির দিপাং দিপির দিপাং দিপির দিপাং তাং—
বাঁশি—তুতুর্‌ তু আ উতুর্‌ তু আ তুতুর্‌ তু আ তু......)

গান্ধীজি এসো ফিরে

একি, একি হ'ল, নির্মেঘ নভে বজ্র উঠিল জ্ব'লে,
স্থির অবিচল দৃঢ় হিমাচল পড়ে যেন ট'লে ট'লে;—
পাতালের মহা অনন্তনাগ ওঠে যেন মাথা নাড়ি,
ইতিহাস-পাতে হ'ল কলঙ্কী তিরিশের জানুয়ারি।
মহাগুরু-পাত হ'ল যে হঠাৎ হিংসার দংশনে,
দ্বিতীয় যীশুর মহান্‌ প্রয়াণ হেরিল জগৎ-জনে।
যমুনার তীরে তীরে,
লক্ষ কণ্ঠ ফুকারিয়া কাঁদে—গান্ধীজি এসো ফিরে।

সাত সাগরের জল যেন আজ জমা হ'ল চোখে চোখে,
হাপুস্‌ নয়নে কাঁদে জনগণ বাপুজির শোকে শোকে।
দেশবাসী কাঁদে, কাঁদিছে বিদেশী, কাঁদিছে জগৎবাসী,
ত্রিভুবন কাঁদে, এ করমচাঁদে কোন্‌ রাহু ফেলে গ্রাসি'?
এ করমচাঁদে, এ ধরম-চাঁদে হারায়ে জননী কাঁদে,—
জাতির রক্ত হিম হয়ে গেল সহসা কী অবসাদে!
হের দশদিশি ঘিরে—
নিশির আঁধার ঘনায়ে নামিছে—গান্ধীজি এসো ফিরে।

যুগসঞ্চিত পাপ এ জাতির দূষিত করেছে হিয়া,
সেই পাপ-ঋণ শোধ ক'রে গেলে বুকের রক্ত দিয়া।
বাপুজি, মোদের ক্ষমা কর আজ, যত অপরাধ ভোলো,
তোমার হৃদয়-পরশপাথরে কত লোহা সোনা হ'ল।
প্রেমের চক্ষে কত শত্রুরে নিয়েছ বক্ষে তুলি,
তোমার পরশে অমৃত হ'ল যে রিভলভারের গুলি।
কত কাচ হ'ল হীরে,
অসহায় জাতি ফুঁপায়ে কাঁদিছে—গান্ধীজি এসো ফিরে।

মৃত এ ধরায় বাপুজি তুমি যে অমৃতের অধিকারী,
'ক্ষমা হি পরম ধর্ম' তোমার, পবিত্র-ব্রতধারী ;
অহিংসা তব অমোঘ অস্ত্র, 'সত্যে' দীক্ষা তব,
চির-জপমালা 'রাম'-নাম তব, অভিরাম অভিনব।
রাম-রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছ ঘুমে আর জাগরণে,
সকল সংস্কারের ঊর্ধ্বে বিরাজিলে ক্ষণে ক্ষণে।
অগণন জন-ভিড়ে—
তৃষিত আত্মা খুঁজে ফেরে তোমা—গান্ধীজি এসো ফিরে।

পুরুষোত্তম সত্য-তাপস, জাতির জনক তুমি,
তব অবসানে শ্মশান হ'ল যে সারা এ ভারতভূমি।
তুমি নাই নাই, কাহারে জানাই, প্রাণের বেদনা যত,
মুখে নাই ভাষা, বুকে নাই আশা, কাঁদি কাঁদি অবিরত ;
কাঁদি কাঁদি আর পথ চলি মোরা অন্ধকারের রাতে,
কে দেখাবে আলো, কে বাসিবে ভালো, কে থাকিবে সাথে সাথে ?
করাঘাত করি' শিরে
সবার কাঁদন জমা হয়ে কাঁদে—গান্ধীজি এসো ফিরে।

ইতিহাস-খ্যাত লাল কেল্লার লাল সে পাষাণরাজি
তব লাল তাজা রক্ত হেরিয়া কালো হয়ে গেল আজি।
জগতের যত রক্ত থামাতে চলেছিলে অভিযানে,
সেই অভিযান শেষ ক'রে গেলে নিজের রক্ত দানে।
দিল্লীর সেই নিধন-যজ্ঞে যে ধোঁয়া উঠিল জেগে
ভারতবাসীর মুখ হ'ল কালি সেই কালো ধোঁয়া লেগে।
ঘিরি তব সমাধিরে
যুগ যুগ ধরি' কাঁদিবে মানব—গান্ধীজি এসো ফিরে॥

সাইকেলে বিপদ

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং! সবে স'রে যাও-না,
চড়িতেছি সাইকেল, দেখিতে কি পাও না?
ঘাড়ে যদি পড়ি বাপু, প্রাণ হবে অন্ত;
পথ-মাঝে র'বে পড়ে ছিরকুটে দন্ত।

বলিয়া গেছেন তাই মহাকবি মাইকেল—
'যেয়ো না যেয়ো না সেথা, যেথা চলে সাইকেল।'
তাই আমি বলিতেছি তোমাদের পষ্ট—
মিছে কেন চাপা প'ড়ে পাবে খালি কষ্ট?

ভালো যদি চাও বাপু, ধীরে যাও সরিয়া,—
কি লাভ হইবে বলো অকালেতে মরিয়া?
সকলেই দিবে দোষ প্রতিদিন আমারে—
গালি দিবে চাষা, ডোম, মুচী, তেলী, কামারে।

এত আমি বলিতেছি—ওরে পাজী রাস্‌কেল—
ঘাড়ে যদি পড়ি তবে হবে বুঝি আক্কেল ?
রঘুনাথ একদিন না সরার ফলেতে—
পড়েছিল একেবারে সাইকেল-তলেতে।

সতেরই বৈশাখ—রবিবার দিন সে—
চাপা প'ড়ে মরেছিল বুড়ো এক মিন্‌সে।
তাই আমি বলিতেছি—পালা না রে এখনি,
বাঙালী হয়েছ বাপু, পলায়ন শেখনি ?'

ঈস্‌—!

হাবড়া-মাঠে কুস্তি হবে গোবরা এবং গামার,
দেখতে সেটা ইচ্ছা হ'ল নন্দলালের মামার।
স্বয়ং তিনি কুস্তি লড়েন,
মুগুর ভাঁজেন স্যাণ্ডো করেন,
বুকের উপর পাথর রাখেন বোতাম খুলে জামার।
(ঈস্‌—!)

অনেক রকম কায়দা-কানুন জানেন তিনি আবার,
পাঞ্জাবেতে পাঞ্জা ল'ড়ে মঞ্জুমিঞা সাবাড়।
এই সেদিনে পাট্‌না জেলায়
তাঁহার সাথে কুস্তি খেলায়
পাকা পুরো হারটি হ'ল ছট্টুলালের বাবার।
(ঈস্‌—!)

এমন অনেক ভীষণ কথা বলেন তিনি দেদার,—
অবাক্ হয়ে শুনতে থাকি নন্দ, আমি, কেদার—
'মাসেল্' টিপে দেখান মামা,
শক্ত যেন ইটের ঝামা,
অবাক্ হয়ে আমরা কেবল তাকাই ওধার-এধার।
(ঈস্—!)

এমন ভীষণ মামার কাছে স্পর্ধা দেখ হরির—
বললে কিনা—'তোমার তো ওই হ্যাংলা-পানা শরীর!'—
শুনেই মামা ভীষণ রেগে
কাঁপতে থাকেন দূরের থেকে,
জুতোর উপর ঠুকতে থাকেন মুণ্ডুটা তাঁর ছড়ির।
(ঈস্—!)

ভাগ্যে মামার হাবড়া-মাঠে সময় হ'ল যাবার—
নইলে পরে একটি চড়ে হরির দফা সাবাড়!
ভাগ্যে মামা গেলেন চ'লে—
রক্ষে ছিল আজ না-হ'লে?
হাঁফটি ছেড়ে আমরা খেলাম বিকেল বেলার খাবার।
(ঈস্—!)

আমার মন

আমার মনের অবাধ বাসনা অথৈ আকাশে ছড়িয়ে যায়,
আমার মনের আশার আলোক ঝর্ণার মত গড়িয়ে যায়।

আঁধারের যত গণ্ডি ছাড়িয়ে
অসীমের মাঝে যায় যে হারিয়ে,
বাঁধ-ভাঙা তার উদ্দাম গতি সব জঞ্জাল সরিয়ে যায়,
শীতের তুহিন বাতাসের মত জীর্ণ-পাতা সে ঝরিয়ে যায়।

অমানুষ হয়ে কে চায় থাকিতে,
কাটাতে কে চায় জীবন ফাঁকিতে—
তাইতো যেথায় ফাঁক দেখি চোখে মোর মন তাহা ভরিয়ে যায়,
আমার মনের অবাধ বাসনা অথৈ আকাশে ছড়িয়ে যায়॥

—শেষ—